নির্বাচিত কবিতা

ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্বাচিত কবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্বাচিত কবিতা

ফররুখ আহমদ

সম্পাদনা

মাহবুব সাদিক

বাংলা একাডেমি

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা

অর্থায়ন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থবছর : ২০১৫-২০১৬ ॥ প্রকাশনা : ৬৭

নির্বাচিত কবিতা ॥ ফররুখ আহমদ

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৩/এপ্রিল ২০১৬

বাএ ৫৪৩৭
[২০১৫-২০১৬ গসঅবি : ১৯]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ

প্রকাশক ও কর্মসূচি পরিচালক
মোবারক হোসেন
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

প্রকাশনা সহযোগী
ড. মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ

মুদ্রক
ড. আমিনুর রহমান সুলতান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

NIRBACHITA KABITA : FARRUKH AHMED [Selected Poems : Farrukh Ahmed]. Edited by Mahboob Sadiq. Published by Mobarak Hossain, Director, Research, Compilation, Lexicography and Encyclopedia Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : April 2016. Price : Tk. 240.00 only.

ISBN 984-07-5446-7

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা

সাত সাগরের মাঝি

সিন্দবাদ ৩ বার দরিয়ায় ৫ দরিয়ায় শেষ রাত্রি ৯ শাহ্‌রিয়ার ১২ আকাশ-নাবিক ১৪ ডাহুক ১৮ বন্দরে সন্ধ্যা ২১ ঝরোকা'য় ২১ এই সব রাত্রি ২৫ পুরানো মাজারে ২৫ পাঞ্জেরী ২৬ স্বর্ণ-ঈগল ২৭ লাশ ২৮ আউলাদ ৩০ সাত সাগরের মাঝি ৩৩

সিরাজাম মুনীরা

সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা ৩৭ শহীদে কারবালা ৪৬ মন ৪৮ এই সংগ্রাম ৪৯ অশ্রুবিন্দু ৫২ গাওসুল আজম ৫২ অভিযাত্রিকের প্রার্থনা ৫৩ মুক্তধারা ৫৩ ইশারা ৫৪

নৌফেল ও হাতেম

কাহিনীর ইশারা ৫৭ প্রথম অঙ্ক ৫৮ তৃতীয় অঙ্ক ৬৩

মুহূর্তের কবিতা

মুহূর্তের কবিতা ৭০ মুহূর্তের গান ৭০ দুর্লভ মুহূর্ত ৭১ কবিতার প্রতি ৭১ কোকিল ৭২ ঝড় ৭২ বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ ৭৩ ক্লান্তি ৭৩ পরিচিতি ৭৪ ময়নামতীর মাঠে/এক ৭৪ ময়নামতীর মাঠে/দুই ৭৫ ময়নামতীর মাঠে/তিন ৭৫ ময়নামতীর মাঠে/চার ৭৬ দীউয়ানা মদিনা ৭৬ হাতঘড়ি/এক ৭৭ হাতঘড়ি/দুই ৭৭ গোধূলি সন্ধ্যার সুর ৭৮ ফেরদৌসী ৭৮ রুমী ৭৯ জামী ৭৯ সাদী ৮০ হাফিজ ৮০ মোতিঝিল ৮১ সোনারগাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি ৮১ নদীর দেশ ৮২ ধানের কবিতা ৮২ সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত ৮৩ শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে ৮৩ পুঁথির আসর ৮৪ কাসাসুল আম্বিয়া ৮৪ শাহ্‌নামা ৮৫ আলিফ লায়লা ৮৫ চাহার দরবেশ ৮৬ কবির প্রতি ৮৬ সাম্পান মাঝির গান/এক ৮৭ সন্ধ্যাতারা ৮৭ লোকসাহিত্যের নায়িকা ৮৮ রূপকথা ৮৮ 'তুমি জাগলে না' ৮৯ একটি আধুনিক শহর ৮৯ রক পাখি ৯০ মুক্তি স্বপ্ন ৯০ প্রত্যয় ৯১ শেষ কথা ৯১

হাতেম তা'য়ী

পরিচিতি ৯২ উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী ৯৫

অনুস্বার

ভূমিকা ১০০ বর্ণচোরা ১০১ বোঝাপড়া ১০১ নীতি ১০২ নীল হাওয়া ১০২ উত্থিতা ১০৩ অভিজাত-তন্দ্রা ১০৩ উর্দু বনাম বাংলা ১০৪ ইঁদুর ১০৪ দেশলাই ১০৫ নেতা ১০৫ বিল্লী ১০৬ পরিচয় ১০৬ পেশাদারী বিদ্যালয় ১০৭ বড় সাহেব ১০৭ শরীফ ১০৮ হবু ডিক্টেটরের প্রতি ১০৮ ঝাঁকের কৈ ১০৯ ট্রাডিশন ১০৯ মান্যবরেষু ১১০ অ-কাঠ ১১০ ডেক ১১১ হাইব্রিড ১১১ পাণ্ডিত্যাভিমানী কবির প্রতি ১১২ অতি আধুনিক কবিকে ১১২ ফাঁদ ১১৩ শেষ ১১৩

www.pathagar.com

হে বন্য স্বপ্নেরা

যৌবসেনা ১১৪ কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি ১১৫ নাটকীয় ১১৫ সমাপ্তি ১১৭ মধুমতির তীরে ১১৭ দোয়েলের শিস্ ১১৯ ঝিল্লী ১২০ পথিক ১২১ শাহেরজাদী ১২২ নিষ্প্রদীপ ১২৪ পটভূমি ১২৪ পদ্মার ভাঙন ১২৬ পরিপ্রেক্ষিত ১২৭ শিকার ১২৮ পাথরের দিন ১২৮ মৃগতৃষ্ণিকা ১২৯ সুর ১২৯ সংগতি ১৩০ হীরার কুচির মত ১৩০ প্রেমের আবির্ভাব ১৩১ ব্যক্তিগত ১৩১ প্রেসম্যান ১৩২ হে বন্য স্বপ্নেরা ১৩৩

কাফেলা

কাফেলা ১৩৪ কাফেলা ও মন্‌জিল ১৩৭ খলিফাতুল মুস্‌লেমিন ১৩৯ নতুন সফর ১৪১ বৈশাখ ১৪৩ ঝড় ১৪৭ বর্ষায় ১৫০ পদ্মা ১৫৩ আরিচা-পারঘাট ১৫৬ সৃষ্টির গান ১৫৯ স্বর্ণ-ঈগল ১৬০ ঈদের স্বপ্ন ১৬২ শিকল ১৬২ বিরান শড়কের গান ১৬৩ ইব্‌লিস ও বনি আদম ১৬৪

হাবেদা মরুর কাহিনী

এক ১৭৫ আট ১৭৬ উনিশ ১৭৭ আটচল্লিশ ১৭৭

দিলরুবা

প্রথম স্তবক ১৭৮ পঞ্চম স্তবক ১৮১

শিশু-কিশোর কবিতা

পাখির বাসা ১৮৪ প্যাঁচার বাসা ১৮৫ বাবুই পাখির বাসা ১৮৫ মজার ব্যাপার ১৮৫ মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁক্‌ড়া ১৮৭ ঝড়ের গান ১৮৮ বৃষ্টির গান ১৮৯ বর্ষা শেষের গান ১৮৯ ফাল্গুনের গান ১৯০ বৃষ্টির ছড়া ১৯০ ইলশেগুঁড়ি ১৯১ পউষের কথা ১৯২ টুন্‌টুনি ১৯৪ কাঠ-ঠোক্‌রা কুটুম পাখি ১৯৪ টিয়ে পাখি ১৯৫ মাছরাঙা ১৯৫ ফিঙে পাখি ১৯৬ শীতের পাখি ১৯৬ পাখ্-পাখালি ১৯৭

হাসি-কান্না

হাসি ১৯২ কান্না ১৯৩

কাব্যগীতি পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি গান

কাব্যগীতি : এক ১৯৮ কাব্যগীতি : দুই ১৯৮ কাব্যগীতি : তিন ১৯৯ কাব্যগীতি : চার ১৯৯ কাব্যগীতি : পাঁচ ২০০ কাব্যগীতি : ছয় ২০০ কাব্যগীতি : সাত ২০১ কাব্যগীতি : আট ২০১ কাব্যগীতি : নয় ২০২ কাব্যগীতি : দশ ২০২ কাব্যগীতি : এগারো ২০৩ কাব্যগীতি : বারো ২০৪ কাব্যগীতি : তেরো ২০৪ কাব্যগীতি : চৌদ্দ ২০৫ কাব্যগীতি : পনের ২০৫ কাব্যগীতি : ষোল ২০৬ কাব্যগীতি : সতেরো ২০৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

অমিত কল্পনাপ্রতিভা, ঐতিহ্যপ্রীতি ও কবিত্বশক্তিতে ঋদ্ধ বাংলাদেশের চল্লিশ দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)। *রাত্রি* শীর্ষক তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় হবীবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত *বুলবুল* পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৪৪-এ। প্রায় কাছাকাছি সময়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর গুচ্ছ-কবিতা। ফররুখ আহমদ স্কুলজীবনে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজল এবং কবি আবুল হাশিমকে। কলকাতায় রিপন কলেজে ভর্তি হয়ে শিক্ষক হিসেবে পান বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং প্রমথনাথ বিশীকে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতাচর্চার অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তাঁর চারপাশে বিদ্যমান ছিল–কিন্তু উন্মেষপর্বের কিছু লেখা ছাড়া তিনি আধুনিক কবিতার পথে তেমন হাঁটেননি। তিরিশোত্তর কবিদের সংস্পর্শে এসেও ফররুখ আহমদ নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন–সযত্নে গড়ে তুলেছেন নিজের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কাব্যবলয়।

বাংলা ভাষা বিষয়ে ফররুখ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ কবির মনোভাব প্রকাশের মূল মাধ্যম তাঁর ব্যবহৃত ভাষা। যে-কালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে সেই কালে *পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য* শীর্ষক প্রবন্ধে ফররুখ আহমদ লিখেছেন : *পাকিস্তানের, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দুশো বছর বাংলাভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছি। ...বাংলা ভাষাকে যে ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করা যায় এ বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক দীনতা ঘুচাতে হলে শুধু লেখক সম্প্রদায়কে নয়– রাষ্ট্র ও সমাজের বিত্তবান অংশকেও এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। ...গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপায়িত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এইপ্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ...বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।*

www.pathagar.com

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন ফররুখ আহমদ। তবে একই সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার *সাংস্কৃতিক দীনতা* ঘুচানোর জন্যে দেশের লেখক ও বিত্তবান জনগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বাংলা ভাষার *সাংস্কৃতিক দীনতা* বলতে তিনি এ ভাষায় ইসলামী ঐতিহ্য রূপায়ণের অভাব, আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের অভাব এবং সংস্কৃত শব্দের বহু-ব্যবহারকেই বুঝিয়েছেন। *নজরুল সাহিত্যের পটভূমি* শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: *বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী-ফারসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্র যে ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিল, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। আরবি-ফারসি মিশ্রিত...বাংলা জবান* গড়ে তুলে সেই ভাষায় ইসলামী ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটাতে পারলে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক দীনতা ঘুচে যাবে বলে বিশ্বাস করতেন ফররুখ আহমদ। এই মনোভঙ্গি থেকেই তিনি *বাংলা ভাষাকে ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত* করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। *নজরুল-প্রসঙ্গ* শীর্ষক রচনায় নজরুল ইসলামকে *বাঙালী মুসলমানের জাগরণের প্রথম কবি* হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাঁর মতে নজরুলের কবিতার প্রধান কয়েকটি ত্রুটি হচ্ছে অদম্য ভাবাবেগ, দুর্বল শব্দচয়ন, অগভীর জীবনবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিশক্তির অভাব। ফররুখ আহমদ লিখেছেন: *নজরুল নিজেও তা (ত্রুটি) বুঝতেন এবং সেকথা স্বীকার করে গেছেন, কিন্তু নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল নজরুলের কবিতায়।*

কাজী নজরুল ইসলাম যে কাজ পরিপূর্ণরূপে করে উঠতে পারেননি—বাঙালি মুসলমানের সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্যেই ফররুখ আহমদ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দসহযোগে প্রায় নতুন করে তৈরি করে নেন নিজের কাব্যভাষা। অবশ্য এক্ষেত্রে নজরুল ইসলামই তাঁর পথপ্রদর্শক। তবে নজরুল প্রধানত বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দই ব্যবহার করেছেন বেশি। আর ফররুখ আহমদ প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর নতুন আরবি-ফারসি শব্দও ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায়। অনেকক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যবহৃত অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ অর্থ না বোঝার কারণে সাধারণ পাঠকের বোধের বাইরেই থেকে গেছে।

তিরিশের দশকের শেষ দিকে কবিতাচর্চা শুরু করেন ফররুখ আহমদ। আদ্যন্ত রোমান্টিক এই কবির উত্থানপর্বের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*-র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: *প্রাথমিক ফররুখ আবেগ ও রোমান্টিকতায় উন্মাতাল, তাঁর পায়ের নিচে বস্তুভূমিও ছিলো তৎসাময়িক ও পরিষ্কার, ফররুখ তখন বাম-ঘেঁষা, নির্যাতিতদের পক্ষে লড়াই করছেন কবিতায়। মানবিকতার*

www.pathagar.com

এই ধারা ফররুখে শেষ-পর্যন্ত প্রবহমান ছিলো—তবে খাত বদল হয়েছে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, মন্বন্তরের সময়, ফররুখ কবিতার পর কবিতা লিখেছেন দুর্ভিক্ষ বিষয়ে—সংখ্যায় ও গুণে তা একমাত্র সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭) সঙ্গেই তুলনীয়। সুকান্ত ও ফররুখ মন্বন্তরের শ্রেষ্ঠ দুই কবি। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় ফররুখ কবিতা লিখেছিলেন ও আকাশবাণী থেকে পাঠও করেছিলেন।... ১৯৪৩-এই ফররুখের লেখার ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায় আমূল— ফররুখ দেখা দেন ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কবি হিশেবে। ...ফররুখ ১৯৪৩-এর পরে—অর্থাৎ সারাজীবনব্যাপী—কেবলমাত্র ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বজাবাহী। নজরুল ও জসীমউদদীনের মতোই ফররুখও মূলত মানবতাবাদী, মানবপ্রেমিক—কিন্তু মানবতাকে সরাসরি স্পর্শ করেছেন তিনি ইসলামের মধ্য দিয়ে। ইসলামের বহিরাচার বা আধ্যাত্মিকতা ফররুখকে তত স্পর্শ করে না যতো করে তার সাম্যবাদী ও মানবতা-উদ্বোধক ভূমিকা।

ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাত সাগরের মাঝি* প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৪৪-এ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই একটিমাত্র গ্রন্থ তাঁকে পৌঁছে দেয় খ্যাতির চূড়ায়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই ফররুখ আহমদ তাঁর ভাববস্তুকে উপমা-রূপক-প্রতীক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিল্পিত করে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের আধার ও আধেয় এখানে শিল্পের বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফররুখ আহমদের বন্ধু লেখক আবু রুশদ লিখেছেন: *সাত সাগরের মাঝি... বইটা যখন বেরুলো তখন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র উভয়েই সে-বই-এর কয়েকটা কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। পরে ফররুখ আহমদ-এর কয়েকটা কবিতা বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত কবিতা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত নিরুক্ত পত্রিকায় বেরিয়েছিল।*

ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদী কাব্যবিষয় প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাভঙ্গির নিপুণ প্রয়োগ ঘটেছে *সাত সাগরের মাঝি* গ্রন্থে। বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদ এই নতুন কাব্যভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। এর ভাষাভঙ্গি নজরুলের ইসলামী পুনরুজ্জীবনমূলক কবিতার ভাষার তুলনায় অল্প স্বতন্ত্র। নজরুলের তুলনায় তিনি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন অনেক বেশি। আত্মপ্রকাশের এই নতুন ভাষা কবি তাঁর পরবর্তী সমস্ত রচনাতেই ব্যবহার করেছেন সমান সাফল্যে। ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলা *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যে মধ্যমিল ও অন্ত্যমিলের অভিব্যঞ্জনায় গানের মতো বেজে বেজে উঠেছে: *কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,/ শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,/ ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,/ পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;/ নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ!*

সাত সাগরের মাঝি-র শিল্পসাফল্য অসামান্য। যদিও এ কাব্যের পারিপার্শ্বিক-প্রকৃতি বাংলাদেশের নয়—বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগ সামান্যই। বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে যতটা সম্পর্ক সমুদ্রের—কেবল সেটুকুই এসেছে এ কাব্যে। রোমান্টিক সুদূরতায় আক্রান্ত

www.pathagar.com

ফররুখ এ কাব্যে সমুদ্রে-সমুদ্রে ভ্রাম্যমান। তবে এই সমুদ্রও বাংলার সাগর নয়—আরবসাগর। সাগর বা সমুদ্র শব্দের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবি ব্যবহার করেন দরিয়া। বাংলার প্রকৃতির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মরুপ্রকৃতি ও মরুদ্যানের রসরূপ। তাঁর কবিতার কেন্দ্রভূমি আরববিশ্ব। পক্ষপুটে *ইরান বাগের বেদনা ওড়ায়ে* আনে সফেদ পালকের শুভ্রতনু যে পাখি—তার দিন কেটে যায় *আখরোট বনে/বাদাম খোবানি বনে*। তবে প্রকৃতির রূপরস বৈদেশী হলেও অমিত রোমান্টিক কল্পনাশক্তি ফররুখ আহমদের কবিতায় জ্বেলে দিয়েছে রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্যুতি। কয়েকটি উদাহরণ:

ক সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী!
খুরের হলকা,—ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী...
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
[বা'র দরিয়ায়]

খ এই সব আঁধারের পানপাত্র, মর্মর নেকাব
ছাড়ায়ে হীরার কুচী, জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে;
ঝরিছে রক্তিম চাঁদ আঁধারের বালিয়াড়ি পারে।
[এই সব রাত্রি]

গ অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোড়ে রাত্রির নিষাদ।
[বন্দরে সন্ধ্যা]

সাত সাগরের মাঝি কাব্যের *লাশ* কবিতা তেরো শ' পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে লিখিত। এ কবিতায় আমরা পাই দুর্ভিক্ষের কালো হাওয়ার নিদারুণ হিম স্পর্শ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতা নগরের কালো পিচপথে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ক্ষুধাদীর্ণ মানুষের লাশ। তারই পাশ দিয়ে নির্বিকার চিত্তে হেঁটে যাচ্ছে নিরেট নাগরিক নর-নারী। এই দৃশ্য এঁকে কবি উচ্চারণ করেন: *পড়ে আছে মৃত মানবতা*। এ কবিতা লেখার সময় ফররুখ আহমদের চিন্তা-চেতনা ছিল বাম-ঘেঁষা মানবতাবাদীর। তখন তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কবিতা লিখেছেন। *লাশ* কবিতার শেষে অমানবিক জড় সভ্যতার প্রতি ধ্বনিত হয়েছে কবির তীব্র ধিক্কার:

হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি

www.pathagar.com

নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও॥

[লাশ]

লাশ-এর সমকালে লেখা ফররুখ আহমদের অন্য একটি চমৎকার কবিতা *ডাহুক*। এই দুটি কবিতায় *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যের পরিবর্তিত ভাষাভঙ্গির দেখা তেমন মিলবে না। এখানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ বেশ কম। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *সাত সাগরের মাঝি*-ই ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠতম রচনা। এ বই তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দেয়।

সিরাজাম মুনীরা প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের আত্যন্তিক আগ্রহ থেকেই ফররুখ আহমদ এ কাব্য রচনা করেন। তিনি সমগ্র কাব্যজীবন উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের পুনরুজ্জীবন কামনার কাছে—*সাত সাগরের মাঝি* প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে—*সিরাজাম মুনীরা* প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্টরূপে। এর প্রথম কবিতা *সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মোস্তফা* মহানবীর জীবনের মানবকল্যাণধর্মী আদর্শ অবলম্বনে রচিত। মহানবীর প্রদর্শিত জীবনাদর্শ অনুযায়ী মানব সমাজ পরিচালনার জন্যে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের আদর্শকেও এবার কবিতায় তুলে ধরেছেন ফররুখ আহমদ—তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে এসেছে ইসলামের চার খলিফা—আবুবকর, উমর, ওসমান এবং আলী হায়দর। ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণে অন্যায় অবিচার ও অনাচারে ভরে গেছে দেশ ও সমাজ। আদর্শহীন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে বেদনার্ত কবি তাই উমরপন্থি মানুষের আবির্ভাব কামনা করেন এভাবে:

আজকে উমর-পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
ঊষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক-দিগন্তে তাদেরে খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা!

মুসলিম ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ও রূপায়ণ করতে গিয়ে *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ ইসলামী ঐতিহ্যপুরাণ, রূপক ও প্রতীকের সফল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চমৎকার পরোক্ষ শিল্প সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কাব্য *সিরাজাম মুনীরা* অনেকটাই প্রত্যক্ষ ও সরাসরি উচ্চারণ—যদিও তাঁর রোমান্টিক কল্পনাপ্রতিভা এখানেও ক্রিয়াশীল। ইসলামের যে ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ফররুখ আহমদ—সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তারই দীপ্তি, নিজের শিরায় শিরায় অনুভব করতে চেয়েছেন তারই আগ্নেয় স্পর্শ। *অভিযাত্রিকের প্রার্থনা* কবিতায় লিখেছেন: *আমাকে মাতাল করো উচ্ছল তোমার*

www.pathagar.com

শিরাজীতে/ মরু মদীনার বক্ষে যে সুরার সুতীব্র দাহিকা/ আরব-আজম ব্যাপি ছড়ায়েছে জীবনের শিখা।

পাকিস্তান লেখক সংঘ থেকে *নৌফেল ও হাতেম* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের জুন মাসে। ফররুখ আহমদ এই বইটি লিখেছেন কাব্যনাটকের আঙ্গিকে। যে কালে বাংলাদেশে ভালো গদ্যনাটকের অভাব ছিল সেই সময় কাব্যনাটক রচনার চেষ্টা অভিনব, সন্দেহ নেই। এ গ্রন্থ রচনার আগে ফররুখ আহমদ এলিয়টের লেখা কাব্যনাটক–বিশেষত, *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল*-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে *নৌফেল ও হাতেম মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালের* মতো বিশুদ্ধ সাহিত্যিক কাব্যনাটক নয়। এ রচনাটিরও মূল উদ্দেশ্য ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপায়ণ। এর কাহিনিতে তেমন কোনো জটিলতা নেই–প্রগাঢ় নাটকীয়তাও এ রচনায় অনেকটাই অনুপস্থিত। কবিতা ও নাটক পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত হয় কাব্যনাট্যে। এখানে নাটক ও কবিতা একই সৃষ্টিশীল রূপকল্পের দুটি ভিন্ন উপাদান–যারা পরস্পরের সহযোগী। কিন্তু ফররুখ আহমদের কাব্যনাট্য *নৌফেল ও হাতেম*-এ এই দুই রূপকল্পের আন্তসম্পর্ক তেমন গভীর নয়। এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বাদশাজাদা হাতেমের দানশীলতার সুনাম ও বীরত্বের প্রতি নৌফেল বাদশার তুমুল ঈর্ষাবোধকে কেন্দ্র করে। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, দানশীলতা ও মানবিকতায় ঋদ্ধ হাতেমের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত নৌফেল নিজেও দানের দিক থেকে হাতেমের চেয়ে খ্যাতিমান হতে চায়। কিন্তু প্রকৃত হৃদয়বান ও মানবিক নয় বলে নৌফেলের পক্ষে হাতেমের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি।

ফররুখ আহমদের *মুহূর্তের কবিতা* তাঁর লেখা একশ' সনেটের সংকলন–প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে। এ বইয়ের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় কবির মৃত্যুর পর, ১৯৭৮ সালে–সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। *মুহূর্তের কবিতা*-র দ্বিতীয় সংস্করণ হুবহু পুনর্মুদ্রণ নয়–কবিকৃত পরিমার্জন ও পরিবর্জন অনুসারে মুদ্রিত। সম্পাদক জানিয়েছেন যে প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বইটি বাজারের বইয়ের দোকানে বলতে গেলে অনুপস্থিত ছিল।

সনেট রচনার প্রতি ফররুখ আহমদের আকর্ষণ ছিল প্রবল। সংযত-সংহত কবিতার এই আঙ্গিকটি তাঁর প্রিয় মাধ্যম–এর বিশুদ্ধ-গম্ভীর গঠনরীতিও তিনি যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। পেত্রার্কীয় এবং শেক্সপীরীয়–এই দুই রীতির গাঢ়বদ্ধ সনেটেই স্বচ্ছন্দ্য ছিলেন ফররুখ আহমদ। তাঁর লেখা সনেট শুধু সংহত আঙ্গিকের উদাহরণ নয়–কবিতা হিসেবেও সমৃদ্ধ। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রায় আগের মতো থাকলেও অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের ভারে তেমন ভারাক্রান্ত হয়নি তাঁর এ জাতের রচনা। ফররুখ আহমদের সমকালীন লেখক আবদুল হক তাঁর লেখা সনেট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: *...তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সনেটকারদের অন্যতম*। কবি আবদুল কাদিরও তাঁর রচিত সনেটের প্রশংসা করেছেন।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের *হাতেম তা'য়ী* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। ৩২৮ পৃষ্ঠার এই বিশাল কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে বাংলা একাডেমি। আবদুল মান্নান সৈয়দ এ কাব্যকে মহাকাব্য হিসেবে বিবেচনা করে লিখেছেন: *ফররুখ আহমদের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি যখন দেখলেন মুসলমানদের পুরাণ অস্পষ্ট, তখন তিনি আরব্যোপন্যাসকে আজকের অর্থে নতুনভাবে ব্যবহার করলেন। ফররুখের প্রথম ও শেষ কবিতাগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'হাতেম তা'য়ী' অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বেরিয়েছিলো আমাদের প্রথম মহাকাব্য (মেঘনাদবধ কাব্য), বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রকাশিত হলো আরেকটি মহাকাব্য।*

ফররুখ আহমদের কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের লোকপুরাণ এবং ইসলামী ঐতিহ্যের চমৎকার ব্যবহার রয়েছে। আরব্যোপন্যাসের নানা কাহিনিকেও তিনি ব্যবহার করেছেন নানাভাবে। আলেফ লায়লার নাবিক সিন্দবাদকে তিনি ব্যবহার করেন দুঃসাহসী বীরের প্রতীকরূপে। *হাতেম তা'য়ী* রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেন ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধের নবজাগরণ স্বপ্ন। ইসলামপূর্ব যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র হাতেম তা'য়ীর চরিত্র ফররুখ আহমদ গ্রহণ করেছেন বাঙালি মুসলমান কবির লেখা পুঁথি সাহিত্য থেকে। হাতেমের মানবিকতায় মুগ্ধ কবি *হাতেম তা'য়ী* কাব্যে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব রূপায়িত করেছেন–চিত্রিত করেছেন সত্যের বিজয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন: *এতে অবশ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'প্যারাডাইস লস্ট', 'ইলিয়াড' বা 'ওডেসী'র মতো চরিত্রের জটিলতা, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, ট্র্যাজেডির তীব্রতা, মানবজীবনের বিচিত্রমুখী সম্ভাবনার ইঙ্গিত, কি দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির প্রভাব লক্ষগোচর হয় না। এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুসরণে বলা যায়: সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়। সাম্প্রতিককালে তাই মহাকাব্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশি। আমার তাই মনে হয় হাতেম তা'য়ীতে যে সব উৎকৃষ্ট কাব্যাংশ আছে তার মূল্যই সমধিক।* মহাকাব্যের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে অনুসরণের অভাব, কাহিনির বৈচিত্র্যহীন একমুখিতা এবং হাতেম ছাড়া অন্য চরিত্রগুলোর নিষ্ক্রিয়তার ফলে এ কাব্য অনেকটাই বৈচিত্র্যহীন। হাতেম চরিত্রে মহৎ মানুষের সমস্ত গুণ আরোপের ফলে তাকে মহাকাব্যের নায়কের বদলে মানবীয় ত্রুটির উর্ধ্বে একজন অতিমানব বলেই মনে হবে।

ফররুখ আহমদ কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৩৬ সাল থেকে–কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৩৬-১৯৪৩ কালপর্বের রচনা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কবি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় এই কালপর্বের কবিতা *হে বন্য স্বপ্নেরা* শিরোনামে গ্রন্থিত হয় ১৯৭৬ সালে। এ বইয়ের নামকরণ করেছেন ফররুখ আহমদ নিজেই। তাঁর উন্মেষপর্বের এইসব কবিতায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে কলকাতার নাগরিকজীবন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নানা অভিঘাত, দুর্ভিক্ষ ও নানা মানবিক সংবেদ। এর মধ্যে রয়েছে কবির প্রেমের কবিতাও–আছে স্বপ্ন ও বেদনার কথামালা। তবে সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা। সন্দেহ নেই যে এ ভাষাও ফররুখ আহমদের চেতনার গভীর থেকেই উঠে এসেছে। ১৯৪৩-এ তাঁর চেতনাগত যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরবি-ফারসি মিশ্রিত যে বাংলা ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন *হে*

www.pathagar.com

বন্য স্বপ্নেরা-র কবিতার ভাষা তার থেকে বেশ আলাদা। মানস পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা কবিতার মূলধারার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন–কবিতার আধার ও আধেয়–দুদিক থেকেই। *হে বন্য স্বপ্নেরা*-র কবিতায় রয়েছে রোমান্টিক প্রেমের কবিতা, কবির সৌন্দর্যতৃষ্ণা, হতাশা, ক্ষুধা ও সমকালীন নাগরিক জীবনচিত্র :

ক
দোলা দাও, দোলা দাও, হে পৃথিবী, সমুদ্র আকাশ
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রে পথ চিনে প্রেম এল বুকে,
জীবন-মৃত্যুর ঝড় জাগে আজ আমার সম্মুখে
বৈশাখ পাংশুল শাখে চমকায় বিদ্যুৎ বিভাষ।
[প্রেমের আবির্ভাব]

খ
আমার নিবিড় ঘুম ভেসে যেত রাত্রির অঞ্জনে
যদি না তোমার স্বপ্ন দোলা দিত আমার আকাশে,
[সঙ্গতি]

গ
যে মনের দীপ্ত সাড়া পেয়েছি অজ্ঞাতে বহুবার
–প্রেমের ক্ষণিক দ্যুতি সে উজ্জ্বল বিস্ময় আমার
মুছেছে ক্লান্তির মেঘ–পুঞ্জীভূত মৃত্যু-তমিস্রাকে।
[সে নামে ডেকেছি আমি]

ঘ
এই রাত্রি দীর্ণ করি আসিবে কি দীপ্তফলা সূর্যের লাঙল
মাঠে মাঠে কোনদিন দোলাবে কি স্বর্ণশীষ সবুজ ফসল
মনের মহুয়া বনে জাগাবে কি যৌবনের স্বপ্ন নীল হাওয়া,
ফালগুন বন্যার দিনে আগুন দিগন্ত ভূমি ছাওয়া
জাগাবে কি জাগাবে কি আর;
পার হয়ে এই রাত্রি, পার হয়ে এই অন্ধকার?
['হে বন্য স্বপ্নেরা']

ঙ
এল ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ বধির
(শাসন-সৃজিত সর্বনাশ) নিমেষে পুড়ায়ে দিল
আমরা ক্লীবের দল শুনিলাম নির্বিরোধ মনে।
[পদ্মার ফাটল]

চ
বীভৎস ক্ষুধার ছায়া, ম্লান সন্ধ্যা, স্বপ্নের জগৎ
অন্ধ দিবসের তীরে শ্রান্তিভরা উঠে হাহাকার।
[শূন্য মাঠ, মরা ঘাস]

ফররুখ আহমদের উন্মেষপর্বের এইসব কবিতা প্রমাণ করে যে মানব মনের বিচিত্র ভাববৈচিত্র্য ও বিভিন্নমুখী সংবেদে তিনি সমান সাড়া দিয়েছেন–কবিতা লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে। যদিও তাঁর অভিযাত্রিক মন এখানেও ক্রিয়াশীল। কয়েকটি কবিতায় এসেছে তাঁর প্রিয় সমুদ্রযাত্রার অনুষঙ্গ। একটি কবিতায় লিখেছেন: *হে নাবিক! হে*

www.pathagar.com

[পনেরো]

মাঝি সিন্দবাদ/ ভেঙে ফেলো পরিচিত মৃত্তিকার ডোর। প্রেম প্রসঙ্গে কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে আরব্যোপন্যাসে তাঁর প্রিয় চরিত্র শাহেরজাদীকে। তবু *হে বন্য স্বপ্নেরা* কাব্যে তিনি বাংলা কবিতার মূল ধারার সঙ্গেই অবস্থান করেছেন। এ কাব্যে ব্যবহৃত ভাষাও তাঁরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আর একথাও নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় বিশেষ একটি ভাবনাবৃত্তে আবদ্ধ হয়ে না পড়লে ফররুখ আহমদই হতেন আমাদের প্রথম আধুনিক।

বর্তমান সংকলনের জন্য কবিতা নির্বাচন করতে গিয়ে আমি নিজস্ব কাব্যরুচি ও শিল্পবোধের উপর নির্ভর করেছি। বিষয়ের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছি কবিতার শিল্পসৌন্দর্য। আমার নির্বাচন সব পাঠকের রুচি ও বোধকে পরিতৃপ্ত করবে–এরকম অবাস্তব দাবি করবো না। ফররুখ আহমদের শিল্পসফল কবিতা নির্বাচন করার জন্য আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র সহায়তা গ্রহণ করেছি। একটি ক্ষেত্র ছাড়া এ বইয়ের সমস্ত পাঠ গৃহীত হয়েছে *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* থেকে। কবির প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ থেকে বেশকিছু রচনা গ্রহণ করা হয়েছে এ সংকলনে। ফররুখ আহমদের বেশ কিছু অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত গান এই প্রথম এখানে প্রকাশিত হলো। কবিপুত্র আহমদ আখতার গানের পাণ্ডুলিপি দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। বাংলা একাডেমির গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক জনাব মোবারক হোসেন তাঁর মধুর সঙ্গ এবং নানাবিষয়ে নিরন্তর মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। একই বিভাগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদক ড. মোহাম্মদ তানভীর আহমেদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা সানন্দে স্মরণ করছি। আমি এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মাহবুব সাদিক
৫৩৩/সি, খিলগাঁ, ঢাকা ১২১৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্বাচিত কবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সিন্দবাদ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;

নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ!

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,
ডেকেছে আমাকে জিন্দিগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টান্‌বে আমাকে কোন্ স্রোতে কেবা জানে!

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আব্‌লুস,
পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিক্‌না সরে,
তবু দূরচারী সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে,
হাতীর হাওদা ওঠাও মাহুত কিংখাব কর শেষ;
আজ নিতে হবে জংগী সাঁজোয়া মাল্লার নীল বেশ।
রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা,
মউজের মুখে ভাসছে কিশ্‌তি শ্বেত,
জানি না এবার কোন স্রোতে মোরা হব ফিরে গুম্‌রাহা
কোথায় খুলবে নওল ঊষার রশ্মিধারা সফেদ;
কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল,
তক্তায় ভেসে কাটবে আবার দরিয়ায় কতকাল;
সে কথা জানি না, মানি না সে কথা দরিয়া ডেকেছে নীল।
খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,
জংগী জোয়ান দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ,
আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহ্‌তাব ফেলে দাগ;
তুফান ঝড়িতে তোলপাড় করে কিশ্‌তির পাটাতন;
মোরা নির্ভীক সমুদ্রস্রোতে দাঁড় ফেলি বারো মাস।
সুরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে বেকার নওজোয়ান

www.pathagar.com

ভাবে জীবনের সব মধু লোটে কমজোর ভীরু প্রাণ,
এ আশ্চর্য আমাদের কাছে! কিশ্‌তি ভাসায়ে স্রোতে
আমরা পেয়েছি নিত্য নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণ।

পাকে পাকে ঘুরে তীরবেগে ছুটে আবর্তে দিশাহারা,
ক্ষুধার ধমকে ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া,
জালিমের চোখ আগুনে পোড়ায়ে গুঁড়ায়ে পাপের মাথা'
দেখেছি সবুজ দরিয়া জাজিমে স্বপ্ন র'য়েছে পাতা।

হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি'
কিশ্‌তীর মুখ ফেরায়েছি মোরা টানি'—
বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরাণ জিন্দিগী,
আব্‌লুস—ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।
আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারিকেল শাখে হাওয়া,
ভোলায়েছে সব পেরেশানি, শুরু হ'য়েছে গজল গাওয়া,
সুরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে কেটেছে স্বপ্ন রাত
শুনেছি নেশার ঘোর কেটে যেতে এসেছে নয়া প্রভাত।

জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন
দরিয়ার বুকে নামায়েছি ফের বে-দেরেগ সংগিন,
সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছুটে চলে কিশ্‌তি, স্বপ্ন সাধ
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

আজ নির্ভীক মাল্লার দল ছোটে দরিয়ার টানে,
পান করি সিয়া সুতীব্র জ্বালা কলুষিত বিয়াবানে;
হারামি মওত ঢাকে সারা মন, দেহ,
গলিজ—শহরতলীতে আবার জেগে ওঠে সন্দেহ;
বিষ নিশ্বাসে জিন্দিগী ফের কেঁদে ওঠে বিস্বাদ,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

কালো আকীকের মত এ নিকষ দরিয়ার বুক ছিঁড়ে
চলো সন্দল বন-সন্ধানে অজানা দ্বীপের তীরে,
হালের আঘাতে নোনা পানি ছুঁড়ে রাহা খোঁজে গুমরাহা,
পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ;
পাথর জমানো দরিয়ার তীরে মওতের বুকে আহা,
কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দবাদ!
জড়তার রাত শেষ হ'য়ে এল আজ,
কেটেছে পক্কা নরম আয়েশ আশরতে বহুদিন,
ম'র্চে ধরেছে কব্জায়; ম্লান তাজ।
আজ ফুঁড়ে চলো দরিয়ার সংগিন,

www.pathagar.com

ভাঙো এ নরম মখমলে ছাওয়া দিন;
মাতমি-লেবাস ফেলে আজ পরো মাল্লার নীল সাজ।

আমরা মরি না, সুখা মাটি শুধু তাকায় শংকাকুল,
দরিয়ার ডাকে এক লহ্‌মায় ভাঙে আমাদের ভুল,
প্রকাশিত নীল দিন;
দেখে সফরের প্রসারিত পথ দিগন্ত-স্রোতলীন।

আনি আল্‌মাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ লা'ল,
নিথর পাতাল বালাখানা থেকে ওঠাই রাঙা প্রবাল,
এরা জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়া হীন কামনার বুড়া–
শিরাজী মত্ত। পাথর হানিয়া করি সব মাথা গুঁড়া।

রাতে জেগে শুনি খোদার আলমে বিচিত্র কল্লোল
তারা ছিটে পড়ে মধ্য সাগরে জাহাজে জাগায় দোল,
আমরা নাবিক জংগী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যাই টুক্‌রা খড়ের মত।
বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীর দরিয়ায় ওঠে চাঁদ।
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দবাদ।

ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্‌ছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ।

বার দরিয়ায়

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী।
খুরের হল্‌কা,–ধারালো দাঁতের আঘাতে ফুল্‌কি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ায় শাদা তাজী

কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল;
সারারাত ভরি' তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল।

আদমসুরাত মুছে যায়, জ্বলে দিগন্তে শুকতারা,
জ্বলন্ত খুনে প্রভাতের হাওয়া লাগে,
সুবে সাদিকের স্পন্দন যেন আরো মৃদু হ'য়ে আসে
কেশর ফোলানো পাল নুয়ে যায় প্রশান্ত প্রশ্বাসে।

www.pathagar.com

সিন্ধু ঈগল পাড়ি দেয় পাশে ফেন উত্তাল রাত,
ঝল্‌সায় কালো মেহ্‌রাবে তাজা মুক্ত নীল প্রভাত,
বাজে দ্রুত তালে দৃঢ় মাস্তুলে কার্‌ফা হাওয়ার ছড়ে,
ঘোরে উদ্দাম সিন্ধু ঈগল সমুদ্র-নীল ঝড়ে,
তুফানের ছাঁচে ঘূর্ণাবর্তে সুগঠিত তার তনু,
পুষ্ট পালকে পিছলিয়া পড়ে প্রবাল বর্ণধনু,
দুই রঙা স্রোতে কোথা দূরে দূরে ঘুরে ফেরে দিনমান
ফিরে আসে মৃত বুস্তানে ফের নও বাহারের গান;
দীর্ঘছন্দা নারিকেল শাখে মুক্তি উঠেছে বাজি
সরন্দীপের তীরে তীরে কোথা পাখিরা ধরেছে গান;
সিন্ধু ঈগল বালুচরে বুঝি নীড় করে সন্ধান
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ছোটে দরিয়ার শাদা তাজী।

এবার কোথায় কোন্ বন্দরে মাঝি!
ভিড়বে কিশ্‌তি মুখ?
থামবে কোথায় দরিয়ার শাদা তাজী?

কত স্রোত আর ঘূর্ণি তুফান পাড়ি দিয়ে অবহেলে;
কত লাল, নীল, জরদ, প্রভাত; সন্ধ্যা এসেছি ফেলে;
আমাদের তাজী ফেন উচ্ছল মুখ
থামবে না বুঝি সব স্রোত থেমে গেলে।

তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার একী দুরন্ত নেশা।
দাঁড়ের আঘাতে জিঞ্জিরে তার নীল নেশা ওঠে বাজি
আমাদের মনে দরিয়ার মত্ততা!
কোথায় উল্কা ছুটেছে মাতাল তাজী?

দূরে বহুদূরে বন্দর গেছে মিশে
দিগ্‌কাওসের কোলে;
সূর্যের ঝাঁজ জ'মে ওঠে পাল ভ'রে
নতুন পথের বাঁকা ধনু আসে স'রে
সমুদ্র কল্লোলে;
তীব্র নেশায় দুরন্ত গতিবেগে
বুঝি পথ ভোলে দরিয়ার শাদা তাজী!

দূর বন্দরে দীপ্ত সূর্য, আমাদের গতিমান
জাহাজের পাল স্রোতের নেশায় ভরা,
যেথা দিগন্তে সব্‌জা হেরেমে ভাসে পরীদের গান,
নেকাব দোলায়ে আদিম বনানী জাগ্‌ছে নৃত্যপরা;

www.pathagar.com

দরিয়া-মরুর মরীচিকা পানে মাতাল দুঃসাহসী
ছুটছে অন্ধ তাজী?
হয়তো সে ভুল, হয়তো সে ভুল নয়
তুফানের মুখে জমা হয় বিষ, জমা হয় সংশয়,
জাহাজের হাল নির্মম হাতে ঘোরাও এবার মাঝি!
এ পথের শেষ, এ গতির শেষ কোথা,
কোথায় মাতাল ছুট্‌ছে অন্ধ তাজী?

জমা হয় কালো টাইফুন মেঘ
পাটাতনে লাগে দোলা,
শংকায় নীল থেমে যায় মৃদু আবর্ত কল্লোল,
স্বপ্ন শেষের আসন্ন বৈশাখী,
শিকলে শিকলে হ্রেষা ওঠে, পালে লাগে টাইফুন দোল
নির্মম হাতে হাল টেনে ধরো মাঝি!
আঁধির পাহাড়, অজগর ঢেউ, শোনো,
শব্দিত ঐ সাপের ফণার ত্রাস,
চম্‌কালো ঐ মৃত্যু সর্বনাশ।
পাল খুলে নাও, যেতে হবে ঝড় ঠেলে
চমকাক্ পাশে কালো আজদাহা লোল জিভ ঘন ঘন...

আল্‌বুর্‌জের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
বজ্রের বেগে পাটাতনে ভাঙে পাহাড়ের মত ঢেউ,
দিনের আকাশে একী জুলমাত মাঝি!
ঐ দেখ আসে মউজের পর মউজের কালো সারি;
ঐ দেখ সাথে নীল আসমানে চম্‌কায় তল্‌ওয়ার,
পাল ফেটে গেল, মাস্তুল ভাঙে বুঝি
ঝড়ের চাবুকে পাটাতনে ওঠে সকরুণ হাহাকার;
এই দরিয়ায় ডুবলো বুঝি এবার
আমাদের শাদা তাজী!

পাক বারিতালা আল্লার শান—এই মউজের বুকে
মরদের মত হাল সামলাও মাঝি!

নিপুণ হাতের বলিষ্ঠ পেশী যদি প'ড়ে যায় ছিঁড়ে
তবে তুরন্ত বদলায়ে নাও হাত,
এক লহ্‌মার গাফলতে জেনো এই মৃত্যুর তীরে
ডোবাবে অতলে প্রবল ঝঞ্ঝাঘাত।
বল্গা টানো এ ফেনিলাবর্তে
পার হয়ে এই ঝড়
সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘুরে পথ খুঁজে পাবে তাজী!

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে তুমি এসেছ দরিয়া কতো,
কিশ্‌তীর মুখ বাঁচায়ে এনেছ বহু টাইফুনে যুঝি',
ছিঁড়ে গেছে শিরা, উড়ে গেছে এক হাত;
আর হাতে তুমি হাল ঘোরায়েছ তুফানের সাথে যুঝি'।

দরিয়ার মাঝি! তোমার ওজুদে পাথর গলানো খাক!
পাথর পারানো কুঅত তোমারে—দিয়াছে আল্লা পাক!
চলো বেশুমার দরিয়ার ঢেউ ছিঁড়ে,
আল্‌বুর্‌জের মতো এ মউজ ঘিরে
ঝল্‌সাতে থাক তোমার হালের চাকা,
চম্‌কাতে থাক তোমার চোখের তারা,
দরিয়া সোঁতায় যেখানে এ তাজী ভেসে চলে দিশাহারা
দাঁড়াও সেখানে ভেঙে চলো এই মউজের কালো পাখা।

পার হ'য়ে রাত ম্লান জুলমাত ঘেরা
পারে নিয়ে যাবে ভাসমান এই ডেরা
দরিয়ার শাদা তাজী!
সরন্দীপের ঘাটে নোঙ্গর ফেল্‌বে আবার মাঝি।
তোমার সঙ্গে দরিয়া তুফানে পরিচয় সুনিবিড়।
লাখো মউজের জুলমাত ঘেরা কালো সামিয়ানা টুটি,
কূলে নিয়ে গেছে তোমার জোরালো মুঠি;
সফেদ আলোয় দেখেছি আমরা সরন্দিপের তীর।
এবার যদি এ তাজী হয় বানাচাল
তক্তায় ভেসে পাড়ি দেব কালাপানি,
হাজার জীবন হয় যদি পয়মাল
মানব না পরাজয়!
ধরো অপচল আবার হালের মুঠি;
শেষ ঢেউয়ে আর ক'রব না সংশয়।

দরিয়া তুফান জয় ক'রে মোরা দাঁড়ায়েছি দেখ মাঝি।
ভেসে গেছে শুধু মাল্লা সাতশো, আর
উড়ে গেছে শুধু সামনের এক পাটাতন তক্তার,
দেখ ক্ষত তনু সুদৃঢ় মাস্তুল
প্রশান্ত খা'বে মাপে দরিয়ার মুক্ত নীল কিনার,
দেখ আসমানে ফোটে সেতারার কলি,
আরশির মতো নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।
এসেছি এখন তুফান বিজয়ী খিজিরের এলাকায়
এবারের ঝড় পাড়ি দিয়ে মোরা ফিরেছি বিজয়ী মাঝি!
দেখ আমাদের নিশান উড়ছে নীল আকাশের গায়
কেশর ফোলানো পাল নিয়ে ফের ছুট্‌ছে সফেদ তাজী॥

www.pathagar.com

দরিয়ায় শেষ রাত্রি

রাত্রে ঝড় উঠিয়াছিল; সুবেসাদিকের ম্লান রোশ্‌নিতে সমুদ্রের
বুক এখন শান্ত। কয়েকজন বিমর্ষ মাল্লা সিন্দবাদকে
ঘিরিয়া জাহাজের পাটাতনে আসিয়া দাঁড়াইল।

১ম মাল্লা
কাল রাত জেগে আওয়াজ পেয়েছ' কোনো?
জিঞ্জির আর দাঁড় উঠেছিল দুলে!

২য় মাল্লা
বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ার শেষ রাতে
ঝড় বুকে পুরে বসেছিল মাস্তুলে!

৩য় মাল্লা
যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জিন
ছাতি চাপড়ায়ে কেঁদেছিল কাল সারারাত...সারারাত,
পাল মুড়ি দিয়ে পাটাতনে শুয়ে শুনেছি কান্না সেই
সমস্ত গায় লেগেছিল তার হতাশার কশাঘাত,
বন্দী সে জিন কেঁদেছিল বুঝি দূর ও'তানের তরে
কাল রাতে তার আওয়াজ শুনেছি দরিয়ার হাহাস্বরে;
সেই সাথে সাথে আমার মনেও জেগেছিল আহাজারি,
ছুটেছিল যেথা জিন্দিগী মোর বাগদাদ বন্দরে।

৪র্থ মাল্লা
দজ্‌লার পাশে খিমার দুয়ারে হাসিন জওয়ানি নিয়ে
যেখানে আমার জীবনের খা'ব মন ছুটেছিল সেথা,
কাফেলার বাঁশী ব'য়ে এনেছিল জহরের মত ব্যথা!
কলিজার সেই রুদ্ধ বেদনা শুনেছি ঝড়ের স্বরে।

৫ম মাল্লা
বুক চেপে ধ'রে কাল সেই ঝড়ে পাটাতনে পেতে কান
শুনেছি সুদূর আঞ্জির শাখে টাঙানো দোলার গান,
দুধের বাচ্চা কেঁদে উঠেঠিল আমার বুকের 'পরে,
শুনেছি আমি সে-শিশুর কান্না কাল রাত্রির ঝড়ে।
সাত সফরের সাথী তুমি জান পাথরে গড়া এ মুঠি,
বেদনা-নিসাড় দোলনার সুরে প'ড়েছিল পাশে লুটি
বেহুঁশ হালতে খুঁজেছি আঁধারে দুখানা কোমল ডানা
কিশ্‌তির মুখ ঘোরাও এবার শুনব না আর মানা।

www.pathagar.com

সিন্দবাদ

শুনতে কি পাও দূর ও'তানের টান?
মাঝি মাল্লার দল!
দরিয়ার বুকে শেষ হ'ল সন্ধান?
ডাকছে খাকের গভীর স্নেহ অটল?

৬ষ্ঠ মাল্লা

কাল মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূর কূলে কূলে,
বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানে বেগে,
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে,
এসেছিল এক সী-মোরগ তার চঞ্চুতে মাটি ব'য়ে
আমার আতশী রগের রক্ত গ'লেছিল আঁসু হ'য়ে–
দুলে উঠেছিল আবছা আলোয় দরিয়ার নোনা পানি,
নাড়ী-ছেঁড়া ব্যথা মউজের মুখে জেগেছিল কাতরানি;
শুনেছি আমার পুরানো মাটির টান–
তারার চেরাগে ক'রেছি আমার দিগন্ত সন্ধান।

৭ম মাল্লা

ডাকে বাগদাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ,
মাহ্‌গির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল,
কোমল কুয়াশা স্নেহে যেথা মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ;
ঘরে ফেরবার সময় হ'য়েছে আজ।

সিন্দবাদ

নতুন দ্বীপের পত্তনি নিয়ে পেতেছি সেখানে খিমা,
জরিপ করেছি সাত সাগরের সীমা;
ঝড়ের ঝাপটা কাটায়ে এসেছি পাড়ি দিয়ে টাইফুন,
রূহা দ্বীপে নেমে শুকায়েছি মোরা আহত গায়ের ঘুণ...;
পার হয়ে কত এসেছি নিরালা দরিয়ার বিভীষিকা
মাস্তুলে ফিরে জ্বালায়েছি দেখ নয়া সফরের শিখা...

১ম মাল্লা

আজ বাগদাদ ডাকে কোথা বহু দূরে!
যাব স্রোত ফুঁড়ে যাব সব বাঁক ঘুরে
হাতীর হাড়ের সওদা নিয়েছি, নিয়েছি কাবাব-চিনি,
আল্‌মাস আর গওহর দিয়ে বেসাতি করেছি পুরা,
শেষ ক'রেছি এ পিপুল, মরিচ, এলাচের বিকি-কিনি;
কিশতির মুখ ঘেরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা।

www.pathagar.com

সিন্দবাদ

ভীরু কমজোর...

২য় মাল্লা

ভয় পাই নাকো, কমজোর নই মোরা।
হালের মুঠির মত আমাদের কব্জা, সিন্দবাদ!
দরিয়ার মত দারাজ সিনায় আজ নামে পেরেশানি;
এড়াতে পারি না—ঐ শোনো ডাকে বহুদূরে বাগদাদ...

৩য় মাল্লা

মোরা মুস্‌লিম দরিয়ার মাঝি মওতের নাই ভয়,
খিজিরের সাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই,
খাকে গড়া এই ওজুদের মাঝে নিত্য জাগায় সাড়া
বাগদাদী মাটি; কিশ্‌তীর মুখ এবার ঘোরাও ভাই!

সিন্দবাদ

কাল ঝোড়ো রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল কত দরিয়ার নীল ছাঁচে,
সফরের মায়া টান্‌ছে আমাকে দূর হ'তে আরো দূরে—
নোনা দরিয়ার আকাশ আমার জাগ্‌ছে বুকের কাছে;
আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ, রস
জমে গাঢ় হ'য়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ—

৪র্থ মাল্লা

দরিয়া-সোঁতায় যুঝে হ'ল কত জিন্দিগী পয়মাল,
লোক্‌সান হ'ল হাজারো সে জান মাল,
পেরেশান তনু...

সিন্দবাদ

তবুও শ্রান্তিশেষে
বাগদাদ ফের নতুন সফর দেখবে আগামী কাল।

আহা ভুলে গেলে আকীকে গড়া এ দরিয়া নীল মহল,
নামে জিল্‌কদ রাতের শা'জোদী তের তবকের চাঁদ,
ভুলে গেলে তার সকল স্বপ্ন সাধ,
ভুলে গেলে তার সুদূর আশা সফল।

জাজিমের বুকে ছড়ানো পাথর দানা!
ডাক্‌ছে আবার তোমাদের সাথী মাল্লা সিন্দবাদ,
চলো ফুঁড়ে চলি আকাশের শামিয়ানা;

www.pathagar.com

কালো মওতের মুখোমুখি হ'য়ে জংগী জোয়ান ফিরে
দরিয়া-সোঁতায় টেনে তুলি চলো তুফানের মাতামাতি।
ভুলে যেও না এ মাল্লার জিন্দিগী,
শুরু করো ফের নতুন সফর আজি,
দেখ, মাস্তুলে জ্বেলেছি নতুন বাতি,
মৌসুমী-হাওয়া পাল ভ'রে ওঠে বাজি।

৫ম মাল্লা

শুধু দু'ঘড়ির বিশ্রাম নেব পাতার খিমায় মোর,
ক'রব না হেলা মাটির গভীর টান।
আজ কত দূরে কোথায় সে বন্দর?
কোথায় আমার খেজুর-বীথির গান?

৬ষ্ঠ মাল্লা

বা'র দরিয়ায় পেয়েছি আমরা জীবনের তাজাঘ্রাণ–
পেয়েছি আমরা কিশ্‌তী-ভরানো জায়ফল, সন্দল;
দরিয়ার ঝড়ে আহত ক্ষণিক নিতে চাই বিশ্রাম;
মাটির মমতা বোঝে শুধু এক দরিয়ার মাঝিদল।

৭ম মাল্লা

ভাঙে দরিয়ার ঘূর্ণী তুফানে জীর্ণ প্রাচীন মন,
সবুজ ঘাসের শিয়রে বাতাস ব'য়ে যায় অনুখন
ভাঙে না, নিত্য গড়ে নেয় মন নতুন মাটির ঘর–
কিশ্‌তির মুখ খুঁজে ফেরে তার আশ্রয় বন্দর–

৮ম মাল্লা

হাজার আঘাত গায়ে টেনে তাই বেসাতি ক'রেছি পূরা।

সিন্দবাদ

কিশ্‌তির মুখ ঘোরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা।
(মাল্লার দল তুমুল কলরবে জাহাজের হালের দিকে ছুটিয়া গেল)

মাল্লাগণ সমস্বরে

কিশ্‌তির মুখ ঘোরাও এবার দরিয়ার বন্ধুরা...

শাহ্‌রিয়ার

শাহেরজাদীর ঝরোকা'য় এসে সাইমুম স্নায়ু শ্রান্ত শিথিল,
খোঁজে ওয়েসিস মরু-সাহারার চিড় খাওয়া দিল শূন্য নিখিল।

www.pathagar.com

এ মৃত ঊষর বালুতে আবার জাগাবে আনার দানা;
কালো কামনার লাগাম ধ'রবে টানি?
উচ্ছৃঙ্খল রাতের ভুলের আজ বুঝি শেষ নাই,
ভুলের মাটিতে ফুটবে না ফুল জানি।

হাজার নাজুক কুমারীর মুখ ভাসায়ে লোহুর স্রোতে
ছুটেছিল সিয়া জিন্দিগী নিয়ে যে পশু মৃত্যুপারে,
হাজার ইশারা ডেকে ডেকে গেছে তারে
থামেনি তবু সে অন্ধ ছুটেছে পথ হ'তে ভুল পথে...

মনে পড়ে সেই নওল ঊষার হাসিন পিয়ারা দিল
গ্লানি-কলঙ্কে মুছে গেছে হায় আমার সারা নিখিল,
সারা মনে ভাসে রক্তের লাল ছোপ,
সারা গায় জাগে কলুষিত বদফাল,
জাগে জঘন্য লালসার কালো পাপ,
শাহ্‌রিয়ারের নীল আকাশের সিতারা করে বিলাপ...
শিরায় আমার জাগেনাকো আর জোছনা-শারাব ধারা
আগুনের মত জ্বলে বুকে ইনসাফ,
সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব
জড়োয়া জড়ানো কিংখাবে জাগে এ মন সর্বহারা,
খুঁজে ফেরে শুধু দিলের দোসর তার;
চিড় খেয়ে বুকে জেগে ওঠে শুধু সাথীহারা হাহাকার।

হাজার রাতের কাহিনী তোমার
হাজার রাতের গান,
ধরে মাহতাব সে রঙিন খা'ব
জাগে সুর-সন্ধান।

সেতারের তারে যে শূন্য ব্যর্থতা
ম্লান পেরেশান শূন্য শিখান শুনে যাই সেই কথা।
মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার,
কোন কুহকিনী আঙ্গস্তরী স্মৃতি,
ঢেকেছে আমার মুক্ত নীল কিনার,
জিন্দিগী মোর হ'ল আজ শোকগীতি।
পিয়াসী এ মন সুদূর সওদাগর
নয়া জৌলুসে হারানো ভিটাতে বাঁধিতে চায় সে ঘর!

চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়
পাহাড় পেতেছে জানু,

www.pathagar.com

নতুন আকাশে জীবনের সুর
জাগাও হাসিন বানু।

অথচ জানি এ জিন্দিগী ঘোরে যেন এক পরোয়ানা
বাঁকা শড়কের পথে মেলে ফের কমজোর লোভী ডানা,
তুফানের মাঝে হ'তে চায় বানচাল
জানে সে কোথায় সূর্য তবুও টানে সে আঁধি আড়াল,
ফিরে ফিরে চায় ডুবতে অন্ধ পাঁকে
ঢেলে যেতে চায় জহরের জ্বালা জীবনের প্রতি বাঁকে।

ছুটেছে সে আজ অন্ধের বেগে পাহাড় যেখানে ঢালু,
ম্লান সাহারায় প'ড়ে আছে হায় মুর্দার মত বালু,
যে বিরাণ মাঠে ফোটে না আনার দানা,
সেই নিরন্ধ্র মাঠে এ অন্ধ মন ছোটে একটানা,
উল্কা-আহত পথে পথে ফেরে কাঁদি।

জুলমাত-ম্লান ডেরায় চেরাগ জ্বালাও শাহেরজাদী!
আমার মাটিতে ছড়াও আনার দানা,
হে উজীর-জাদী! আজ তুমি আর শুনো না কারুর মানা,
হাজার নাজুক কমনীয় মুখ যেখানে ভাসছে আর
আতশী দহনে খুনের তুফানে জ্বলছে শাহরিয়ার।

আকাশ-নাবিক

আখরোট বনে,
বাদাম খুবানি বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখী শুভ্রতনু,
সফেদ পালকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু,
সোনালি, রূপালি রক্তিম রংগিন।

হালকা রেখায় আকাশ ফেলেছো চিরে,
পার হ'য়ে গেছে কত আলোকের স্তর,
রৌদ্রে, শিশিরে নোনা দরিয়ার নীরে,
ফিরেছো কখনো আকাশের তীরে তীরে;
হে বিহঙ্গ! জানতে না ভয়, কখনো পাওনি ডর।
ইরান বাগের বেদানা ওড়ায়ে এনেছো পক্ষপুটে,
স্বপ্ন দেখেছে দূর আকাশের সেতারা তোমার সুরে,

www.pathagar.com

সহসা-প্রকাশ আনারকলির পাপড়ি উঠেছে ফুটে,
লাজ-রক্তিম আনন্দ তার সকল বন্ধ টুটে,
দূর দিগন্ত পাড়ি দিয়ে তারে জাগাও তোমার সুরে;
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে।

পাকা খরমুজা ফেটে পড়ে কত
মিঠে শরবত বুকে,
তার চেয়ে মিঠে মিছরিও মানে হার,
তোমার তুতীর কণ্ঠ শিরীণ! নার্গিস আঁখি তার
আনারকলির পাপড়ি নিয়ে সে খুঁজে ফেরে বন্ধুকে।
দিশ্ রাত্রির মৌসুম তার ফুলের জোয়ারে ভরা
তোমার পাখায় শিরীণ তোমার হয়েছে স্বয়ম্বরা।
স্বপ্ন-মেদুর কেটেছে অহর্নিশ।
আকুল আবেগে আঁখি মেলে নার্গিস;
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে।

মেহেদির শাখে থোকা থোকা ফোটে ফুল,
পাতার আড়ালে জাগে দ্বাদশীর চাঁদ,
কোন্ নির্জন গোলাব শাখায় অশান্ত বুলবুল,
সুরের বন্যা জোছনা ভাসায় জোয়ারে রাতের বাঁধ
মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানে শান্ত মুগ্ধ রাত,
গভীর আবেগে তোমার দু'চোখে শিশির-অশ্রুপাত,
ঘুমায় শ্রান্ত তূতী
ঘুমায় শ্রান্ত নার্গিস আঁখি জাগছে কেবল যুথী;
আখরোট বনে
বাদাম খুবানি বনে।

তোমার সকাল ব'য়েছে পূবালি আকাশে রক্ত থালি
মেহেদীর রঙে, জাফরান রঙে অপূর্ব শুভ্রতা,
ঘুম-ভাঙা চোখে কলকণ্ঠির কত কথা ব্যাকুলতা,
রসে ফেটে পড়ে আনারকলির সুসম্পূর্ণ ডালি!
শুরু হয় ফের দিগন্ত অভিযান
শুরু হয় ফের নতুন প্রভাতী গান,
নিথর বিমানে, দূর সমুদ্র পানে
আকাশ-নাবিক জাগাও জোয়ার টান।

www.pathagar.com

কবে তুমি হায় প'ড়েছ ধূলির 'পরে
জানি নাই, আজ দেখছি বাতাস ব'য়ে যায় হাহা-স্বরে।
বৃথা খোসা-ভাঙা বাদাম পাথরে পড়ে,
রসাল খুবানি মাটিতে পড়ছে ঝ'রে
তুমি শুধু নাই পাখি,
প'ড়ে আছো কোন্ নোনা ঘেরা অশ্রুর বন্দরে,
বাদামের খোসা ছড়ায় ধূলির 'পরে
তুমি শুধু নাই পাখি।

অকালমৃত্যু ঝরোকার কাছে এসে
হে পাখি! তোমার উঠছে আর্তস্বর,
তুমি দেখ কোন ক্ষুধিত ভয়ঙ্কর
হিংস্র চোখের দৃষ্টি-তীক্ষ্ণ শর
নিরাশা ধূসর কালো পটে ভাসে মৃত্যুর বন্দর।
কোথায় একলা ফির্ছে তোমার তুতী,
সাপের ফণার কাছে এসে তার নিভে যায় অনুভূতি।

পারে না উড়তে। সেতারা কি ক্ষীয়মাণ?
চাঁদের ভাটার ঝড়-তরঙ্গো যুঝে সে হ'য়েছে ম্লান?
আজ কি তোমার পথে ও পাথারে আজদাহা মাথা নাড়ে?
আজ কি তোমার বুকের পাঁজরে দারুণ যক্ষ্মা বাড়ে
অনেক আগেই থেমেছে তোমার পথ চ'লবার গান,
সূর্য হয়েছে ম্লান,
শিরীন কণ্ঠ ভেঙেছে তোমার তূন্ত্রী
চাঁদের কাহিনী ভুলেছে তোমার জোছনা রাতের দূতী।

এখানে শোনো না গোধূলি শান্ত শীষ
পেয়েছো শ্রান্ত দিনশেষে শুধু কালো রাত্রির বিষ,
হালকা পালক ওড়ে না তুফানে ঝড়ে,
ক্রমাগত শুধু নুয়ে পড়ে ভেঙে পড়ে,
হায় নীড়হারা ক্ষুধা মন্বন্তরে
সকল দুয়ার রুদ্ধ কোথায় ঠাই তার, ঠাঁই তার
এ অচেনা বন্দরে?
ফেরে না তো পাখি তার পরিচিত ঘরে
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

সে কি ভুলে গেছে ঝড়ের আঘাতে তার পরিচিত ঘর!
তুফানে সে পাখি মেনেছে কি পরাজয়?

www.pathagar.com

বুক-চেরা স্বর ভাসছে বাতাসে তৃতীর আর্তস্বর,
আজ কি জীবনে ঘনায়েছে পরাজয়?
হে বিহঙ্গ! তুমি তো জীবনে কখনো পাওনি ডর,
কখনো তো তুমি মানো নাই পরাজয়!
সাত আকাশের সফেদ মুক্তি! কালো রাত্রির ফণা
গ্রাস ক'রল কি তুমি ছিলে যবে সুপ্ত অন্যমনা?
তবু জানি তুমি এ অপমৃত্যু ছাড়ায়ে উঠতে পারো।
তবে কেন আছো প'ড়ে?
হে বিহঙ্গা এই জিঞ্জিরে প্রবল আঘাত হানো,
সাত আকাশের বিয়াবানে ফের উদার মুক্তি আনো;
এখানে থেক না প'ড়ে।

কথা ছিল তুমি, হে পাখি! কখনো মানবে না পরাজয়,
তোমার গানের মুক্ত নিশান উড়েছে আকাশময়,
দূর আকাশের তারারা দেখছে তোমার এ পরাজয়;
তোমার পতন দেখে আজ পাখি সবে মানে বিস্ময়!

হে বিহঙ্গা! এ শুধু শ্রান্তি বুঝতে পারো না তুমি,
ক্ষণ-বিস্মৃতি জাগায় সামনে বালিয়াড়ি মরুভূমি
দেখছো কেবল তৃষ্ণায় ভরা কালো রাত্রির বিষ–
সূর্যোদয়ের পথে দেখ নাই মিঠে পানি; ওয়েসিস।
ডুবে গেছে চাঁদ? আঁধারে যায় না দেখা?
হে পাখি! এখনো নেভেনি তোমার তারার শুভ্র রেখা,
তোমার জোছনা হয়নি তো আজো ম্লান
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

আজকে আবার সেখানে ফিরতে হবে।
পার হয়ে এই যক্ষ্মাবসাদ শ্রান্ত ব্যাধিতে ঘেরা,
পার হয়ে এই বজ্র নিপাত আকাশের বুক-চেরা
দিতে হবে ফের আঁধারের বুকে চাষ,
ভরাতে আনারকলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ,
আনতে নতুন বীজ যেতে হবে ফারানের অভিযানে,
ভরাতে মাটির রুক্ষতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।
যদিও সূর্য বন্দী এখন আঁধারের ঝরোকা'তে
পূব দিগন্তে জেগেছে আলোর গান :
সাত আকাশের যৌবন অম্লান।

www.pathagar.com

তবে সুর তোলো নীল জোয়ারের আলোকিত ঝর্ণাতে।

হে পাখি তোমার এ জড়তা ঘুচে যাক,
তোমার শীর্ণ ক্লিন্নতা মুছে যাক
কালো রাত্রির সাথে—ক্ষীয়মাণ ঝরোকাতে।

আবার আতশী গান,
আবার জাগুক দিগন্ত সন্ধান,
আরক্ত আভা তোমার তৃতীর কণ্ঠ রবে না ঢাকা,
আবার মেলবে রক্তিম আঙ্‌রাখা
নীল আকাশের তারার বনের স্বপ্নমুখর মনে
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

ডাহুক

রাত্রিভ'র ডাহুকের ডাক...

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ প'ড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।
অবিশ্রাম ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
শিশির পাখার ঘুম,
গুলে বকৌলির নীল আকাশ মহল
হ'য়ে আসে নিসাড় নিঝুম,
নিভে যায় কামনা চেরাগ;
অবিশ্রান্ত ওঠে শুধু ডাহুকের ডাক।

কোন্ ডুবুরির
অশরীরী যেন কোন প্রচ্ছন্ন পাখির
সামুদ্রিক অতলতা হ'তে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে,
ঝিমায় তারার দীপ স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশে আকাশে।

www.pathagar.com

তুমি কি এখনো জেগে আছো?
তুমি কি শুনছো পেতে কান?
তুমি কি শুনছো সেই নভঃগামী শব্দের উজান?

ঘুমের নিবিড় বনে সেই শুধু সজাগ প্রহরী!
চেতনার পথ ধরি চলিয়াছে তার স্বপ্ন-পরী,
মন্থর হাওয়ায়।
সাথী তন্দ্রাতুর।
রাত্রির পেয়ালা পুরে উপচিয়া প'ড়ে যায় ডাহুকের সুর।
শুধু সুর ভাসে
বেতস বনের ফাঁকে চাঁদ ক্ষ'য়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে।

মনে হয় তুমি শুধু অশরীরী সুর!
তবু জানি তুমি সুর নও,
তুমি শুধু সুরযন্ত্র! তুমি শুধু বও
আকাশ-জমানো ঘন অরণ্যের অন্তর্লীন ব্যথাতুর গভীর সিন্ধুর
অপরূপ সুর...
অফুরান সুরা...
ম্লান হ'য়ে আসে নীল জোছনা বিধুরা
ডাহুকের ডাকে!
হে পাখি! হে সুরাপাত্র! আজো আমি
চিনিনি তোমাকে।

হয়তো তোমাকে চিনি, চিনি ঐ চিত্রিত তনুকা,
বিচিত্র তুলিতে আঁকা
বর্ণ সুকুমার।
কিন্তু যে অপূর্ব সুরা কাঁদাইছে রাত্রির কিনার
যার ব্যথা-তিক্ত রসে জ'মে ওঠে বনপ্রান্তে বেদনা দুঃসহ,
ঘনায় তমালে, তালে রাত্রির বিরহ
সেই সুর পারি না চিনিতে।
মনে হয় তুমি শুধু সেই সুরাবাহী
পাত্র ভরা সাকী।
উজাড় করিছ একা সুরে ভরা শারাব-সুরাহি
বনপ্রান্তে নিভৃত একাকী।

হে অচেনা শারাবের 'জাম'।
যে সুরার পিপাসায় উন্মুখ, অধীর অবিশ্রাম
সূর্যের অজানা দেশে

www.pathagar.com

তারার ইশারা নিয়ে চলিয়াছ এক মনে ভেসে
সুগভীর সুরের পাখাতে,
স্তব্ধ রাতে
বেতস প্রান্তের ঘিরে
তিমির সমুদ্র ছিঁড়ে
চাঁদের দুয়ারে,
যে সুরার তীব্র দাহে ভেসে চলো উত্তাল পাথারে,
প্রান্তরে তারার ঝড়ে
সেই সুরে ঝ'রে পড়ে
বিবর্ণ পালক,
নিমেষে রাঙায়ে যায় তোমার নিষ্প্রভ তনু বিদ্যুৎ ঝলক,
তীর-তীব্র গতি নিয়ে ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা,
মৃত অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায় সাড়া
উদ্দাম চঞ্চল;
তবু অচপল
গভীর সিন্ধুর
সুদুর্গম মূল হ'তে তোলো তুমি রাত্রি ভরা সুর।

ডাহুকের ডাক...
সকল বেদনা যেন সব অভিযোগ যেন
হ'য়ে আসে নীরব নির্বাক।
রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখি!
যাও ডাকি ডাকি
অবাধ মুক্তির মত।

ভারানত
আমরা শিকলে,
শুনিনা তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।

এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবন মৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।
তাই তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক,
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

www.pathagar.com

বেতস লতার তারে থেকে থেকে বাজে আজ বাতাসের বীণা ;
ক্রমে তা'ও থেমে যায়,
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায়;
গাঢ়তর হ'ল অন্ধকার।
মুখোমুখি ব'সে আছি সব বেদনার
ছায়াচ্ছন্ন গভীর প্রহরে।
রাত্রি ঝ'রে পড়ে।

পাতায় শিশিরে ...
জীবনের তীরে তীরে...
মরণের তীরে তীরে...
বেদনা নির্বাক।
সে নিবিড় আচ্ছন্ন তিমিরে
বুক চিরে, কোন্ ক্লান্ত কণ্ঠ ঘিরে দূর বনে ওঠে শুধু
তৃষাদীর্ণ ডাহুকের ডাক।

বন্দরে সন্ধ্যা

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
—অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।
আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহ্বান,
তরুণীর মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,
এ দিকে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদ : রমজান;
ক্ষীণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় যৌবনের প্রাচুর্য : পূর্ণিমা।

ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির।
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে;
অনেক সমুদ্র তীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির,
তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অজানে॥

ঝরোকা'য়

মুসাফির জনতার মৃদুশব্দ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়
মিশে গেল আকাশের স্তব্ধ ঝরোকায়।

www.pathagar.com

সুর্মা পাহাড়ে লুপ্ত অগ্নিবর্ণ গুলরুখ শিখা।

অন্ধ পরিক্রমা-শ্রান্ত সে তীব্র দাহিকা
স্মৃতি শুধু দূর বনান্তের।
শিরিষের
শাখা ছেড়ে আরো দূরে রজনীগন্ধার,
হেনার;
কিংবা বাগদাদের
হাজার রাত্রির এক রাত এল নেমে।

হে প্রিয়া শাহেরজাদী! তুমি আজ কী অজ্ঞাত প্রেমে
জেগে ওঠো শঙ্কায়, লজ্জায়?
তোমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায়
নেকাব-প্রচ্ছায়?

বৃথা বাজে রিনি ঝিনি
হীরার জেওর!
হে ছলনাময়ী! অন্ধ পুরুষের, পৌরুষের কেড়ে নাও
শ্রান্ত ঘুমঘোর,
ছড়াও পরাগ রক্তধারা
জাফরানের মধু-গন্ধ ভরা।

রাত্রি আজ গাঢ় ঘন! মন
দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে মুসাফির উজানী-পবন,
গন্ধ খুঁজে ফেরে।

আকাশেরে করিয়া চৌচির
তার কান্না লুটে পড়ে
উত্তর সাগর তীরে দক্ষিণের সামুদ্রিক ঝড়ে,
সন্ধান করে সে ইতস্তত
নীড় তার শ্রাবণের পাখিদের মত।

গন্ধ আসে দূরান্তর হ'তে।
হে প্রিয়! ভেসেছি আমি দীর্ঘ নওবাহারের ঘন নীল স্রোতে,
তখন তোমার
ও-সুরভি ভার
স্পর্শ করি গেছে বারে বারে;
প্রখর আতশী স্রোতে ভেসে আমি চাইনি তোমারে।

www.pathagar.com

আজ আমি খুঁজে মরি
পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে,
পাই না তোমাকে। শুধু বহু দূর হ'তে গন্ধ আসে
ভেসে যায় মাঠ, মন মুহূর্তের রক্তিম প্রশ্বাসে।
তারপর ক্ষণদীপ্ত সে প্রান্তরপারে
পাই না তোমারে।
আজ তার গন্ধ আসে, রাত্রির নিশ্বাসে তৃষাতুর হৃদয় আমার
জানি যে তোমারো, তাই আগে বহু আগে বারবার
লায়লির ইশারায় বুকে পুরে তারুণ্যের লেলিহান আগুন
সবুজ দিগন্ত তার পাড়ি দিয়ে চলে গেছে কবে মজনুন
ধূসর জগতে।
পরতে পরতে
এঁকে গেছে, রেখে গেছে তারা
ওয়েসিস বুকে নিয়ে হেসেছে সাহারা;

স্বপ্ন মরুভূর
হয়তো জ্বলন্ত তার ক্ষুব্ধ বুকে দীউয়ানা সে সুর
চলিষ্ণু জীবন-স্রোতে ভাসমান গতির প্রবাহ
মুছে নিয়ে গেছে তার আকাশের দাহ
দিয়ে গেছে প্রশান্তি নিঝুম
মরুভূর ঘুম ...

তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্দরের ঘ্রাণ,
দিন রাত্রি ঝরে ঝরে পড়ে
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে ...
ভরে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি পদ্মের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
...জানিনা কোথায়–
ব'সে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রচ্ছায়,
পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব।
শুধু একা করি অনুভব
তোমার হারানো গন্ধ সুরভি-প্রশ্বাস,
মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ!

www.pathagar.com

মুগ্ধ মন আকুল সৌরভে
নাহি জানি ভুলেছে সে কবে
রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ ভীরু বাতায়ন,
রুদ্ধ কারা দ্বার ভাঙি আজ সে করিছে দূরে কার অন্বেষণ!
নৈশ বাতাসের তীরে
আঁধারের বুকে চিরে
নেমে আসে ঘুম।
মনে হয় আকাশ কুসুম
তোমার সন্ধান।
তবু লাগে জোয়ারের টান,
সুপ্তির অতলে যেয়ে হানা দেয় জাগ্রত চেতনা,
কী অসহ্য বেদনায় লাগে বুকে সৌরভ-মূর্ছনা!
বন-চামেলির স্রোতে ভেসে যায় কোথায় সুদূরে
ভারাক্রান্ত তনু ছেড়ে মন আজ ফেরে ঘুরে ঘুরে–
দক্ষিণ বাতাসে
নিজেকে হারায়ে ফেলে ছুটে চলে ব্যাকুল আশ্বাসে।
প'ড়ে থাকে ধূলিমুঠি, প'ড়ে থাকে ভ্রান্ত অহংকার–
ব্যথাতুর হ'য়ে ওঠে সমগ্র চেতনা, সত্তা, মনের কিনার।
ধূলিতলে মিশে যায় রজনীগন্ধার–সুঠাম, সুগোল তনুতল,
ফোটায়ে বিশুভ্র দল, ঝরায়ে সুরভি অনর্গল
আরণ্য হেনার ঝড়ে সৌরভ মর্মরে–
ভুলে যেয়ে আবর্তের টান,
অন্তরের ঘ্রাণ,
পাপড়ির রূপ ছিড়ে খোঁজে সে গভীর মূলে সুরভি বিতান...

এখন
প্রশান্ত বাতাসে শুধু জাগিতেছে গুলেনার বন,
থেমে গেছে যত কথা, গান,
তোমার হারানো স্মৃতি নিয়ে এল এ আকাশ-ভরানো তুফান।

তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম–
অন্তরের ঘ্রাণ–
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
পাপড়ির পরে,
মনের আকাশে
প্রশান্ত সুপ্তির মত ব্যথাভারাক্রান্ত তার গন্ধ ভেসে আসে ॥

www.pathagar.com

এই সব রাত্রি

এই সব রাত্রি শুধু এক মনে কথা কহিবার
নিজেদের সাথে,
পুরানো যাত্রীর দল যারা আজ ধূলির অতিথি
দাঁড়ালো পশ্চাতে।

কায়খস্‌রুর স্বপ্ন কংকালের ব্যর্থ পরিহাস
জীবাণুর তনু পুষ্টি করিয়াছে কবে তার লাশ!
শাহ্‌রিয়ার দেখে যায় কামনার নিষ্ফল ব্যর্থতা
জিঞ্জিরে আবদ্ধ এক জীবনের চরম রিক্ততা।

এই সব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার–
খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়
অন্ধকার বালিয়াড়ি, তলদেশে যাত্রীরা নিশ্চল,
মৃত্যুর কুয়াশা মাঝে বিবর্ণ তুহিন তনুতল
আঘাতে সকল গান, সব কথা রিক্ত নিরুত্তাপ,
স'য়ে যায় কবরের, স'য়ে যায় ধূলির প্রতাপ,
এই সব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে,
সেতারা উড়িছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে।

এইসব আঁধারের পানপাত্র, মর্মর নেকাব,
ছাড়ায়ে হীরার কুচী জ্বলিতেছে জুলেখার খা'ব,
লায়লির রঙিন শারাব। কেনানের ঝরোকার ধারে;
ঝরিছে রক্তিম চাঁদ আঁধারের বালিয়াড়ি পারে।

এই সব রাত্রি শুধু একমনে ক'রে যায় ধ্যান,
আবার শুনিতে চায় কোহিতূর, সাফার আহ্বান
দূরচারী মুসাফির কাফেলার ঘণ্টার ধ্বনিতে
তারার আলোয় গ'লে মারোয়াঁর পাহাড়তলীতে
মৃদু-স্বপ্নে কথা ক'য়ে আবছায়া শুভ্রতা বিভোর,
এই সব ম্লান রাত্রি সূর্যালোকে হ'তে চায় ভোর॥

পুরানো মাজারে

পুরানো মাজারে শুয়ে মানুষের কয়খানা হাড়
শোনে এক রাতজাগা পাখির আওয়াজ। নামে তার
ঘনীভূত রাত্রি আরো ঘন হ'য়ে স্মৃতির পাহাড়।

www.pathagar.com

এই সব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার
নিজেদের সাথে। জানি;—মুসাফির—ধূলির অতিথি
প্রচুর বিভ্রমে, লাস্যে দেখেছিল যে তন্বী পৃথিবী
পুঞ্জীভূত স্মৃতি তার জীবনের ব্যর্থ শোক-গীতি;
রাতজাগা পাখির আওয়াজ : জমা আঁধারের ঢিবি—
যেন এক বালুচর, দুই পাশে তরঙ্গ-সঙ্কুল
জীবনের খরস্রোত, নিষ্প্রাণ বিশুভ্র বালুচরে
কাফনের পাশ দিয়ে বেজে চলে দৃঢ় পাখোয়াজ।
পুরানো ইটের কোলে শোনে কারা সংখ্যাহীন ভুল
ঝরেছে অপরাজেয় অগণিত মৃত্যুর গহ্বরে।
মাজার কাঁপায়ে তোলে রাতজাগা পাখির আওয়াজ॥

পাঞ্জেরী

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা প'ড়েছি এসে?
একী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব,
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

বন্দরে ব'সে যাত্রীরা দিন গোণে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে;
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশার ছবি এঁকে।

www.pathagar.com

পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চ'লেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
মুসাফির দল ব'সে আছে কূল ঘেরি।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া—অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুন্‌ছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার,—ওকি
রোনাজারি ক্ষুধিতের!
ওকি দরিয়ার গর্জন,—ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!
পাঞ্জেরী!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি;
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী॥

স্বর্ণ-ঈগল

আলবুরজের চূড়া পার হ'ল যে স্বর্ণ-ঈগল
গতির বিদ্যুৎ নিয়ে, উদ্দাম ঝড়ের পাখা মেলে,
ডানা-ভাঙা আজ সে ধূলায়। যায় তারে পায় ঠেলে
কঠিন হেলায় কোটি গর্বোদ্ধত পিশাচের দল।
মাটিতে লুটানো আজ সেই স্বর্ণপক্ষ, তনুতল!
আলো, বাতাসের সাথী, তুফানের সওয়ার নির্ভীক
অন্তিম লগ্নের ছায়া দেখে আজ সে মৃত্যু-যাত্রিক,
অতল কূপের তীরে পাষাণ-সমাধি, জগদ্দল।

সূর্য আজ ডুব দিল অক্সাসের তটরেখা পারে,
আসন্ন সন্ধ্যার কালি নিয়ে এল পুঞ্জীভূত শোক,

www.pathagar.com

পাহাড়- ভুলের বোঝা রুদ্ধপথে দাঁড়ালো নির্মম।

এখানে বহে না হাওয়া এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ধারে,
এই অজগর রাত্রি গ্রাসিয়াছে সকল আলোক,
সোহ্‌রাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম।

লাশ

[তেরশো পঞ্চাশে]

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,
কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে প'ড়ে অছে জমিনের 'পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।

জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ির তাপে প'ড়ে আছে
নিসাড় নিথর,

পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর
—পাথরের ঘর,
মৃত্যু কারাগার
সজ্জিতা নিপুণা নটী বারাঙ্গানা খুলিয়াছে দ্বার
মধুর ভাষণে,
পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।

প'ড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।
আকাশ অদৃশ্য হ'লো দাম্ভিকের খিলানে, গম্বুজে
নিত্য স্ফীতোদর
এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর 'পর!
এ পাশব অমানুষী ক্রূর
নির্লজ্জ দস্যুর
পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সত্তা, মানুষের প্রাপ্য অধিকার,
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,

www.pathagar.com

মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর;
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর 'পর।

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা–
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী;
রাত্রির আকাশ।
এ কোন্ সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস?
কোন্ ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?
কোন্ আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন্ প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে!

কোন্ প্রবৃত্তির কাছে আজ ওরা পড়িয়াছে বাঁধা?
গোলাবের পাপড়িতে ছুঁড়িতেছে আবর্জনা, কাদা
কোন্ শয়তান?
বিষাক্ত কামনা দিয়ে কে ভরায় আকাশের রঙিন খিলান?

কার হাতে হাতে দিয়ে নারী চলে কাম সহচরী?
কোন্ সভ্যতার?
কার হাত অনায়াসে শিশু কণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন্ সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন্ সভ্যতার?
মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে জড়-সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছ পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,
জনতার সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠি অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে যাও পথ-প্রান্তে নর্দমার পাশে।

জড়পিণ্ড হে নিঃস্ব সভ্যতা!
তুমি কার দাস?
অথবা তোমারি দাস কোন্ পশুদল!

www.pathagar.com

মানুষের কী নিকৃষ্ট স্তর!
যার অত্যাচারে আজ প্রশান্তি; মাটির ঘর : জীবন্ত কবর
মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর।

সুসজ্জিত-তনু, যারা এই জড় সভ্যতার দাস,
যাদের পায়ের চাপে ডুকরিয়া কেঁদে ওঠে পৃথিবী, আকাশ,
তারা দেখে নাকো চেয়ে কী কলুষ দুর্গন্ধ পুরীষে
তাদের সমগ্র সত্তা পশুদের মাঝে চলে মিশে!
কুক্কুর, কুক্কুরী
কোন্ ব্যভিচারে তারা পরস্পর হানিতেছে ছলনার ছুরি,
আনিছে জারজ কোন্ মৃত সভ্যতার পদতলে!
উরুর ইঙ্গিত দিয়ে তাদের নারীরা আজ মৃত্যু পথে চলে,
লোভের বিকট ক্ষুধা বুকে নিয়ে অত্যাচারী পুরুষেরা চলে,
মানুষের পথ ছেড়ে বহু নিম্নে মৃত্যুর অতলে।

তাহাদেরি শোষণের ত্রাস
করিয়াছে গ্রাস
প্রশান্তির ঘর,
যেথা মুখ গুঁজে আছে শীর্ণ শব ধরণীর 'পর।

হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও॥

আউলাদ

অনেক ঝড়ের দোলা পার হ'য়ে এল সে নাবিক!
অনেক ক্ষুধিত রাত্রি, আর বহু সামুদ্রিক পীড়া
চঞ্চল করেছে তারে, অন্ধকারে হারায়েছে দিক,
কালা-পানি ঘিরে ঘিরে ডাকিয়াছে মৃত্যুর দূতীরা,
ভেঙে-পড়া জাহাজের বেঁকে যাওয়া খোল ভ'রে তার

www.pathagar.com

উঠিয়াছে ব্যর্থতার স্বেদসিক্ত চরম নিরাশা,
সম্মুখে ডেকেছে তারে হিংস্র-নীল তিমির পাথার;
অচেনা জগতে তবু সে নাবিক খুঁজে পেল বাসা।

যদিও দু'চোখ তার দুঃস্বপ্নের কালো ভয়ে ভরা
যদিও বিবর্ণ ওষ্ঠে লেগে আছে মৃত্যুর আস্বাদ,
তবু জীর্ণ জাহাজের ভাঙা খোল আজ জয়ে ভরা
পশ্চাতে জাগিছে শুধু সে দুঃসহ স্মৃতির পশরা,
মানুষের আউলাদ ফিরেছে বিজয়ী সিন্দবাদ।

*

দুর্গম সমুদ্র পারে আরেক অচেনা লোকে
দেখিছে সে মানুষের ঘর
জীবন্ত কবর,
যেথা বাসা বেঁধে আছে দাম্ভিকের মৃত মরু মন
পাথর জমানো প্রহসন।
সারে সারে
কাতারে কাতারে
চলে ভারবাহী দল,
গাঁইতি, শাবল নিয়ে
কলম, লাঙল নিয়ে,
শ্রান্ত পদতল
চলে যাত্রীদল,
চলে ক্ষুধাতুর শিশু শীর্ণদাঁড়া, আর
চলিতেছে অসংখ্য কাতার
পার হ'য়ে মরু, মাঠ, বন।
মানুষের আদালত ঘরে
পাথর-জমানো প্রহসন।

চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিস্বাদ
মানুষের বুভুক্ষু মুমূর্ষু আউলাদ!

জড়তার–
পাথর জমানো পথ,
এ বীভৎস সভ্যতার
গড়খাই কাটা পথ
আঁধারে ঢাকিয়া আকাশেরে
ডাকে তাহাদেরে॥

www.pathagar.com

এ কোন্ পরিখা?
এখানে জ্বলিছে শুধু ক্ষুধাতুর দিবসের শিখা
বিষাক্ত ধোঁয়ার কুজ্‌ঝটিকা
মৃত্যুর বিকট বিভীষিকা।
মজ্‌লুম মনের বোঝা, ভারাক্রান্ত বেদনা অগাধ,
তারি মাঝে লাথি খেয়ে চলে আজ আদমের মৃত আউলাদ,
শয়তানের ডরে;
বীভৎস কবরে;
জটিল গহ্বরে।
দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে,
কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার শড়কে বিপথে
যেখানে প্রত্যেক প্রান্তে আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ
তারি পানে, দুর্নিবার টানে চলে আজ মানুষের
দুর্বল, বিশীর্ণ আউলাদ।

আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা।

অনেক মঞ্জিল দূরে প'ড়ে আছে মানুষের ঘাঁটি,
এখানে প্রেতের বহির্বাটি
এখানে আবর্তে পথহারা
চলিতেছে যারা
তাদেরে দিয়েছে ডাক জড়তার ক্রূর আজদাহা,
শতকের সভ্যতায় এরা আজ হ'ল তাই অন্ধ, গুমরাহা।

বাড়ায়ে ত্রস্তের দল, বাড়ায়ে ভ্রষ্টের দল,
নর-ঘাতকের সাথে, নারী-ঘাতকের হাতে
হ'ল এরা শোণিত-চঞ্চল
হ'ল এরা জালিম, নিষাদ,
মানুষের অমানুষ মৃত আউলাদ।

পায় পায় বাধা দেয় শৃঙ্খল-বন্ধন,
থেমে যায় জীবন-স্পন্দন,

www.pathagar.com

মানুষের আদালতে
পাথর-জমানো প্রহসন।

এবার
ক্লীবের প্রতীক এই মানুষের আদালতে নয়,
শয়তানের কাদা মাখা কালো পথে নয়–
এবার আল্লার আদালতে
আমাদের ফরিয়াদ,
ক্ষুধিত লুণ্ঠিত এই মানুষের রিক্ত ফরিয়াদ।
অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির নীচে, অনেক সামুদ
কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নমরুদ
মিশে গেল ধূলিতলে
নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দুর্গম উপলে
উড়ায়ে নিশান
সাথে ক'রে নিয়ে এল জীবনের অ-শ্রান্ত তুফান।

শুনি আজ তাদেরি দামামা
বাতাসে বাতাসে ওড়ে তাহাদের বিজয়ী আমামা
শুনি শুধু তাহাদেরি স্বর
বলিষ্ঠ বক্ষের তলে সুকোমল অন্তরের স্বর...

: আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়,
আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,
পথে দেখি–পীড়নের ফাঁদ,
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়
মানুষের ভবিষ্য দিনের আউলাদ॥

সাত সাগরের মাঝি

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত-সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো :
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে

www.pathagar.com

দেখবে তোমার কিশ্‌তি আবার ভেসেছে সাগরজলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাস্‌নাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?

দুয়ারে সাপের গর্জন শোন নাকি?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো;
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির।

তুমি দেখ্‌ছো না, এরা চলে কোন্ আলেয়ার পিছে পিছে
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে আরো নীচে।
হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভেনি এ-কথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি,
দেখ জমা হ'ল লালা, রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে।

তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল?
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল?
তাই কি অচল জাহাজের ভাঙা হাল,
তাই কি কাঁপছে সমুদ্রে ক্ষুধাতুর
বাতাসে ফাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল?

জানি না, তবুও ডাক্‌ছি তোমাকে সাত দরিয়ার মাঝি,
প্রবালদ্বীপের নারিকেলশাখা বাতাসে উঠেছে বাজি।
এ ঘুমে তোমার মাঝি-মাল্লার ধৈর্য নাইকো আর,
সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধ'রে
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
বেসাতী তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে?
ঘুম ঘোরে তুমি শুনছো কেবল দুঃস্বপ্নের গাথা।
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হ'য়েছে। তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?
তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি

www.pathagar.com

পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী!

ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চ'লেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে,
ভুলেছ কি সেই জামরুদ-তোলা স্বপ্ন সবার চোখে
ঝলসে চন্দ্রালোক,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চ'লেছে কেটে কেটে নোনা পানি,
অ-শ্রান্ত সন্ধানী
দিগন্ত নীল পর্দা ফেলে সে ছিঁড়ে
সাত-সাগরের নোনা পানি চিরে চিরে।
কোন্ অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ,
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মারজানে মর্মরে
এইটুকু মনে পড়ে।

কবে যে তোমার পাল ফেটে গেছে উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ে,
তোমার স্বপ্নে আজ অজগর দুঃস্বপ্নেরা ফেরে।
তারা ফণা তোলে জীর্ণ তোমার মৃত্যুর বন্দরে
তারা বিষাক্ত ক'রেছে তোমার নুয়ে পড়া আকাশেরে।
তবু শুন্‌বে কি, তবু শুন্‌বে কি সাত-সাগরের মাঝি
শুক্‌নো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাট উঠেছে বাজি;
এ নয় জোছনা-নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর
এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।
আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।
কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত,
আজকে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে করে কশাঘাত,
সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙিন মিনার ভাঙে।
হে মাঝি! তবুও থেমো না দেখে এ মৃত্যুর ইঙ্গিত,
তবুও জাহাজ ভাসাতে হবে এ শতাব্দী মরা গাঙে।

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ,

www.pathagar.com

এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...

কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা, কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি,
ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।

হে মাঝি! তোমার নোঙ্গর তুলবে না?
এখনো কি আছে দেরী?
হে মাঝি! তোমার পাল আজ খুল্‌বে না?
এখনো কি তার দেরী?

বাতাসে কাঁপছে তোমার সকল পাল
এবার কোরো না দেরী,
নোনা পানি যদি ছুঁয়েছে তোমার হাল
তা'হলে কোরো না দেরী,
এবার তা'হলে বাজাও তোমার যাত্রার জয়ভেরী,
আসুক যাত্রী পথিক, হে মাঝি এবার কোরো না দেরী।
দেরী হয়ে গেছে অনেক জানো তা তুমি,
ফিরে গেছে কত জাহাজ-ভাসানো দরিয়ার মৌসুমী,
কত এলাচের দানা উড়ে গেছে ঝড়ে
দারুচিনি-শাখা ভেঙেছে বনান্তরে,
মেশ্‌কের বাস বাতাস নিয়েছে লুটি,
মৃত্যু এখন ধ'রেছে তোমার টুটি,
দুয়ারে জোয়ার ফেনা;
আগে বহু আগে ঝ'রেছে তোমার সকল হাস্‌নাহেনা।

সকল খোশবু ঝরে গেছে বুস্তানে,
নারঙ্গী বনে যদিও সবুজ পাতা—
তবু তার দিন শেষ হ'য়ে আসে ক্রমে—
অজানা মাটির অতল গভীর টানে

www.pathagar.com

সবুজ স্বপ্ন ধূসরতা ব'য়ে আনে
এ কথা সে জানে
এ কথা সে জানে।

তবু সে জাগাবে সব সঞ্চয়ে নারঙ্গী রক্তিম,
যদিও বাতাসে ঝ'রেছে ধূসর পাতা;
যদিও বাতাসে ঝরছে মৃত্যু হিম,
এখনো যে তার জ্বলে অফুরান আশা;
এখনো যে তার স্বপ্ন অপরিসীম।

হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে—যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।

সে পথে যদিও পার হ'তে হবে মরু,
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি,
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠে পানি।

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো;
এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।
তবে নোঙ্গর তোলো,
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো॥

সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম]

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি হে আলোর পাখি? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?
এবার কি সুর ঘন অশ্রুর কারা তট থেকে প্রশান্তির?
এবার সে কোন্ আলোর স্বপ্নে তাকাবে ক্ষুব্ধ প্রলয় নীর?
এ বোবা বধির আকাশ এবার ভুলবে কি তার নীরবতাকে
সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?

www.pathagar.com

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হ'য়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির-বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

হে অচেনা পাখি কোন্ আকাশের গভীরতা হ'তে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ-সঞ্চারে ভাষা-ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি;
তোমার জরিন জরির ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা-মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রুজল,
তোমার ছায়াকে চুম্বন করে তরুণ মনের লাল কমল,
আলো-বিহঙ্গ! মুক্ত নীলের সকল রশ্মি ঝরোকা চেন,
তোমার গতির ইঙ্গিতে তাই নিখিল স্বপ্ন ফুটছে যেন।
অন্ধ রাতের তুমি নও, তুমি নও মৃত স্থবিরতার
সব আকাশের দুয়ার খুলেছো, খুলেছো সকল মনের দ্বার,
তোমার আসার পথ চেয়ে চেয়ে আবেগে সকল আকাশ কাঁপে,
মুক্তপক্ষ, হে আলো! ধন্য ধরণী তোমার আবির্ভাবে।

কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের—হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তুমি না আসিলে মধু ভাণ্ডার ধরায় কখনো হত না লুট,
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলতো না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল।

তাই সে যখন এল এ ধরায় সে নবী যখন আবির্ভূত
দেখে এ বিশ্ব বিস্মিত চিতে সে দূতের তনু মহিমা পূত,
নিখিল ব্যাপ্ত তার অন্তরে পর্বত হ'তে পথের ধূলি,
এ-হাতে বজ্রনির্ঘোষ যবে ও-হাত এনেছে গোলাব তুলি,
ক্লিন্ন তিমিরে যাত্রীরা যবে দেখে সম্মুখে শ্বাপদ ভূমি

www.pathagar.com

এমন সময় হে জ্যোতির্ময় নূরানী চেরাগ আনলে তুমি।'
'কে আমি' জানালে তুমিই প্রথম হে মেষ-পালক উম্মী নবী!
দীপ্ত সূর্য আলো আরশিতে ধরিয়াছে কাল তোমারি ছবি।
সে এল, সে এল রাজার মত সে এ-ধূলিতে তবু দীনের মত,
পুষ্পকোমল তার অন্তর হ'ল বিক্ষত কাঁটায় ক্ষত,
তবু সে জাগালো মেশ্‌কের বাস, জাগালো মরুতে গুলে আনার
ইব্রাহিমের পরশে যেমন ফুল হ'য়ে ফোটে ক্ষুব্ধ নার।

দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগণ বিপুল দেহ
ক্লেদাক্ত পথে ফোটায়ে মুকুল সাজালো তাদের ধরণী গেহ,
যে মরুতে জানি ফুল ফোটেনাকো, যেখানে ঊষর পৃথ্বীতল,
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য, আনলে অঝোর ধারা বাদল।

তবু ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো এ অন্ধদের?
আজ বিস্মৃতি তোলে যে আড়াল তোমার দিনের এই দিনের!
এখানে যে ম্লান কদর্যতার ছবি আর ক্ষুধা যায় কি সেথা,
গড়ায় বিপুল অজগর তার লেলিহান ক্ষুধা, বিপুল ব্যথা,
আকাশে আকাশে তারি বিষাক্ত প্রশ্বাসে হেরি মূর্ছাতুর
আলো-বিহঙ্গ ভোলে হে সূর্য, তোমার শেখানো পথের সুর।

মনে জাগে সেই ঘনতর বিষ, বিশ্ব আরব গগনে মেঘ
অত্যাচারীর হাতে পীড়িতের সে কী দুর্ভোগ, কী উদ্বেগ!
মূক পশু সম মার খেয়ে মরে খরিদা গোলাম বাঁদির দল
শিশু হত্যার মৌসুমী যেন, পাপে কেঁপে ওঠে জলস্থল,
শারাব শোণিতে মাতাল মানুষ মানবতাহীন নর্দমায়
পুরীষ মাখায় শুভ্র ললাটে কদর্যরুচি পশুর প্রায়,
নাস্তিকতায় বহুত্ববাদে, ব্যভিচারে ছানি প'ড়েছে চোখে
কাবাগৃহ তারা সাজায়ে পুতুলে অন্ধের মত কপাল ঠোকে,
পথে কেঁদে ফেরে এতিম শিশুরা সর্বহারার বিরাট দল,
জালিমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে বৃথা মোছে তারা নয়নজল।
আজো যেন শুনি ওরা টুটি টিপে মারছে শিশুকে সদ্যজাতা
অসহায় শিশু কণ্ঠের শেষ গোঙানিতে কাঁপে খেজুর পাতা,
বালু চাপা দিয়ে শ্বাস রোধ করি জাগে পিশাচের কলোল্লাস,
কেঁদে ওঠে ধরা বুকে ধরে সেই দুধের বাচ্চা শিশুর লাশ।
হাটে ও বাজারে কেনা দাস-দাসী মানুষ লুটালো প্রেতের করে
মানবতাহীন কসাইয়ের হাতে তাদের হাড়ের চামড়া ঝরে।
সত্যধর্ম মুছেছে তখন তিমির লুপ্ত ধরণী হ'তে
শুধু নীচু মুখে ভয়াল গতিতে নামছে বিশ্ব ধ্বংস স্রোতে।

www.pathagar.com

এমন সময় আমিনা মায়ের কোল আলো করি সুবেহ সাদেক
নিখিল-বিশ্ব ঊষা নেমে এলে বুকে নিয়ে এলে আলোর রেখ।

সে দিন কি দুলে উঠেছিল ধরা নওশেরোয়াঁর ভেঙেছে দ্বার?
নিভেছে পৌত্তলিকের হাজার বছর জ্বালানো কুহক নার?
দুম্বা শাবক ঘাস ফেলে দিয়ে শোনে কি অজানা সুরের গান
অস্ত চাঁদের রশ্মি কি চায় দিনের সূর্যে জোয়ার টান?

হায়রে অনাথ এতিম শুধুই মার কোলে দোলে পিতৃহারা।
তার পরে কবে মা-হারা সে শিশু পথে পথে মোছে অশ্রু-ধারা,
মাঠে মাঠে কবে দুম্বা চরাতে সে শিশু বুঝেছে ব্যথা অপার
বাণিজ্য পথে বোঝা টেনে টেনে সে বুঝেছে ব্যথা মানবতার।

লু' হাওয়ায় ওড়ে মরুর কাঁকর সূর্য-শিখায় ভয়ংকর,
অগ্নিদাহন তোমার কোমল তনুতে হানে সে অগ্নিশর,
ঈশান কোণের ঝড় উড়ে আসে, সাথে ব'য়ে আনে মরুর ধূলি,
কিশোর কণ্ঠ জ্বলে পিপাসায়; জলে ক্ষুধাতুর পাকস্থলী,
বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে পড়ে বুঝি ক্ষুধার ধমকে ধমনী কাঁপে,
বাবলা কাঁটায় বিক্ষত দেহ, পিঠ নুয়ে আসে বোঝার চাপে,
আঁসু ঝরে আর কলিজার খুন ঝরে সিরিয়ার বালুর মাঠে,
খেজুর কাণ্ড উপাধান শিরে কিশোর তোমার রজনী কাটে।
কোন্ সে অটল কারিগর তার কঠিন আঘাতে অনবরত
বারবার হানে আর চেয়ে দেখে হ'ল কিনা তার মনের মত।
হাজার ব্যথার আগুনে পোড়ায়ে মরুর হাপরে হাজার দিন
সুন্দরতম তব অন্তর ব্যথার রঙে সে করে রঙিন।
তখন তোমার বিশাল হৃদয় বুঝেছে দুঃখ দীন-দুখীর
জীবন কাটায়ে অনশনে হায় বুঝেছে কী জ্বালা ভুখা প্রাণীর,
জেনেছে বন্দী বনি-আদমের দুঃখ; কোথায় ব্যথা নারীর।
কোন কারিগর দিয়াছে তোমার ঐ সুবিশাল নয়নে নীর?

মরুআকাশের গভীরতা সে'ও হার মানে ঐ বুকের কাছে।
তোমার খোর্মা মুঠি বিলি করো তুলে নিয়ে তুমি মুখের কাছে।

তারপর এল হেরা গহ্বরে তিমির পাথারে ধ্যানের দিন
পরম সত্য খুঁজবার তরী ভাসে সেই স্রোতে সাথীবিহীন,
মরু মক্কার চোখের মণি সে সত্য দীপ্ত আল্-আমিন
হেরার গুহায় মোরাকাবা-লীন খোঁজে সে সত্য প্রেম-রঙিন।

মরু প্রশ্বাসে বালুকা-বেলার পটে বদলায় রাজ্যপাট,
দিনের দরজা বন্ধ করিয়া পড়ে রাত্রির কালো কপাট,

www.pathagar.com

জ্বলে অসংখ্য সেতারার বাতি গভীর নীলায় তন্দ্রাহীন
ঘুমহারা চোখে হে সাধক! তব শর্বরী কাটে ব্যথামলিন।
স্তব্ধ নিথর থমথম করে তোমার আকাশ তোমার মন,
মরুর পিপাসা নিয়ে তুমি করো আত্মার বারি অন্বেষণ,
ব্যাকুল আশায় হেরার শিখরে খুঁজে ফেরো তুমি আবহায়াত
সূর্য-শ্রান্ত দিনশেষে নামে দীর্ঘ তোমার ধ্যানের রাত।

একাগ্রতার সকল সেতারা চেরাগে জ্বালায়ে মনের সাধ,
খোঁজো হে সাধক মৌন! পরম সত্য-স্রষ্টা আল্-আহাদ,
খুঁজে ফেরো তুমি লা-শরীকের মহান সত্য অভিজ্ঞান!
মরুর পিপাসা অশ্রু ভিজায়ে জাগাও দু'চোখে কী সন্ধান?
হে একাগ্রচিত্ত সাধক! ঘরছাড়া হায় সাথীবিহীন
কোন জয়তুনী স্মৃতিকথা বহি জাগো অ-শ্রান্ত রজনী-দিন?
হেরার কাঁকর ফোটে না কি পায় মরুর সূর্যে জ্বলে না দেহ?
কোন আলোকের আশায় ছাড়লে খেজুর ছায়ার শান্ত গেহ?
প্রবল তৃষিত লু' হাওয়ার শিখা সে কী হার মানে ঐ আবেগে,
ঝড়ের মতন সারা তনুমন কাঁপে ঈশ্‌কের আগুন লেগে।

যে অঝোর ধারা ঝ'রছে নয়নে আল্‌বুর্জের অশ্রুভার
কেঁদে কয়--কবে শেষ হবে তার প্রতীক্ষা-নিশি নীরবতার।
ঘুমায় আরব-আজম বিশ্ব জয়তুন শাখে শিশিরপাত,
হায় ঘুমহারা! তোমার সমুখে জাগে নিশিশেষে ম্লান প্রভাত,
তবুও তোমার সেতারার শিখা জ্বলে অম্লান দীর্ঘ যাম,
পরম জ্ঞানের সন্ধানে ঐ দু'আঁখির হায় নাই বিরাম
ভেঙে পড়ে দেহ, শীর্ণ ও-তনু ক্রন্দনে সারা মন বিবশ,
জয়তুন পাতা ঝ'রে পড়ে বুঝি নিঙাড়িয়া প্রাণ-সবুজ-রস।
এমন সময় মরু বিয়াবান কাঁপায়ে প্রবল ঝঞ্ঝাস্বর
কালের তীব্র ঘণ্টার ঝড়ে নেমে এল নীচে মহা খবর
নূরের বিভায় দীপ্ত পরম সত্য বারতা অনির্বাণ
দিশাহারা পাখি তোমার কণ্ঠে নামলো প্রজ্ঞাময় কোরান।
কোন্ অরণ্য বিদ্যুৎ ঝড়ে চাপা পড়ে ম্লান জোনাকি শিখা
দিক্‌দিগন্তে তোমার মনের জাগ্‌লো জ্যোতির্দীপ্ত লিখা।

প্রবল বাহুতে টেনে নিয়ে ঐ বিরাট নিখিল ভরানো দিল
বলে, 'পাঠ করো' ফুকারে বিশাল দীপ্ত বক্ষ জিবরাইল।
তস্‌বির সম তুমি বিস্মিত হে মেষপালক উম্মী নবী,
মহান জ্ঞানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে নীরবে হেরার-রবি।

www.pathagar.com

স্তব্ধ তখন আকাশের গায় খেঁজুর শাখার প্রান্তসীমা
বিস্মিত ধরা চোখ ভরে দেখে তার দুলালের মহা গরিমা,
খুলিছে সকল আকাশের দ্বার, তারকাবিদ্ধ নীল কপাট
তোমার প্রভুর নামে বুক ভরি হে নবী তখন নিতেছ পাঠ...
কোরানের নূর বুকে পুরে নিয়ে দাঁড়ালে যখন মরুর পথে
মহাবেদনায় দেখলে মানুষ ভাস্‌ছে পাপের কলুষ স্রোতে।

সে কী অনাচার! সে কী ব্যভিচার! বীভৎস ক্রূর আঁধি বিলীন,
ভয়াল ঘৃণায় ন্যক্কার তোলে শতাব্দী পথে রাত্রি দিন।
পুতুলে সাজায়ে কাবাঘর কারা মাথা ঠুকে মরে পাপ-মাতাল,
অজ্ঞতার ঐ কুয়াশার ভিতে বসে মূর্খেরা ফেলেছি জাল,
যত কলুষিত পচা শাস্ত্রের বাসি রসে ভরি মাতাল মন
মৃত জড়তার অশেষ আঁধার পচাবিষ তারা করে বমন।

সেদিন তমসা শিখরে নূরানী জয়তুন চারা করি রোপণ
প্রোজ্জ্বল দীপ এলে সিরাজাম মুনীরা জাগায়ে অযুত মন।

মানবমুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে,
প্রতি পাথরের প্রাকার পারাতে আহত তোমার রুধির ঝরে,
হে বীর! সেখানে পাথরের মত অটল তোমার পদক্ষেপ,
শিলা পার হ'য়ে পীড়িতের বুকে ঝর্ণাধারার দাও প্রলেপ
যেদিন শোনালে সাফার শিখরে সত্য হে নবী মুহম্মদ
সেদিন তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো হাজার শোণিত নদ।

'আল্লা ব্যতীত নাই উপাস্য, মুহম্মদ সে তাঁর রসুল!'
জানালে যেদিন, তিমিরাবর্তে বজ্র যেদিন ভাঙালো ভুল;
আলোক-অন্ধ শ্বাপদ সেদিন আসে প্রাণপণ, হানে ছোবল;
তুমি অপচল আল্লার দূত দাঁড়ালে সেদিন শিলা-অটল।
জ্যোতির পাপড়ি কাঁটায় ছিঁড়তে চায় জংধরা পাষাণ দিল,
বাধার পাথরে প্রতিরোধ জাগে, জাগে শয়তান আবুজিহিল,
পাহাড়ে তোমার কেটে যায় কত দীর্ঘ দিনের অন্তরীণ,
পশু ও পাখির আহার্যে তবু হয় না মুখের হাসি মলিন,
তায়েফে শোণিত-স্নান করি তুমি বল : তিনি এক লা-শরীক,
হেরার সূর্য! তখনো আকাশ লুপ্ত, তিমিরে ভরানো দিক।

প্রবল আঘাত শোণিতে, যখন ভাঙছে তোমার তনু ও মন
তখনো ধ্যানের আলোক-পাথায় মহাজ্ঞান করো অন্বেষণ,
তখনো জ্ঞানের পর্দা আড়ালে খুঁজেছ সত্য শ্রান্তিহীন,

www.pathagar.com

প্রজ্ঞা-পথিক! যে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটায় রাত্রি দিন
দুই রঙা পাখি পাখা মেলে দিয়ে, ভাসছে যেখানে বারি অতল
তারি তলে ডুবে তুলে আনো কোন্ অজানা জ্ঞানের মুক্তা ফল।
'মুহম্মদ কে' শুধালে যখন আয়েষা তখন নিরুত্তর;
'মুহম্মদ কে?' কে জানে সেকথা কে জানে জ্ঞানের গূঢ় খবর?
তুমি জানো নিজ অনস্তিত্ব, মাটির কাহিনী, প্রভুর দানে
নূরানী কলবে তারকা ছিটায়ে ওড়ে সে ঊর্ধ্ব আকাশ পানে।
সে মাটি পেয়েছে দারাজ বাজুতে আকাশ পারের প্রবল ঝড়
পার হ'য়ে যায় মরু সাইমুম তীব্রচ্ছটা ভয়ংকর,
রাত্রি মুগ্ধ বেষ্টনী হ'তে ছিটে পড়ে তারা নীহারিকার,
সকল আকাশ ধরা দেয় এসে বিপুল সবল মুঠিতে তার।

তারপর তার শান্ত আকাশ বাড়ে ক্রমাগত ধ্যানের রাত
নিজের কাহিনী স্মরণ করিয়া মৃত্তিকা করে অশ্রুপাত।
এমনি সে কোন্ নীরব নিশীথে এল বোর্‌রাক বহিয়া জ্যোতি,
তারাভরা রাত, শুক্লা প্রভাত, বিদ্যুৎ ঝড়, বিপুল গতি।
জানি না সে কত আকাশ পারায়ে প'রলে প্রথম মোতির তাজ
প্রতীক্ষার সে স্বর্ণ-নিশীথে নামলো পূর্ণ শবে মেরাজ,
সেদিন পূর্ণ মাটির মানুষ আন্‌লে যে দান পূর্ণতার
আরব-ঊষর্ নিখিল চিত্তে আজো সে জাগায় গুলে আনার
মক্কার মরু নিল না তোমার প্রাণরসে-ভরা আবহায়াত,
দূর ওয়েসিস পারে মদীনার দরদী আকাশ বাড়ালো হাত।
সেথা'ও মক্কী সাপের জনতা নিয়ে গেছে তার হিংসানল
সেখানেও তারা হেনেছে ও-বুকে বিষাক্ত ছুরি, বিষ-ছোবল,
বদর-ওহোদ, মরুপ্রান্তরে ঘিরে যবে হানে মৃত্যুতীর
তখনো সকল মৃত্যুর মাঝে সিপাহ্‌সালার রইলে স্থির,
লক্ষ মৃত্যু উদ্যত তবু হে মহাসেনানী পাও না ভয়,
বিস্মিত চোখে আলী হায়দার দেখে ঐ তনু জ্যোতির্ময়,
হামজা শিহরে পুলকিত বীর জাগলো কি ফের অস্ত্র তার
দু'হাতে দু'ধারী তলওয়ার নিয়ে হাঁকে, হে সেনানী! জয় তোমার।
জোড়াতালি দেওয়া, রোদে ভেঙে পড়া নির্যাতিতের ভাঙা মিছিল
তোমার হাতের ইশারায় খোলে মরুদুর্গের সকল খিল।
তারপর এল তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুত সে জয়ের দিন
মহাগৌরবে এল ফত্‌হুম মুবিন—শান্তি দীপ্ত দিন
দীর্ঘ রাতের প্রতীক্ষায় ঐ মরুকন্টকে রঙিন লাল
ফুটলো গোলাব দিকদিগন্তে আজান ফুকারে সাথী বেলাল।

www.pathagar.com

অটল তোমার ধৈর্য হে নবী! সুন্দরতম সে অপরূপ,
তোমার আলোয় জেগে ওঠে কোটি সুদূর প্রাচীন অন্ধকূপ,
অমনি অন্ধ কূপমণ্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নতুন দিনের করে আবাদ,
সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানের,
পাখা মেলে কোথা আকাশ-নাবিক মুসাফির দূর বন্দরের,
সূর্য ফলায় চাষ ক'রে যায় রাত্রি বিরাণ অধিত্যকা
হারানো সাথীরে খুঁজে পায় ফের বিস্মৃত পথে বিরহী চখা
ব'য়ে আনে কোন্ দিগন্ত হ'তে পূর্ণিমা চাঁদ সুরভিসার
রসে ফেটে পড়ে জেরুজালেমের গুলশানে লা'লা, রাঙা আনার।

কোথায় গেল সে দুর্নীতি আর ক্লেদ ব্যভিচার ভরা পুরীষ,
কোথায় গেল সে মানবতাহীন যাত্রীদলের বুকের বিষ।
জিঞ্জীর ভার খ'সে পড়ে গেছে লুটায় বেহেশ্‌ত্ পায়ের তলে
জীবন্ত শিশু কোলে নিয়ে নারী ভাসে আনন্দ অশ্রুজলে,
আসে দলে দলে নবীন নকীব, উজ্জীবিত সে মানবদল,
ভরে তকদির পুণ্যধ্বনিতে শূন্য নীলিমা জলস্থল,
ধর্মবিহীন তার্কিকও আজ সাক্ষ্য দেয় সে লা'-শরীক
'আল্লার নাই অংশী মুহম্মদ তাঁর দাস জেনেছি ঠিক'।
বুঝেছে সত্য মরুর দুলাল সঙ্গী সুফ্‌ফা মহামানব
আবহায়াতের ধারায় জেগেছে শতাব্দীর ও প্রাচীন শব।
জ্বলে ভঙ্গুর মৃত শামাদানে চিরন্তনের অভিজ্ঞান
আকাশে আকাশে তারি আহ্বান, পাতার শিয়রে তারি আজান।

তুলেছ কি ভুলি রঙ্গিন তুলি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয় নীলে?
চোখের পলকে সকল ক্ষুব্ধ ভয়াল ঝটিকা থামায়ে দিলে।
জাগ্‌লো আবার সাদা বাঁকা রেখা ইঙ্গিত দিয়ে পথ চলার
অমনি মুক্ত সুপ্ত স্তরে কওসর ধারা সাত তলার,
শুক্‌নো রুক্ষ বালু ভিজে ওঠে প্রেম-অশ্রুতে পূর্ণ বুক,
শিশির ভেজানো গোলাবী পাপড়ি চায় বুলবুলি চায় মাশুক।
তাই নির্জন-চারী ওয়ায়েস করণির বুকে রঙের ঢেউ,
কেমন ক'রে যে কাটে তার দিন তুমি ছাড়া আর জানে না কেউ।
ভাণ্ডার ভরা সব সম্পদ বিলালে ব্যথিত মহৎ-মনা
ও মাটির নীড়ে তবু অক্ষয় রইল অশ্রু সমবেদনা।

ধ'রেছো মুচির সূঁচ নিজ হাতে, ইট ব'য়ে তুমি হ'য়েছ কুলি
ইহুদীর কাছে মার খেয়ে হায় ভরালে কি ঐ ছিন্ন ঝুলি।
মানুষের লাগি, 'উম্মত লাগি' একী দানে ভরা পরাণপণ—
পরম প্রভুর কাছে দীনতায় একী সুন্দর সমর্পণ।

www.pathagar.com

পুরানো রাতের চাঁদ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে উঠেছে আকাশে নতুন চাঁদ,
সে চাঁদও নিভেছে কালো অঙ্গারে, পার হ'য়ে মরু নীলার বাঁধ
তোমার কুটীর দ্বারে হয় কত খণ্ড শশীর আবির্ভাব,
তবুও মক্কা-মদীনার রাজা মেটে না তোমার গৃহে অভাব,
উনানে চড়ে না আহার্য, কাটে ক্ষুধিত তোমার কত না রাত
মানুষের লাগি উন্মত লাগি তবুও ক'রেছো অশ্রুপাত;
জ্বলে না কুটীরে চেরাগ, জ্বলে ও-ব্যথিত বক্ষে প্রেমের শিখা
জ্বলে ও-মাটির শামাদানে লাল ফিরদৌসের স্বপ্ন লিখা।

গলেছে পাহাড়, জ্বলেছে আকাশ, জেগেছে মানুষ তোমার সাথে,
তোমার পথের যাত্রীরা কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে,
তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু-দোল,
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনের ও কলরোল
তাই ওসমান খুলে গেল দ্বার অতুলন দিল মণিকোঠার,
তাইতো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার,
খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞান যাত্রীরা করে প্রয়াণ।
পাল তুলে দিয়ে কিশ্‌তি ছুটেছে জোয়ার ভাটার মাঝে অটল
নতুন তুফানে কোটি মরাগাঙ ধমনীতে পেল নতুন বল,
তারা খুঁজে ফেরে সিন্ধু ঠিকানা প্রবল তৃষার বারি অতল,
মৌসুমী ফুল জাগায়ে দু'ধারে বর্ষ শেষের তোলে ফসল।

মানুষের হাতে সকল পাথেয় দিয়ে কামালৎ-সম্ভাবনা
সব কাজ শেষে মরু-আফতাব হ'লে কি এবার অন্যমনা?
আজ এতদিনে হ'ল কি সময় আবার নতুন পথ চলার?
পরম প্রিয়ের ডাক এল নাকি? আকাশ মহলা সাত তলার
ওপার থেকে সে মহা কারিগর ডাক দিল নাকি হে নূরনবী?
মরুর আকাশ রোশ্‌নিতে ভরি এবার কোথায় জাগ্‌বে রবি?
এখানে তোমার নিশীথারণ্য? কোথায় তোমার ফুটেছে যুঁই?
সে কোন স্বর্ণচামেলি বনের আভায় এ মাটি হ'ল বিভুঁই?
ফেরদৌসের কোন গুলশানে 'সী' বিহঙ্গ উঠলো ডেকে
চ'লে গেলে তুমি ও-মাটির ফুলমৃত্তিকা তনু ধূলায় রেখে,
যেথা সুন্দর গোলাবী পাপড়ি অক্ষয় রসে নিত্য লাল
চ'লে গেলে সেথা তারি ছায়া মুক্তি পথের আল-হেলাল।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদৎ অঙ্গুলি আজও ফেরদৌসের ইশারা করে,

www.pathagar.com

নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে,
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশ্‌বুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা ব'য়ে জিলানের বীর, চিশ্‌তী বীর
রংগিন করি মাটির সুরাহী নক্‌শবন্দের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিঁদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোনদিন শেষ হবে না জানি।
লাখো শামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।

সুর্মা গভীর আকাশের চোখে অশ্রুসজল বৃষ্টিধারা,
নতুন তারার পথ চেয়ে চেয়ে নীহারিকা হ'ল দৃষ্টিহারা।
বিরাট প্রসার মহা-পটভূমি তোমার বেলায় ইতস্তত
অশেষ সম্ভাবনার পলিতে দুরন্ত মরু ঝড়ের মত
যারা এঁকে আসে নতুন মাটিতে সুদৃঢ় ছাপ পথচলার
দীপ্ত ছুরিতে ভাঁজ কেটে কেটে অসাড় তিমির স্থবিরতার;
তাদের সঙ্গে সালাম জানাই হে মানবতার শাহান শাহ্‌!
হে নবী! সালাম : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ॥

শহীদে কারবালা

উতারো সামান, দেখ সম্মুখে কারবালা মাঠ ঘোড়সোয়ার।
জ্বলে ধুধু বালু দোযখের মত, নাই সব্‌জার চিহ্ন আর।
আকাশে বাতাসে কার হাহাকার? পান্থপাদপ লোহু সফেন,
আজ কারবালা ময়দানে মোরা দাঁড়ায়েছি এসে হায় হোসেন।

খুনের দরিয়া দেখেছি স্বপ্নে, কারবালা মাঠে দেখেছি খাব,
আহাজারি ওঠে দুনিয়া জাহানে, ভাসে আস্‌মানে কোটি বিলাপ;
হবে সয়লাব দুনিয়া জাহান—শান্ত মক্কা মুয়াজ্জমা;
জুলুমের তেগ হানবে জালিম পাবে না এখানে উদার ক্ষমা।

দিনান্ত ঝড়ে জুলমাত-ম্লান শামিয়ানা টানে কোন্‌ বে-দীন?
কুফার দাওয়াত হ'য়েছে ব্যর্থ, দাঁড়াও এখানে সংগীহীন,
দেখ এজিদের খঞ্জর ধার, শোন অগণন আর্তশ্বাস,
দেখ সম্মুখে লানতের মত কারবালা মাঠ বিশ্বত্রাস।

www.pathagar.com

উতারো সামান, দাঁড়াও সেনানী নির্ভীক-সিনা বাঘের মত।
আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হ'য়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত,
কওমী ঝাণ্ডা ঢাকা প'ড়ে গেছে স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়,
পাপের নিশানি রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভঃনীলায়,
মুমিনের দিল জ্বলছে বে-দিল জালিম পাপীর অত্যাচারে
নিহত শান্তি নিষ্কলঙ্ক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে,
হেরার রশ্মি কেঁপে কেঁপে ওঠে ফারানের রবি অস্ত যায়।
কাঁদে মুখ ঢেকে মানবতা আজ পশু শক্তির রাজসভায়।
ঐ শোন দূরে উষর মরুতে শত্রুসেনার পদধ্বনি,
নেজা তলোয়ার ঝলসিয়া ওঠে দূর মরুতটে উঠছে রণি
ফোরাতের তীরে ঘাঁটি পেতে করে এজিদ সৈন্য কুচকাওয়াজ
উতারো সামান, মওতের মত এল কারবালা সাম্‌নে আজ!

ভীরু কাপুরুষ জীবন আঁকড়ি অন্তিম ক্ষণ করে স্মরণ'
বীর মুজাহিদ নির্ভীক বুকে করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন।

হোক্ দুশমন অগণন তবু হে সেনানী! আজ দাও হুকুম
মৃত্যুসাগরে ঝাপ দিয়ে মোরা ভাঙবো ক্লান্ত প্রাণের ঘুম!
হবে কারবালা মরু ময়দান শহীদ সেনার শয্যা শেষ
হে সিপাহ্-সালার! জঙ্গী-ইমাম আজ আমাদের দাও আদেশ।
বাজে রণ-বাজা, মাতে দুশমন কাঁপে শংকিত পৃথ্বীতল
দাও সাড়া দাও মুজাহিদ সেনা! সত্য পথের সাধকদল,
ফেড়ে চলো আজ দুশ্‌মন ব্যূহ বেহেশ্‌ত অথবা ফোরাত-তীরে
আসে অগণন শত্রু বাহিনী দিগন্ত-ধনু দুনিয়া ঘিরে!

হে ইমাম! দেখ বিস্মিত রবি তোমারি শৌর্য দেখছে আজ
তোমার দীপ্ত পৌরুষে ম্লান শত্রু সেনার জরীন তাজ!
ভীরু বুজদিল পারে না সইতে তোমার যুদ্ধ আমন্ত্রণ
তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বহুদূর হ'তে শত্রু বাহিনী দেখায় রণ।

তৃষায় তোমার ছাতি ফেটে যায়, কাঁদে তৃষাতুর শিশু ডেরায়,
নারীর কান্না শুন্‌ছো ইমাম? ফোরাত এখনো রুদ্ধ হায়!
কারবালা মাঠ হ'ল দিনান্তে মুজাহেদীনের শেষ কবর
ফোরাতের তীর রুদ্ধ এখনো ফোরাত জয়ের নাই খবর!

সূর্য এখনো নামেনি অস্তে তবু রাত্রির মরণ ছাপ,
নেভে তকদিরে আফতার, নেভে মুজাহেদীনের প্রাণ প্রতাপ,
খিমার দুয়ারে আহাজারি ওঠে, কাঁদে শিশু নারী মরু তৃষায়
ভরে হাহাকারে সাত আস্‌মান অজানা রাতের ঘন ব্যথায়!

www.pathagar.com

হে বীর! এখন চলেছ একাকী সকল সঙ্গী হারায়ে, হায়
আহত সিংহ, ক্ষত তনুতটে ঝ'রেছে রক্ত শতধারায়।
এ কোন্ ক্লান্তি ঘিরেছে তোমাকে হে দিলীর শের, সংগীহীন,
ফোরাতের তীরে নিভে যায় রবি শেষ হ'য়ে আসে রক্ত দিন!

শত্রুর তীর বুকে এসে বেঁধে নাই ভ্রূক্ষেপ অসাবধানী!
দুধের বাচ্চা ম'রে গেছে চেয়ে পিয়াসের মুখে কাতরা পানি।
এক বছরের হাসিন শিশুকে তীর হানিয়াছে ভীরুর দল,
ভোলো এ শ্রান্তি ক্লান্ত সিংহ! জাগাও তোমার সুপ্তবল!

ঝাঞ্ঝারা সিনা তবুও সিংহ জয় ক'রে নিল ফোরাত তীর,
আঁজলা ভরিয়া মুখে তুলে নিল ফোরাত নদীর শীতল নীর।
লাগলো আবার তীরের আঘাত পানি ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো বীর
হাহাকার ক'রে উঠলো সভয়ে ফোরাত নদীর মুক্ত তীর।

বাজে রণ বাজা এজিদের দলে তলোয়ার তীর নেজার ছায়,
জাগে শংকার কাঁপন আকাশে, লাগে মৃত্যুর রং ধূলায়,
সে রণভূমিতে ক্লান্ত সিংহ চলে একা বীর মরণাহত;
ক্ষত তনু তার তীরের আঘাতে লুটালো বিশাল শিলার মত।
জীবন দিয়ে যে রাখলো বাঁচায়ে দ্বীনি ইজ্জত বীর জাতির
দিন শেষে হায় কাটলো শত্রু সীমার সে মৃত বাঘের শির।

তীব্র ব্যথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তাচলে,
ডোবে ইস্‌লাম-রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মাঠে ওঠে ক্রন্দন লোহু সফেন
ওঠে আস্‌মান জমিনে মাতম; কাঁদে মানবতা : হায় হোসেন॥

মন

মন মোর আসন্ন সন্ধ্যার তিমি মাছ–
ডুব দিল রাত্রির সাগরে!
তবু শুনি দূর হ'তে ভেসে আসে–যে আওয়াজ
অবরুদ্ধ খাকের সিনায়!
সূর্য মুছিয়াছে বর্ণ গোধূলি মেঘের ক্লান্ত মিনারের গায়,
গতি আজ নাইকো হাওয়ায়
নিবিড় সুপ্তির আগে বোঝে না সে শান্তি নাই তমিস্রা পাথারে।

তবু পরিশ্রান্ত ম্লান স্নায়ুর বিবশ সঞ্চরণে
আতপ্ত গতির স্বপ্ন জমা হয় মনে,

www.pathagar.com

বুঝি চৈত্র অবসন্ন আকাশে আকাশে ফেরে ঝড়ের সংকেত
বুঝি দুঃস্বপ্নের মত ভিড় ক'রে আসে কোটি প্রেত,
অমনি
মনের দিগন্তে মোর চম্‌কায় সহস্র অশনি!

শুনি আকাশের ধ্বনি :
তোমার দুর্ভাগ্য রাত্রি মুক্ত পূর্বাশার তীরে
হ'য়েছে উজ্জ্বল,
তোমার অরণ্যে আজ পুরাতন বনস্পতি
ছাড়িয়াছে বিশীর্ণ বল্কল।
দিগন্ত-বহ্নির মত হানা দিয়ে ফেরে সে ভাবনা,
অবসন্ন জনতার মনে দোলে বৈশাখের
বজ্র-দীপ্ত—মেঘ সম্ভাবনা!
রাত্রির সমুদ্র ছাড়ি—মন
প্রভাতের মুক্ত বিহঙ্গম।

আকাশে উধাও ডানা, ছেড়ে যায় পুরাতন লুণ্ঠিত মিনার
ছেড়ে যায় আকাশের বর্ণ বিভা, দিগন্ত কিনার;
বন্দীর স্বপ্নের মত বাঁধমুক্ত মন;—মোর মন।

এই সংগ্রাম

এই সংগ্রাম দিন রাত্রির তীরে
চলে অবিরাম সারা মন ঘিরে ঘিরে।
প্রতি মুহূর্তে শ্বাপদ তুলিছে ফণা
হানি পরাজয়ী বিষাক্ত যন্ত্রণা,
ক্রূর হীনতার পিছল পথে সে
বিষাইছে রাত্রিরে॥

স্বপ্ন আমার দিন...
মানবতার সে কোহিতূর আজ
কতদূর?... কতদূর?
ব্যথিত আকাশে মোর পরাজিত সুর
অন্ধকারায় লীন...

মনের সকল পশুদল আজ
মাতাল—টেনেছে সুরা,
মধ্যদিনের আকাশ আমার

www.pathagar.com

হ'য়েছে তন্দ্রাতুরা,
ঝিমন্ত; নির্জীব।
রণশ্রান্ত সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা,
মাথা কোটে তার অন্তিম ব্যর্থতা!

স্বপ্ন আমার দিন...
রাত্রির তীরে তবু তোলে সংগিন।

*

আরক্ত দল দিন কোথা পলে পলে
ফুটে ওঠে ক্রমাগত...
হানা দেয় তার প্রতি পাপড়িতে শবভুক দলে দলে,
তবু বিকশিত প্রতিমুহূর্ত বিজয়ের পথে চলে,
পাহাড়তলীর আকাশ গন্ধে ভরে
প্রথম প্রেমের মত!
মুক্ত দিনের অবকাশ ক্ষণতরে—
ফুল ফোটানোর একটি নিমেষ দাও মোরে অন্তত।

*

দিন রাত্রির এই সংগ্রাম, এই পরাজয় ভীতি,
এই পশ্চাৎ অপসরণের রীতি
থামুক নিমেষ লাগি...
মানুষের খর সূর্য দীপ্তি আবার উঠুক জাগি'...
প্রগাঢ় রক্ত পাপড়ি খোলার মত
একটি নিমেষ দাও মোরে অন্তত।

ঘুণ ধরা এই মুর্দা দিলের মঞ্জিল কুরে কুরে
মারী কীট বাঁধে বাসা,
কোথা মানুষের দিগন্ত রেখা? দূর হ'তে আরো দূরে
পরাজয়ী সুর শুনিছে সর্বনাশা।
ধমনীতে আজ বহিছে পাশব ধারা
নিখিল চিত্ত ফিরিছে সর্বহারা।
অতল তিমির তলে সে রুগ্ন
তবু দেয় মাথা চাড়া...
স্বপ্ন সুদূর দিন...
শিশির ঝরানো রঙিন ফুলের রক্তিম শাখা নাড়া,
অজ্ঞাত এক আকাশ ভরানো জ্বলে ওঠে সব তারা
...স্বপ্ন বন্ধহীন...

www.pathagar.com

তাই অবিরাম তার সংগ্রাম
শ্বাপদের দল মাঝে!
যদিও মাটি ক্রন্দন সুর
আকাশে আকাশে বাজে,
শিরায় শিরায় বিষাক্ত যন্ত্রণা,
নিম্নাবর্তে অমোঘ আকর্ষণ,
সব আবরণ ছিঁড়ে ফেলে ওঠে মুক্তির ক্রন্দন;
নেশার আড়ালে কাটায়ে তবুও হ'ল সে অন্যমনা।

এই আকাশের মেঘাবরণের ফাঁকে
হাতছানি দিল তারা
কোন দুর্গম তুর পাহাড়ের ডাকে
অসহন হ'ল কারা
হ'ল অসহন পশুদের কাছে জঘন্য পরাজয়;
শিলা দুর্গমে ওড়ে মানুষের আধো-চাঁদ অক্ষয়!

পাহাড় পথের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠেছিল যারা আগে
তাদের গতির ঝড়ে আজো এই মরুতটে দোলা লাগে!
থেমে যায় যত পিশাচের কলরোল,
অবিশ্রান্ত সে গতির কল্লোল
শোনা যায় দূরে দূরে :
তারা চ'লে গেছে সব বাধা ঠেলে, পশুদের পিষে ফেলে
বন্ধুর কোহিতূরে...

রুগ্ন মনের আকাশ এখানে ছড়ায় মৃত্যু হাওয়া,
দূর পাহাড়ের যাত্রীদলের বোঝা হ'ল আরো ভারী,
শ্বাপদের মাঝে তবু তারা করে মানুষের সন্ধান,
পাশবিকতার শিরে হানে তরবারি।

যদিও শ্বাপদ তোলে বিষাক্ত ফণা,
যদিও এখানে অসহ্য হ'ল হীনতার যন্ত্রণা,
তবু বহুদূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখরচূড়া
: ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা,
পাশবিকতার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম...জেহাদে বৃহত্তর...

প্রগাঢ় রক্ত পাপড়ি খোলার মত
একটি নিমেষ দাও মোরে অন্তত৷

www.pathagar.com

অশ্রুবিন্দু

নিটোল মুক্তার মত অপ্রমেয় তোমার নিটোল
সু-দুর্লভ অশ্রুবিন্দু! সে পবিত্র জমজম বারি
নির্জিত প্রান্তরে মোর তোলে লক্ষ বারিধির রোল;
নেহারি সমুদ্র সাত—স্বপ্ন দেখি আজো আমি তারি।

তোমার অশ্রুর বুকে সংগোপন সৌর জগতের
সকল ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, সব আলো; সব অন্ধকার।
তোমার চিত্তের পথে যে তৃষিত—প্রদোষ লোকের
মানিয়া অশ্রুর সংজ্ঞা রক্ত পূর্বাশার খোলে দ্বার।

যে কথা গুমরি মরে মরুভূর আগ্নেয় অতলে,
যে কথা পায় না দিশা তৃষাতপ্ত লাভার প্রবাহে,
যে কথা পায় না মুক্তি সমগ্র আকাশে, জলে, স্থলে,
যে কথার অর্ন্তজ্বালা অন্তহীন ব্যথা-তিক্ত দাহে

নিয়ত জ্বলিয়া ওঠে অবরুদ্ধ চিত্তের পল্বলে;
সে কথা পূর্ণতা পায় একটি নিটোল অশ্রুজলে॥

গাওসুল আজম

দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাতছানি...
পরিপূর্ণ সেই সূর্য ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে
কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফেরে তিমির—দুর্বিপাকে
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।
এ নিরন্ধ্র শর্বরীর অন্ধকারে তীব্র দ্যুতি হানি
তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সূর্যোদয়!
বলিষ্ঠ সিংহের মত শক্তিমান, একান্ত নির্ভয়
জীলান সূর্যের রশ্মি যাক্ আজ খররশ্মি দানি'।

তিমির-পন্থার দেশে, প্রবৃত্তি-বিজিত মৃত দেশে
এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ বহ্নি জীলান সূর্যের,
সত্যের আলোকশিখা এ মৃত কলুষ রাত্রিশেষে
আবার জাগায়ে যাও; দেখে যাও সব আকাশের
সব সমুদ্রের তরে পূর্ণতার অন্তহীন পথ;
প্রতি ধূলিকণিকায় পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন পর্বত।

www.pathagar.com

অভিযাত্রিকের প্রার্থনা

আমাকে মাতাল করো উচ্ছল তোমার শিরাজীতে,
মরু মদীনার বক্ষে যে সুরার সুতীব্র দাহিকা
আরব-আজমব্যাপি ছড়ায়েছে জীবনের শিখা,
মাতাল হ'য়েছে বিশ্ব যে সুরার তীব্র স্পর্শ নিতে,
মাতাল হ'য়েছে মন যে সুরার মুক্ত সরণিতে,
আমাকে মাতাল করো প্রাণ-তপ্ত সেই সুরা-রসে,
ঝড়ের সংকেত দাও তার অগ্নি-উত্তপ্ত পরশে;
মরুভূর জ্বালা আনো সুখ-সুপ্ত মোর ধরণীতে।

জ্বালাও আগ্নেয় স্পর্শে বহ্নি শিখা শিরায় শিরায়...
আমার উধাও গতি মানে না পাহাড়, নদী, বন!
আমার দুরন্ত অশ্ব ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দরিয়ায়
ছড়াবো তোমার দীপ্তি আর কোন্ প্রান্তর ছায়ায়?
কোন্ মাঠ, কোন্ বন শোনেনি এ সমুদ্রস্বনন
সময়ের খরস্রোতে জীবন্ত যে দীপ্ত মহিমায়॥

মুক্তধারা

যে সুরার খরস্রোতে আমার স্বাক্ষর রাখিলাম
প্রাণোচ্ছল গতি তার সময়ের ঊষর প্রান্তরে
কখনো মানে না মানা, ভোলে না সে সমুদ্রের নাম,
যে নেশায় করণির পথ রুদ্ধ হয়নি পাথরে
হৃদয়ের দীপাগ্নিতে দেখেছে প্রমত্ত দুর্নিবার
মাশুকের মুখচ্ছবি;—দেখেছে আপন মাহ্‌বুব;
প্রতি মুহূর্তের স্রোতে প'ড়েছে উজ্জ্বল ছায়া যার;
ভাবের অলক্ষ্যে লোক বিস্ময়ে দেখিছে সেই রূপ।

মূসার পূর্ণতা তার পথপ্রান্তে,—ঈসার নিঃসীম
ধ্যানমূর্তি! দেখেছে সে জিজ্ঞাসার বেলা
খিজিরের দৃষ্টি দিয়ে; পথে যার নবী ইব্রাহিম
জ্বেলেছে তৌহিদ শিখা! যে নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণ একেলা
ঈমানের পূর্ণ স্রোতে নিয়ে এল পাথেয় অসীম
—যে পাথেয় নিয়ে আজও চলিয়াছে অসংখ্য কাফেলা।

www.pathagar.com

ইশারা

দিগন্তকোণে পশ্চিম থেকে সাড়া দিয়ে আসে ঝড়,
থামবে এবার ক্ষণচাপল্য মৃত বন-মর্মর,
আরবী তাজীর পিঠে যে বাঁধছে পথ চ'লবার ঘর
তার বাহনের তীব্র হ্রেষায় ফেটে পড়ে অম্বর।

হে মরুভূমির বেদুইন, তুমি সৌর প্রদীপ হাতে
অথবা জ্যোতির্দীপ্ত চেরাগ ব'য়ে নিয়ে এলে সাথে।
তোমার ঝড়ে কি পাতা ঝ'রে ফের জাগ্‌বে নতুন পাতা?
তোমার ঝড়ে কি অচল জনতা শুন্‌বে চলার গাথা?
জাগ্‌বে তাদের দিগন্তে সে কী বিদ্যুৎ শিহরণ?
বজ্র-রবের বিপুল আরাবে চমকাবে মৃত মন?
তার পরে নীল আকাশে উধাও তারা?
তার পরে নীড় বাঁধবে সে গৃহহারা?

তুমি এনেছো এ পাথরে পাহাড়ে শিরীনের সংবাদ;
ভাঙে ফরহাদ কুঠারের মুখে প্রবল বাধার বাঁধ।
কুঠার তোমার বারবার ওঠে পড়ে,
কাঁপছে পাহাড় কুঠারের সেই ঝড়ে,
কাঁপছে মনের আকাশ এখন বেদনার বন্যায়,
জাগে ম্লান-শুচি গুলে বকাওলী শিশিরের ঝর্ণায়—
নীল আকাশের খাঞ্চাপোশের প্রান্তে লাল গোলাব
সাতরঙাতনু বর্ণধনুর ময়ূর মেলে কলাপ।
হে মোর শিরীন এবার নেকাব খোলো,
তোমার মুখের কালোপর্দার আড়াল এবার তোলো,
তোমার আকাশ হ'তে স'রে যাক্ দুঃস্বপ্নের মেঘ,
তোমার আকাশ পূর্ণ নিরুদ্বেগ
জাগুক তরুণী পঞ্চদশীর জাফরানী রক্তিমা—
—সে আমারি পূর্ণিমা।

আমার মনে সে ইশারা হানে,
মাটির ইশারা আকাশ জানে,
অন্ধরাতের ঝড় তুফানে
রবিশস্যের ফসল আনে।
আঙুরলতার আড়ালে ওকি
পঞ্চদশীর নেকাব খোলা।
রক্তে আমার প্রলয়-দোলা,
তাই জোছনার ইশারা ওকি,

www.pathagar.com

মরু রাত্রির সহেলি সখী
আঙুরলতার বনবিতানে
ইশারা করে সে অজানা গানে।
অথবা তরুণী করে ইশারা,
বেদনার ফুলে জাগায় সাড়া,
মরুপ্রান্তের ভ্রাম্যমাণ
দিগন্তে জাগে তার ইশারা।
আকাশের কোণে সেকি পাহারা?
আকাশে জ্ব'লছে হাজার তারা,
কি জাগে ওখানে? চাঁদ? ইশারা?

জেনেছি তোমার ইশারা তাইতো ফিরে আসি বারবার,
ফরহাদ চেনে শিঁরীর রুদ্ধ দ্বার।
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রবল কুঠার
ভেঙে করে একাকার;
সমতলে এনে বন্ধুর শিলা জাগায় সেখানে ফুল
দোলায় শিরীর অলকপুচ্ছে বসোরা কুঁড়ির দুল।

মৃত বুস্তান তোমার মনে কি মেলছে সবুজ পাতা?
তোমার শাখায় জাগ্‌ছে কি ফুল জরদ, রক্তরাঙা
প্রবালের ফুল হাজার আনার ভাঙা,
শ্বেত প্রবাল কি উঠ্‌ছে ও বুকে ফুটি,
দিগ্‌ কাওসের ধনুতে প'ড়ছে লুটি,
বর্ণবিহীন সেতারার বুকে জাগ্‌লো কি তার দ্যুতি?
সুলায়মানের বিশ্বজয়ের গগণচুম্বী স্মৃতি
জাগালো কি বুকে প্রবল আশার গীতি?
শিরীন আমার খোলো দ্বার, খোলো দ্বার,
ঘুম-মহলার তিমির-প্রাকার ভেঙে করো একাকার
এদিকে তাকাও যেখানে আকাশে ফুটছে লক্ষ তারা,
দেখ সে আরবী তাজী গতিমান আকাশে বল্গাহারা–
ঝড়ের শিখরে জাগায় প্রবল হ্রেষা,
গতি-আবর্তে সুদৃঢ় তার নেশা
ভাঙে না বাধার কুটিল ব্যঙ্গস্বরে,
চোখের পলকে সে আরবী তাজী উধাও দেশান্তরে।
কেঁপে ওঠে তার সজীব খুরের আঘাতে মৃতের ঘর,
জেগে ওঠে তার প্রবল গতির ঝড়ে মৃত প্রান্তর।

উঠ্‌ছে কি জেগে মনের আকাশ রংগিন ধনু আঁকা,
ফুটছে কি সেথা আধো সাদা চাঁদ বাঁকা,

www.pathagar.com

ফুটছে কি ঈশ্‌ক আগুনের দাহে রঙিন গুলমোহর?
যদিও বাহিরে ব'য়ে যায় ঝড় ভয়াল প্রলয়কর
তবু অন্দরমহলে তোমার বিহঙ্গ বেগবান,
আজো ব'য়ে আনে সুলায়মানের বিশ্বজয়ের গান।
সেই বিহঙ্গ ঝড়ের মুখেও পাল্লা দিয়ে যে ওড়ে;
প্রলয় হাওয়ার পাখা মেলে দিয়ে সেই নির্ভীক ঘোরে,
বজ্র-আহত বনানীর মাঝে তোলে সে প্রবল কেকা,
ব'য়ে আনে তারা-প্রশান্ত নীলে শুক্লা চন্দ্রলেখা,
সেই বিহঙ্গ মেল্‌ছে কি পাখা উড়ন্ত-বৈশাখ
তার নিরুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি শুন্‌ছো ঝড়ের ডাক!

রাতের পাতার ঘুমভাঙা ফুল জাগাবে সে এই ঝড়ে,
প্রাণ-বন্যার আন্‌বে তুফান সকল দিগন্তরে!
সে এনেছে দেখ হেরার পথের কাঁকর ওষ্ঠপুটে
জমাট পাথরে উঠ্‌ছে গোলাব ফুটে,
পাখায় ব'য়ে সে এনেছে দেখ, কী অপূর্ব মহাদান,
দূরের ইশারা দিয়ে ভাসমান তখ্‌তে সুলায়মান।

মুগ্ধ সাপের মতন বাতাস বন্ধুর পথ পারে
তোমার আসন ব'য়ে নিয়ে যায় তারকালোকের দ্বারে,
তোমার মুঠির মাঝে আবদ্ধ মাটির পুষ্পশ্বাস,
চোখে আর বুকে কী বিপুল আশা সুদৃঢ় আশ্বাস।
ইংগিত দিয়ে জাগ্‌ছে সুলায়মান,
বাতাসে ভাস্‌ছে তখ্‌তে সুলায়মান,
দেখ ইশারায় ডাক্‌ছে আকাশে হেলাল-শ্বেত-নিশান!
বিরাণ-মাটির-অতলে স্বপ্ন পুষ্পিত, অফুরান,—
আজ সে শ্রান্ত ঘুমঘোরে তবু চলে তার সন্ধান,
নিরুদ্ধ পথ পাষাণ প্রাচীরে তবু জোয়ারের টান,
ইংগিত দিয়ে জাগ্‌ছে সুলায়মান,
বাতাসে ভাস্‌ছে তখ্‌তে সুলায়মান!

এখনো খেজুর-বীথিতে, অশেষ হেরেমের জিন্দিগী,
এখনো যে তার খোর্মাশাখার মধু সঞ্চয় ঝড়ে;
একলা কি তুমি ভয় পাবে এই ঝড়ে,
দেখ ওয়েসিসে কলাপ মেলেছে শিখী।

তুমি কি চ'লেছ সংবাদ নিয়ে হে দূত বিরাণ মাঠে
শ্রান্ত তোমার পদ?

www.pathagar.com

পথে ভিড় করে, বাধা দেয় যত পিশাচের সংসদ?
শত বিনিদ্র তিমিরে তোমার ক্লিন্ন রজনী কাটে?
তোমার মনের সাত আরশি কি আজ কুয়াশায় ঢাকা,
তুহিন তোরণে ভেঙে ভেঙে পড়ে রসবঞ্চিত শাখা?
তোমার জংগী সাঁজোয়ায় আজ ম'র্চে প'ড়েছে বীর,
অনেক দিনের অনাবাদী জমি আজ ফেটে চৌচির?
তবুও আকাশে চাঁদের ইশারা, তারা :
রুদ্ধ ঝরোকা প্রান্তে ঝ'রেছে ঝর্ণা শিশিরধারা!
তোমার মৃত্যু-সমুদ্র মোহনায়
জীবনের আস্বাদ,
তোমার জীবন-রমজান সাধনায়
স্বপ্ন ঈদের চাঁদ।
তোমার চৈত্র-ফাটল-দীর্ণ রেখায়িত প্রান্তর
ইশারা ক'রছে যেখানে আকাশে জমেছে মেঘের স্তর।
বিস্মরণের অতল গভীর কূপে কি গেছে সে সাড়া
পেয়েছে কি সেথা চাঁদের ইশারা কক্ষচ্যুত তারা?
মৃত্তিকা-তনু চেরাগে কি জাগে শিখা?
ছিঁড়ছে কি ম্লান আড়াল-কুজ্ঝটিকা?
সাড়া পেলে তার? সে আসে প্রবল গতিমান যাযাবর
আরবী তাজীর পিঠে যে বেঁধেছে পথ চ'লবার ঘর॥

কাহিনীর ইশারা

'য়েমন মুলুকে ছিল শাজাদা হাতেম,—নেকনাম!
নিল সে দারাজ-দিল মানুষের বোঝা গুরুভার!
ছেড়ে এল তাজ তখ্ত, এল ছেড়ে ঐশ্বর্য, আরাম;
মহান খিদ্মতগার পেল প্রীতি, খ্যাতি সে অপার।
আরবে নৌফেল শাহা প্রতিদ্বন্দ্বী সে যশলিপ্সায়
বিলালে ভাণ্ডার, তবু পেল না যে সম্মান দাতার।
নেমে গেল প্রাণ তার অন্ধ হিংস্র রাত্রির ছায়ায়;
আশ্চর্য পন্থায় শাহা পেল শেষে মুক্তির দুয়ার।
বিগত দিনের স্বর্ণ এ রাত্রির নিকষে অম্লান
জাগায় ভোরের স্বর্ণ ক্লান্ত ক্ষণে উজ্জ্বল জরীন,
শ্রান্তির আঁধার চিরে ওঠে জেগে মানুষের গান,
ঝঞ্ঝা-ঝড়ে, ঘূর্ণাবর্তে ওঠে জেগে আশা অমলিন।
বহু শতাব্দীর ঢেউ সে কাহিনী হয়ে এল পার
'য়েমনী হাতেম আর বলদর্পী নৌফেল বাদশার॥

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

[নৌফেলের রাজ্য : প্রাচীন মেলা
গুপ্তচর ও কয়েকজন দর্শক]

১ম দর্শক

আরবী কবির গান এ মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ;
অপূর্ব সুন্দর ছন্দ।

২য় দর্শক

সুরেলা সে মুয়াল্লাকা, তবু
ইহুদী মেয়ের নাচ এ মেলার অচিন্ত্য বিস্ময়;
দেখিনি এমন আগে!

৩য় দর্শক

মনে শুধু রবে দীর্ঘকাল
নেজা ও গোর্জের খেলা দেখালো যা জঙ্গী পাহ্‌লোয়ান
জঙ্গের মহড়া দিয়ে মেলার ময়দানে।

৪র্থ দর্শক

দেখ নাই
ইরানী গালিচা? মেশ্‌ক? অথবা যা শিশিরে মিলায়
দেখোনি সে মসলিন—যাদু-মন্ত্র বিদেশী তাঁতের?

৫ম দর্শক

দেখেছি অনেক কিছু এ মেলায়, কিন্তু জুয়া খেলা...

২য় দর্শক

জাহান্নামে যাক্ জুয়া খেলা। সর্বস্বান্ত গরীবেরা
মারা পড়ে প্রতিদিন আজাজিল জুয়াড়ীর চালে
আসে তবু মৃত্যু আকর্ষণে?

গুপ্তচর

জুয়ার প্রসঙ্গ ছাড়ো,
কি লাভ নিষ্ফল তর্কে ফেত্‌না আর ফসাদ বাধিয়ে?
বাদ্‌শার অশেষ দান এ মেলায় দিয়েছে পূর্ণতা।

[বিদেশী পথিকের প্রবেশ]

www.pathagar.com

পথিক

নৌফেল শাহার রাজ্যে বন্ধুহীন এ মেলার ভিড়ে
আমি দূর দেশান্তের মুসাফির।

১ম দর্শক

যাও চলে যাও

পথিক

শোন ভাই!

২য় দর্শক

যাও, যাও জ্বালাতন কোরো না অহেতু।

পথিক

যাব আমি, জেনে নিতে চাই শুধু রাত্রির আশ্রয়।
কোথায় সরাইখানা।

গুপ্তচর

কি পেশা তোমার?

পথিক

ভ্রাম্যমাণ
মুসাফির, কি হবে পেশার খোঁজে?

২য় দর্শক

বদ্দু ভবঘুরে
কি দেবে পেশার নাম ভিক্ষাবৃত্তি নিল যে জীবনে?

গুপ্তচর

প্রয়োজন থাকে যদি দেখা করো খাজাঞ্চীর সাথে।

২য় দর্শক

আশ্‌রফি, দিনার পাবে কোন দিন দেখোনি যা চোখে।
[রাগ করে চলে যায়]

পথিক

এ দেশে মানুষ নাই? নাই কোন ইন্‌সান এখানে?
দূরান্তের মুসাফির দেখে কেউ ডাকে না; কুশল
জিজ্ঞাসা করে না কেউ ভুলে!

www.pathagar.com

১ম দর্শক

কে রাখে মেলার ভিড়ে
খোঁজ কার? কে নেয় সন্ধান? মুসাফির বিদেশীকে
দেখে এরা সতর্কদৃষ্টিতে।

পথিক

আজব দস্তুর বটে
এ দেশের, এমন রেওয়াজ নাই আমার মুলুকে;
সকল ইন্‌সান পায় ইজ্জৎ সেখানে।

গুপ্তচর

জানি না তো
কোন্ সে জান্নাত ছেড়ে নেমেছো মাটিতে!

পথিক

তা'য়ী-পুত্র
হাতেমের দেশ থেকে এসেছি এখানে।

৩য় দর্শক

দূর দেশী
মুসাফির! খোশ্ আমদেদ আমি জানাই তোমাকে।
একরার করে যে পুরা, সাখাওতি করে যে জাহানে,
সঠিক জবান যার, তা'য়ী-পুত্র—সে দারাজ-দিল
হাতেমের দেশ থেকে এলে যদি; দোস্তের ডেরায়
দাওয়াত কবুল করো।

অন্য একজন

যেতে হবে আমার তাঁবুতে
বিদেশী মেহ্‌মান! ভুলিনি মেহ্‌মানদারী 'য়েমেনের;
ভুলি নাই কোন দিন সর্বত্যাগী হাতেমের কথা।

আর একজন

সামান্য নিমক রুটি দিতে চাই আমার সম্বল
মেহেরবানী করো, যদি নাও তশ্‌রিফ দুঃখীর
গরীব-খানায় তুমি। কি ভাবে করি সে ঋণ শোধ
পেয়েছি যা এ জীবনে জিন্দা-দিল হাতেমের কাছে।

১ম দর্শক

শুনেছি শৈশব থেকে মুক্ত মন, সে দারাজ-দিল

www.pathagar.com

দূর হ'তে দূরান্তরে ঘোরে নিত্য সেবাব্রতী প্রাণ
দুর্গত অথবা দুঃস্থ মজ্‌লুমের টানে। মহাজ্ঞানী;
জ্ঞানের সন্ধানে তবু চলে নিত্য সফরের পথে;
মখ্‌লুকের খিদমতে দেয় তার সর্বস্ব বিলিয়ে।

৩য় দর্শক

নিজে তা দেখেছি আমি। মরুপ্রান্তে তাজীতে সওয়ার
সে বিশাল শের-নর একদিন পড়েছিল চোখে
মধ্য দিনে অতর্কিতে। কুষ্ঠ রোগী ছিল তার বুকে!

গুপ্তচর

এ দেশে আছেন বাদশা দানশীল।

১ম দর্শক

কিন্তু মানুষের
গৌরব হাতেম তা'য়ী—সর্বত্যাগী সে দারাজ-দিল।

[বিদেশী মুসাফিরকে নিয়ে সকলে চলে যায়]

॥ দুই ॥

নিভৃত কক্ষ
নৌফেল, আমীর ও খাজাঞ্চী

নৌফেল (খাজাঞ্চীর প্রতি)

লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে
পরিচিত, অথবা অপরিচিত। দৃষ্টি রেখো, যেন
কৌশলী ভিখারী কোন এ মেলায় করে না বঞ্চনা
বারবার ভিক্ষা নিয়ে। দেবে তুমি সহস্র দিনার
দূরান্তের মুসাফির দেখে।

খাজাঞ্চী

যো হুকুম, জাঁহাপনা।

[চলে যায়]

নৌফেল

চিনেছি সঠিক পন্থা। তা'য়ী-পুত্র হাতেম যে-ভাবে,
যে রাহায় চলে আজ মশ্‌হুর জাহানে, বুঝেছি তা
দীর্ঘদিনে আমি।

www.pathagar.com

আমীর
হুজুর দানেশমন্দ্।

নৌফেল
বোঝ নাই
হাল হকিকত। দূর দূরান্তের যারা মুসাফির
হাজার আশ্রফি পেয়ে পরিতৃপ্ত—জানাবে সকলে
সে দান, ত্যাগের কথা। ইরান, তুরান, হিন্দুস্তান,
মাশ্রেক, মাগরেব দেশ জেনে যাবে অত্যন্ত সহজে
সে কাহিনী গৌরবের; পাব আমি বিপুল সম্মান
পেয়েছে হাতেম তা'য়ী এতদিনে যে কূট-কৌশলে।
দুশ্মনের কবজা থেকে নেব আমি ইজ্জৎ ছিনিয়ে
শাহীন শিকার তার তুলে নেয় যেমন হিকমতে।
[গুপ্তচরের প্রবেশ]
কি সংবাদ, জাছুছ তোমার।

গুপ্তচর
ঘুরেছি অনেক আমি
আলম্পনা। দেখেছি মেলার ভিড়ে, ময়দানে, সড়কে
শিশু, বৃদ্ধ, নারী, নর যেন অন্ধ, বন্দী হয়ে আছে
হাতেমের মুহব্বতে। তা'য়ী-পুত্র হাতেমের নামে
সকলেই যেন আজ উন্মত্ত, দীউয়ানা।

আমীর
যাদু জানে
তা'য়ী-পুত্র! জিন্দেগীতে শুধু তার দেখা পাব ব'লে
থাকে এরা ইন্তেজারে, রমজানের দিন গণে যেন
রোজাদার! বেঁধেছে সে এ রাজ্যের বাসিন্দাকে
অন্ধ তেলেস্মাতে।

নৌফেল
যাদু নয়, এ চক্রান্ত; কৌশলীর
এ-কূট-কৌশল। মহত্ত্বের কাহিনী সে ছড়িয়েছে
আরব আযমে। পেয়েছে সম্মান। দেখে যাব তবু
শক্তি তার, বুদ্ধির জটিল পথে, ত্যাগের ময়দানে।
যে অস্ত্র নেয় সে হাতে নেব আমি সেই হাতিয়ার,
পিষে যাব দুই পায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশলী শত্রুকে।
[পর্দা]

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

॥ পাঁচ ॥

নৌফলের দরবার

শায়ের
উমর দারাজ হোক নৌফেল শাহার।

নৌফেল
ম্লান মুখ,
পেরেশান কেন কবি,

আমীর
মেলেনি কি ছন্দ কাসীদার?

শায়ের (নৌফেলের প্রতি)
গোস্তাখি করুন মাফ জাহাঁপনা। জানাই দরবারে
ফরিয়াদ। রাজ্য, রাজধানী ছেড়ে যায় দলে দলে
সংখ্যাহীন নারী-নর হাতেমের শোকে।

নৌফেল (সিপাহ্সালারের প্রতি)
বাধা দাও।
না না যেতে দাও। ওরা সব চলে যাক রাজ্য ছেড়ে,
আর যেন জিন্দেগীতে ফেরে না কখনো। দুশ্মনের
সঙ্গে যার মুহব্বত সে-ও তো দুশ্মন।

শায়ের
জাহাঁপনা,
রাজ্য রাজধানী হবে গোরস্তান; অশান্তি আঁধারে
ডুবে যাবে সারা দেশ—শান্তিহীন।

নৌফেল
যাক্ তাই যাক্,
ধ্বংস হয়ে যাক দেশ, ধ্বংস হোক সকল সংসার,
চাই না তবুও দুশ্মনের ঘৃণ্য সমর্থক;
চাই না বিষাক্ত সাপ দেখে যেতে গোপন—আস্তিনে।

বৃদ্ধ মুর্শিদ
স্থির হয়ে ভেবে দেখো নৌফেল এখনো।

www.pathagar.com

নৌফেল

ভেবেছি তা
বহু দিন বহু রাত্রি দীর্ঘ এ জীবনে।

[কোতোয়ালের প্রবেশ]

কোতোয়াল

জাহাঁপনা
হাতেম তা'য়ীকে নিয়ে অতর্কিতে এসেছে শহরে,
প্রলুব্ধ জনতা। আশরাফি ইনাম-চায়।

নৌফেল

এতদিনে
দুশ্‌মন পড়েছে ধরা কঠিন জিঞ্জিরে, এত দিনে
শত্রুকে পেয়েছি আমার পাঞ্জায়। আনো তুমি
হাতেম তা'য়ীর সাথে লুব্ধ জনতাকে! পুরস্কার
পাবে সে সঠিক;—বন্দী করেছে যে হাতেম তা'য়ীকে।

[কোতোয়াল চলে যায়]

মুর্শিদ

কি লাভ নৌফেল! এতে পাবে বলো তুমি? মুক্ত প্রাণ
যে চলে মিলায়ে কাঁধ ইন্‌সানের সাথে, আমানত
খেয়ানত করে না কখনো, সেবাব্রতী যার কাছে
পায় শান্তি, সান্ত্বনা সকলে; কি লাভ ক্ষতিতে তার?
কি সুখ্যাতি পাবে তুমি এই হিংসা-কণ্টকিত পথে?

নৌফেল

নিষ্কণ্টক হবো আমি। যত দিন সে র'য়েছে, আর
আমি আছি পৃথিবীতে; শান্তি খুঁজে পাব না জীবনে
ততদিন। র'য়ে যাবে অশান্তির এই জাহান্নাম
অনির্বাণ এ হৃদয়ে, যতদিন সে আছে সম্মুখে।
গলিত কুষ্ঠের মত, বিষাক্ত ক্ষতের মত এই
যন্ত্রণা দুঃসহ। সকলে প্রশংসা গা'বে হাতেমের,
সালাম, তস্‌লিম তা'কে প্রতিদিন জানাবে সকলে;
দুর্বিষহ সে দুনিয়া শান্তিহীন।

মুর্শিদ

অশান্তির মূল
তুমি নিজে। খোদপরস্তীর পাপ ঘিরেছে তোমাকে।
মনে রেখো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ সে খাদিম

www.pathagar.com

চায় না সুলভ খ্যাতি যে আত্মপ্রচারে,—মিশে থাকে
দুঃখে-সুখে মানুষের এ প্রাণপ্রবাহে,—ক্ষুদ্র কণা
তরঙ্গিত সমুদ্রে যেমন। অহংকারী হয় না সে,
অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে না সে ঘৃণ্য জুলুমের
সিংহাসনে। 'য়েমনের শাহজাদা।

নৌফেল (অধীরভাবে বাধা দিয়ে)
কথা বন্ধ থাক,
স'য়েছি অনেক আমি মুর্শিদের ইজ্জতে, এখন
বন্ধ থাক নসীহত। জানি আমি বাদশার সম্মান,
জানি আমি কি কর্তব্য।

মুর্শিদ (কঠিন স্বরে)
রক্ত যদি নাও হাতেমের
বদ্‌লা নেবে সে খুনের ওয়ারিশান যারা। কীর্তি তার
রয়ে যাবে সব প্রাণে দুনিয়া জাহানে। নাম তার
ছড়াবে হাওয়ার সাথে নিঃস্বার্থ যে মানব-প্রেমিক
আল্লার বান্দার কাজে যে দিয়েছে জিন্দেগানি, আর
তামাম জিন্দেগী ভ'র যে রয়েছে সৃষ্টির খিদমতে।
এ কথা ভেবো না তুমি, অত্যাচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুম-শাহীর
ত্রাসনে হয়নি শেষ কোনদিন ধর্ম, নীতি; শুধু
মিটে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা।

নৌফেল (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে)
বন্দী করো
বন্দী করো এ বৃদ্ধকে,—বে-ঈমান, নিমক-হারাম,
অকৃতজ্ঞ।

[নৌফেলের অকল্পিত আদেশে সভাস্থ সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে।]

মুর্শিদ
নিমক-হারাম নই, নই বে-ঈমান।
শুধু বলি আমি আজ, করো তুমি ইন্‌সাফ জীবনে;
মানুষের মান দিয়ে রাখো তুমি নিজের সম্মান।

নৌফেল
জল্লাদ, গর্দান নাও এ বৃদ্ধের।

www.pathagar.com

মুর্শিদ (আশ্চর্য প্রশান্ত কণ্ঠে)

অস্ত্রের দূরত্ব

যতটুকু, মৃত্যু নয় তত দূরে। দেখ মওতের
নিশানা বৃদ্ধের শিরে, প্রত্যেক শিরায়, ধমনীতে;
লোল চর্মে। কঠিন মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তবুও
গুমরাহা ছাত্রের আঘাত; অথবা বিভ্রান্ত পুত্র
অস্ত্র যদি হানে বৃদ্ধ পিতার হলকুমে।
[মুর্শিদের কণ্ঠে আবার প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে]

তবু বলি,

তবু বলি এই কথা, মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘ দিন এ জীবনে,—আল্লার দরগাহে। অসত্যের,
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসমর্পণ
পৃথিবীতে। শিক্ষকের দায়িত্ব মহান
শেষ বার বলি তাই : হুঁশিয়ার হও ফিরে আজ
উদভ্রান্ত নৌফেল, তুমি ছাড়ো পথ এ আত্মপূজার;
নিজের খঞ্জরে জেনো জালিমের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

[মুর্শিদের ভর্ৎসনায় নৌফেল বিমূঢ় হয়ে পড়েন। হাতেম তা'য়ী ও লুব্ধ জনতাকে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল প্রবেশ করে। নৌফেলের চোখে-মুখে হিংস্র উল্লাসের রেখা ফুটে ওঠে]

নৌফেল

সঠিক জবাব দাও, বন্দী করে হাতেম তা'য়ীকে
কে এনেছে এ শহরে; পাবে পুরস্কার।

(জনতার মধ্যে গুঞ্জন)

অসম্ভব,

অসম্ভব এই কথা, সকলেই নও দাবিদার;
কেন ব্যর্থ করো এ গুঞ্জন।

(হাতেমের প্রতি ক্রূর হাস্যে)

তুমি বলো তা'য়ী-পুত্র
যদি থাকে হিম্মত তোমার। বন্দী কে করেছে, আর
কে এনেছে তোমাকে এখানে?

হাতেম (অবিচলিত কণ্ঠে)

এই বৃদ্ধ; কাঠুরিয়া।

নৌফেল

কাঠুরিয়া এই বৃদ্ধ! এ জয়ীফ, অস্থি-চর্মসার
তোমাকে করেছে বন্দী! একি পরিহাস?

www.pathagar.com

হাতেম

মিথ্যা নয়,
নয় পরিহাস। আমাকে করেছে বন্দী এই বৃদ্ধ
দুঃখের জিঞ্জিরে। তোমার ঘোষণা তুমি পূর্ণ করো
নৌফেল। ইনাম দাও বিঘোষিত,—এ বৃদ্ধকে আর
হাতেম তা'য়ীর শির নাও বিনিময়ে।

[দরবারে প্রবল গুঞ্জন রব]

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া (আর্তকণ্ঠে)

জাহাঁপনা,
গোস্তাখি করুন মাফ, ভাগ্যহত কাঠুরিয়া আমি
বৃদ্ধ বদ-নসীব। জিন্দেগী গোজরান করি কাঠ কেটে,
কাঠ বেচে শহরে, বন্দরে। করিনি কখনো বন্দী,
কি সাধ্য আমার, শক্তি কতটুকু রাখি এ বাযুতে
বন্দী করি একে। এসেছে দারাজ-দিল মুক্ত প্রাণ
দরদী আমার দুঃখে ভয়হীন মৃত্যুর সম্মুখে।
এজাজত পাই যদি, বলি তবে আমি সে কাহিনী
হাজিরানে মজলিস—সকলের সম্মুখে দরবারে।

নৌফেল

বলো তুমি সে কাহিনী।

কাঠুরিয়া

জিন্দেগীর শুরু থেকে আমি
লক্ষ মুসিবতে ঘেরা দেখেছি এ সংসার যেমন
সকল দুর্গত, দীন, মজলুমান দেখে পৃথিবীতে।
কেটেছে বৎসর মাস অর্ধাহারে, অনাহারে, ভয়ে
স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে। বাদশার ফরমান শুনে
লুব্ধ হল এক দিন বৃদ্ধা স্ত্রী, সন্ততি আমার
স্বর্ণ আশরফির লোভে। শহরে, গঞ্জে ও লোকালয়ে
সন্ধান চালালো লোভী শকুনির হিংস্র দৃষ্টি মেনে।
কিন্তু ব্যর্থ হল সব-ই। হতাশ্বাস সকলে যখন
একদা অরণ্য-ছায়ে দেখা দিল এ বীর মহান,
নিজ মস্তকের মূল্যে বাঁচাতে সে দাঁড়ালো সহজে
নির্ভীক;—মৃত্যুর মুখে।

নৌফেল (বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে)

সত্য কথা

www.pathagar.com

কাঠুরিয়া (ব্যাকুল কণ্ঠে)
সত্য জাহাঁপনা,
কি লাভ মিথ্যায়? দিয়েছি অসংখ্য বাধা বহু বার,
শোনেনি; শোনেনি তবু...
[বৃদ্ধ কাঠুরিয়া অভিভূত হয়ে পড়ে]

আমীর (সন্দিগ্ধ)
জানি না কি গূঢ় প্রয়োজনে
এসেছে হাতেম তা'য়ী!

বৃদ্ধ মুর্শিদ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে)
এসেছে সে নির্ভীক, দিলীর
প্রাণ বিনিময়ে তার, মজলুমের বেদনা মুছাতে;
এসেছে ঘুচাতে দুঃখ বঞ্চিত দুঃখীর। এসেছে সে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিষ্কম্প হৃদয়ে।... কে দেখেছে
এমন দারাজ-দিল কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে?

শায়ের
কে শুনেছে এই ত্যাগ, মর্দমীর কথা? প্রবৃত্তির
ঊর্ধ্বে জানি ফেরেশতারা—নূরানী লেবাস; কিন্তু ধূলি
মলিন লেবাস যার সেই লুব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষ অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি
ভ্রাতৃরক্তে প্রতিদিন বাড়ায়ে মুনাফা। এ মাটিতে,
হীন স্বার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অন্ধকারে
যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী, সেখানে
হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুবহে উন্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।
[দরবারে অচিন্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সকল সভাসদ উঠে দাঁড়ায়। নতমুখ নৌফেল সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসেন।]

নৌফেল
বুঝেছি খ্যাতির মূল্য এতদিনে, বুঝেছি এখন
যে মানুষ প্রাণ দিয়ে করে যায় বিশ্বের কল্যাণ
কুল মুখলুকের বুকে স্থান তার; দুনিয়া জাহানে
পায় সে বিপুল মান জীবনে অথবা মৃত্যুপারে।
'য়েমনের শাহজাদা! ক্ষমা করো শত্রুতা আমার।

www.pathagar.com

হাতেম

স্থির হও বাদশা নেকনাম। সামান্য খাদিম আমি
ইন্‌সানের, তবু বলি, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিংবা মখলুকের
হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পুজারী। যে মুমিন,
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;
হয় না সে নতশির আল্লা ছাড়া অন্য কারো কাছে।
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা সে নিজের,
অসত্যের ভারবাহী মরে সেই গুমরাহা প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় যদি খ্যাতি, অর্থ, স্বার্থের পিঞ্জরে।

নৌফেল

চিনেছি তোমার রাহা এতদিনে, কামিল ইন্‌সান
'য়েমনি হাতেম তা'য়ী! আমার মনের অন্ধকার
রেখেছিল এত দিন বন্দী করে সে কালো জিন্দানে
ছিল না যেখানে আলো, ছিল শুধু রাত্রির গুমোট
ঈর্ষা-বিষ-বাষ্পে ভরা। হৃদয়ের স্পর্শে দেখি চেয়ে
উজ্জ্বল কুতুব তারা জ্বলে আজ সম্মুখে আমার
অকলঙ্ক দ্যুতিমান। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে
লুকালো বিবরে যত প্রবৃত্তির হিংস্র শ্বাপদেরা
মুহ্যমান সে আলোকে। ক্ষমা করো শত্রুর শত্রুরা।
আল্লার পিয়ারা বান্দা, নাও তুমি আজ তখ্‌ত ফিরে,
নাও শাহী বালাখান; দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে, নিয়ে যাও
বিক্ষত, বিভ্রান্ত জনে মানুষের মুক্তির মঞ্জিলে;
বন্ধু বলে ভাবো তাকে যে করেছে শত্রুতা জীবনে।

[হাতেম তা'য়ীর মাথায় তাজ পরিয়ে দিলেন]

শায়ের

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী—পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,—ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর॥

[যবনিকা]

www.pathagar.com

মুহূর্তের কবিতা

সময়–শাশ্বত, স্থির। শুধু এই খঞ্জন চপল
গতিমান মুহূর্তেরা খরস্রোতে উদ্দাম, অধীর
মৌসুমী পাখির মত দেখে এসে সমুদ্রের তীর,
সফেদ, জরদ, নীল বর্ণালিতে ভরে পৃথ্বিতল।

সন্ধ্যা গোধূলির রঙে জান্নাতের এই পাখি দল
জীবনের তপ্ত শ্বাসে, হৃদয়ের সান্নিধ্যে নিবিড়,
অচেনা আকাশ ছেড়ে পৃথিবীতে করে আসে ভিড়;
গেয়ে যায় মুক্তকণ্ঠে মৃত্যুহীন সঙ্গীত উচ্ছল।

মুহূর্তের এ কবিতা, মুহূর্তের এই কলতান
হয়তো পাবে না কণ্ঠে পরিপূর্ণ সে সুর সম্ভার,
হয়তো পাবে না খুঁজে সাফল্যের, পথের সন্ধান,–
সামান্য সঞ্চয় নিয়ে যে চেয়েছে সমুদ্রের পার;
তবু মনে রেখো তুমি নগণ্য এ ক্ষণিকের গান
মিনারের দম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলি কণিকার॥

মুহূর্তের গান

ভোলো যুগান্তের কথা, ভুলে যাও দীর্ঘ শতাব্দীর
খতিয়ান, কাম্য এ মুহূর্ত শুধু, মুহূর্তের গান
আকাশের রঙ নিয়ে দুই চোখে জাগুক অম্লান,
ঘাসের সবুজ শীষে জমে ওঠে যেমন শিশির।

অথবা উল্কার মত নিক্ষিপ্ত এ আকাশের তীর
উজ্জ্বল আলোকে তার জীবনের শোনে কলতান,
পারে না হাওয়ার স্তর কিম্বা কালো রাত্রির তুফান
রহস্যের পথে কোন বাধা দিতে সে পথ-যাত্রীর।

'কালের সুরাহি থেকে' ঝরে যাওয়া কণিকা এ সব
বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত গড়ে কত শতাব্দীর খেলাঘর,
নৈঃশব্দের বিয়াবানে করে কোটি কণ্ঠকে সরব,
ক্ষণিকের অবকাশে রেখে যায় রক্তিম স্বাক্ষর।
তারপর মিশে যায় কীটাণুর ক্ষীণ অবয়ব
কোন দিন, কোন খানে আর যার মেলে না খবর।

www.pathagar.com

দুর্লভ মুহূর্ত

এমন মুহূর্ত আসে এ জীবনে (হয়তো ক্বচিৎ
সে মুহূর্ত, তবু আসে, তবু ফিরে আসে)
যখন বিক্ষত মন ব্যথা কিংবা বিষণ্ন সন্ত্রাসে
পড়িতে চাহে না বাধা, ফিরে পেতে চায় না সম্বিৎ?

ফিরে পায় তপ্ত বক্ষে যে মুহূর্তে হারানো সঙ্গীত
আকাশের, বাতাসের,—শিশির ঝরানো ঘাসে ঘাসে,
সমুদ্রের হৃদপিণ্ডে অথবা প্রিয়ার বাহুপাশে
প্রাণের মূর্ছনা মেশা জীবনের আশ্চর্য ইঙ্গিত।

জন্ম নেয় কবিতার রক্তদল তখনি জীবনে,
—যে কবিতা মিশে আছে পৃথিবীর অরণ্যে, পাহাড়ে,
যে কবিতা অর্ধস্ফুট গোলাবের পাত্রে সংগোপনে
সুরভি প্রশ্বাসে আর বিগত রাত্রির অশ্রুধারে,
শিশির;—প্রকাশ যার নিজেরে হারায়ে বারে বারে
কাঁদিয়াছে বহু বর্ষ অন্ধকার মাটির বন্ধনে।

কবিতার প্রতি

আর একবার তুমি খুলে দাও ঝরোকা তোমার,
আসুক তারার আলো চিন্তার জটিল ঊর্ণাজালে,
যে মন বিক্ষত, আজ জাগুক তোমার ছন্দে তালে
এখানে সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এস একবার।

পৃথিবীর প্রয়োজন করিনি কখনো অস্বীকার,
তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়,
যে পারে সহজে নিতে আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়
সংগ্রামের পথ রুদ্ধ কোন দিন হয় না তো তার।

আরক্তিম গোলাবের পাপড়িতে, গোধূলি ধূসর
হৃদয়ে জাগে যে স্বপ্ন, যে স্বপ্ন শিশুর মুগ্ধ চোখে,
তারুণ্যের কলগানে প্রতিক্ষণে যে স্বপ্ন সুন্দর
জাগায় রোমাঞ্চ তার অফুরন্ত প্রাণের ঝলকে

যে স্বপ্ন বিভ্রান্ত মনে মোহমায়া আনে নিরন্তর
সে স্বপ্ন নামুক এই পথ-শ্রান্ত গোধূলি আলোকে॥

www.pathagar.com

কোকিল

বসন্তের গীতিকার কোকিল, বনের মুক্ত সুরে
খেলা করে, উচ্ছল আনন্দে তার নওবাহারের
জেগে ওঠে পূর্ণ রূপ, ছিটে পড়ে তারার হারের
সাতটি উজ্জ্বল তারা ডাক দেয় যখন বন্ধুরে।

নিপুণ শিল্পীর ডাকে অবিচ্ছিন্ন আসে ঘুরে ঘুরে
সুরের উজ্জ্বল পরী নিভৃত, নির্জন পাহাড়ের,
কখনো বা মৃদু স্বরে, কখনো বা দ্রুত লয়ে ফের
উজ্জ্বল ঝর্ণার মত মিশে যায় দূর হতে দূরে।

মিশে যায়, মিশে যায় উজ্জ্বল গানের সাত রঙ
মিশে যায় লঘু পায়ে আকাশের ঝিলিমিলি খুলে,
অরণ্যের অন্তরালে বাজে তবু অলক্ষ্য সারং;
আকাশ, মাটির টানে সুরের বন্যায় ওঠে দুলে।
সে সুর আমার নাই, সে আনন্দ হারায়েছি কবে,
জানি না; বিভ্রান্ত মন জাগে তবু কোকিলের রবে॥

ঝড়

হাজার হাজার 'দেও' স্বাদ পেয়ে প্রমত্ত মুক্তির
বঙ্গোপসাগর ছেড়ে চলেছে সুদূর পরীস্তানে;
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব বিচ্ছুরিত বজ্রে ও তুফানে
মুহূর্তে ঘোষণা করে মুক্তি বার্তা সহস্র বন্দীর।
উড়ে যায় ঝরা পাতা, বালু-বক্ষ মেঘনার তীর
বুক পেতে নেয় সেই মৃত্যু-সুকঠিন নির্মমতা,
নিমেষে নিঃশেষ হয় শীত-বসন্তের নির্জনতা
(শিথিল হয়েছে আজ সুলেমান নবীর জিঞ্জির)।

মুক্তি পেল ওরা আজ, মুক্তি পেল সমুদ্র নিতল
নিষ্প্রাণ সুষুপ্তি ছেড়ে অগ্নি আর বাষ্পের উচ্ছাসে,
বৈশাখের মেঘে মেঘে, প্রান্তরের উন্মুক্ত আকাশে
দুর্জয় : দুর্বার : দৃঢ় (ঝরে গেছে সকল শৃংখল)।
সম্মুখে চলার পথে ওরা পিষে যাবে সমতল,
অরণ্য, শহর, গ্রাম মঞ্জিলের একাগ্র আশ্বাসে॥

www.pathagar.com

বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ

বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ এ রাতেও উঠেছে তেমনি
যেমন সে উঠেছিল হাজার বছর আগেকার
বৃষ্টি-ধোওয়া আসমানে। সে রাত্রির অস্ফুট ব্যথার
মৃদু স্বর আছে এ আকাশে। সেই ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
আমার মনের তারে বেজে ওঠে আপনা আপনি,
শ্রাবণ মেঘের মাঝে ডুবে যায় চাঁদ যতবার;
যতবার ভেসে ওঠে। দূরে এক অস্পষ্ট মাজার
শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে জাগায় ব্যথার আবেষ্টনী।

হাজার বছর পরে এই চাঁদ বিষণ্ন বর্ষার
ব'য়ে নিয়ে যাবে স্মৃতি জনপদে বেদনা-মন্থর;
অস্পষ্ট ছায়ার মত, যেখানে এ রাত্রির দুয়ার,
খুলে দেবে অন্ধকারে জীবনের বিস্মৃত প্রহর;
বৃষ্টি ধোওয়া আসমানে জাগাবে সে এই ক্লান্ত স্বর;
হাজার বছর পরে একবার, শুধু একবার॥

ক্লান্তি

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হ'য়ে আছে বেদনায়,
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখি একা আর ফেরে না বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।
যখন সকল সুর থেমে যায়, তারা-রা হারায়,
নিভে যায় অনুভূতি—আঘাতে, কঠিন প্রতিঘাতে,
নিস্পন্দ নিঃসাড় হয়ে থাকে পাখি, পায় না পাখাতে
সমুদ্রপারের ঝড় ক্ষিপ্রগতি নিশান্ত হাওয়ায়।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে পাখির মত এ হৃদয়
রক্তক্ষরা। ভারগ্রস্ত এ জীবন আজ ফিরে চায়
প্রাণের মূর্ছনা আর নবতর সৃষ্টির বিস্ময়,
উদ্দাম অবাধ গতি, বজ্রবেগ প্রমুক্ত হাওয়ায়;
অথচ এখানে এই মৃত্যু-স্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়
রুদ্ধ আবেষ্টনে আজ লুপ্ত হয় সকল সঞ্চয়॥

www.pathagar.com

পরিচিতি

যখন দু'খানা ট্রেন মুখোমুখি হ'তে না হ'তেই
নিমেষে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় যে যার নিজের
পথে,—তখনি তোমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে ফের
অনেক অস্পষ্ট ছায়া মুখচ্ছবি—তবু দেখা নেই।
সমান্তরাল রেলে পাশাপাশি সে এক মাঠেই
কখন হল যে দেখা (যে হিসাব সন তারিখের
কি লাভ সে দিনটাকে টেনে এনে) তবু সময়ের
জের টেনে চলি, যাকে ভোলা যেতো অতি সহজেই।

আবার কখনো যদি দেখা হয়, কিংবা ফিরে আসি
সমস্ত অস্পষ্ট মুখ জাগবে কি মনের শার্শিতে,
এতকাল জেগে আছে গোধূলির অস্পষ্ট আর্শিতে
যে সব কথার দীপ্তি, ভুলে যাওয়া আনন্দের রাশি
উঠ্‌বে কি জেগে তা'রা এক দিন যেমন চকিতে
সমান্তরাল পথে উঠেছিল ফুটে পাশাপাশি॥

ময়নামতীর মাঠে/ এক

মাঠের সীমান্তে ঘেঁষে যেখানে প্রাচীন ঝাউগাছ
(নির্জন পথের ফৌজ) বাতাসের শোনে দীর্ঘশ্বাস,
যেখানে সমস্ত দিন নদীতীরে খঞ্জনের নাচ,
যেখানে মাটির কান্না সারাক্ষণ কাঁদায় আকাশ;...
সেখানে অনেক রাতে ঝাউশাখে ঘোড়া বেঁধে রেখে
জ্বিনের শা'জাদা নামে ময়নামতির ফাঁকে মাঠে।
উজ্জ্বল আগুনরঙ শা'জাদার (জানে না অনেকে)
কি যেন খোঁজে সে একা অন্ধকারে কুঞ্চিত ললাটে!

ঝাউ ডালে বাঁধা ঘোড়া অসহিষ্ণু মেঘের মতন
ঘুমন্ত মাঠের বুক হ্রেষা রবে কাঁপায়ে কখনো
(আলেয়ার শিখা জ্বলে নাসারন্ধ্রে)! শা'জাদা উন্মন
দীউয়ানার হালে ঘোরে (দেখেছে প্রবীণ বৃদ্ধ কোন)।
জমাট আঁধার যেই চিড় খায় মোরগের ডাকে
ঘোড়ার সওয়ার হ'য়ে মিশে যায় সে রাতের বাঁকে॥

www.pathagar.com

ময়নামতীর মাঠে/ দুই

অমা অন্ধকার কালো ঝ'ড়ো রাতে দুরন্ত দুর্বার
ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে ঝড়-গতি মাঠ থেকে মাঠে
ঘোরে সে ঘূর্ণীর মত; আকাশের নিরুদ্ধ কপাটে
দীউয়ানার আহাজারি প্রতিহত হয় বারম্বার।
আঁধারে যায় না দেখা, মনে হয় সে ঘোড়সওয়ার
কালো ঘোড়া নিয়ে তার খুঁজে ফেরে দিগদিগন্তর,
চাপ চাপ অন্ধকারে মিশে থাকে ঘোড়ার কেশর;
আতশী যন্ত্রণা শুধু অনুভব করা যায় তার।

ঝাউ শাখা ভেঙে পড়ে তার সেই আগ্নেয় প্রশ্বাসে!
সমস্ত মাঠের বুক বিক্ষত ঘোড়ার পদতলে
দলিত, মথিত, পিষ্ট! নামে আকাশের আঁখিজলে
কি সান্ত্বনা (শেষ হয়ে যায় ঝড় বৃষ্টির আশ্বাসে)!
এ কাহিনী পুরাতন, তবু বৃদ্ধ জয়ীফেরা বলে
কালবৈশাখীর রাতে সে ঘোড়সওয়ার ফিরে আসে॥

ময়নামতীর মাঠে/ তিন

অঘ্রাণে হিমের রাতে অনেকেই দেখেছে আবার
কাকজোছনার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে
শ্রান্ত সেই মুসাফির এসেছে সুদূর দেশ থেকে;
আমন ধানের মাঠে এনেছে লুকিয়ে গুলনার।
রাতের দু'চোখে ঝরে শবনম অশ্রুকণা তার,
পাশ দিয়ে বয়ে যায় মধুমতি নদী এঁকেবেঁকে
ব'য়ে যায় বহু দূরে, যায় না স্মৃতির চিহ্ন রেখে;
যে পথ এসেছে ফেলে তাকায় না সেই পথে আর।

তবুও সে তাকিয়ে থাকে প্রতীক্ষায় করে যে নির্ভর
আমন ধানের শীষে জাগে যার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা
যে চায় অশ্রুর বুকে জীবনের অর্থময় ভাষা,
মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে খোঁজে মুক্ত প্রাণের খবর,
দু'চোখে জড়ায় তার অঘ্রাণের হিমেল কুয়াশা,
ময়নামতীর মাঠে মেলে না তো প্রশ্নের উত্তর॥

www.pathagar.com

ময়নামতীর মাঠে/ চার

ময়নামতীর মাঠে এই খেলা চলে প্রতি রাতে,
ফিরে আসে প্রতি রাত্রে ভ্রাম্যমাণ জ্বিনের শা'জাদা!
কেন? তা বলে না কেউ (যে বলে সে বাঁচে না প্রভাতে)!
ইঙ্গিতে বুঝেছি শুধু মন যার দুধে ধোওয়া সাদা
কলমিলতার মত এ মাটির কন্যা যে কোমল
জ্বিনের শা'জাদা কভু ভুলেছিল তার কাল চোখে,
তখনো সে বোঝে নাই বুকে নিয়ে কি ব্যথা নিতল
অবেলায় ঝরে ফুল (কিংবা জ্বলে আতসী ঝলকে)।

আগ্নেয় প্রশ্বাসে তার সে ফুল নিমেষে ঝরে যায়,
উড়ে যায় বনপাখি ছায়া শুধু পড়ে থাকে তার।
ময়নামতীর মাঠে কাঁদে তাই রাত্রির হাওয়ায়
সে মন, ছায়ার সাথে খোঁজে মিল যে লুব্ধ কায়ার,
সে চায় বাঁচাতে এই পৃথিবীর আশা, ভালবাসা
ময়নামতীর মাঠে কাঁদে তার অতৃপ্ত পিপাসা॥

দীউয়ানা মদিনা

এখনো বিস্ময়ে শুনি কাহিনী দীউয়ানা মদীনার,
অজস্র ধানের শীষে ফিরে আসে যখন অঘ্রাণ
জীবনের সহচরী ডোলে তুলে রাখে সেই ধান,
প্রশান্তির তুলি মনে আঁকে ছবি উজ্জ্বল তারার।
এখনো দু'চোখে ভাসে ছবি সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার,
যখন ধানের গুছি পুঁতে দেয় স্বামী তার মাঠে,
গৃহকাজ শেষে নারী ভর দিয়ে একান্তে কপাটে
চেয়ে থাকে মাঠ পানে; শূন্য পথে মন ঘোরে তার।

একান্ত সহজ এই গ্রাম্য গাথা, গানের নায়িকা
আশ্চর্য সারল্যে তার এনে দেয় প্রশান্তি, আরাম,
কুটির বা গৃহাঙ্গনে দীপ্ত সেই চিরাগের শিখা
পূর্ণ ফসলের দিনে মনে প'ড়ে যায় যার নাম
(বিচ্ছেদ ব্যথায় জ্বলে বুকে যার সুতীব্র দাহিকা);
কবরের অন্ধকার ঢাকে চিত্র নয়নাভিরাম॥

www.pathagar.com

হাতঘড়ি/এক

রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে নেমে এল দিনের প্রস্বর
অপূর্ব সুষমা-দীপ্ত সূর্যের সোনালী তন্ত্র বেয়ে;
আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা নিয়ে নিমেষে ফেলিল বন ছেয়ে;
শেষ হ'ল অন্ধকার! এল দিন—সূর্যের স্বাক্ষর!

এখন পৃথিবী এই আর নয় নৈঃশব্দ্যের ঘর,
পাখিরা চলেছে উড়ে সুদূর মাঠের ডাক শুনে
খুঁটে নিতে দানাপানি (জীবনের প্রদীপ্ত আগুনে
উৎসাহী)—আকাশ নীলে ওরা পক্ষে ক'রেছে নির্ভর।

তবু এক অন্ধকার জেগে আছে দুচোখে আমার,
সে আঁধার কত কালো, কত গাঢ় তুমি তা জানো না
(জটিল চিন্তার মত সে আঁধার তিক্ত বেদনার
ফরহাদের তিক্ত মনে—এঁকে দেয় মরণ যন্ত্রণা)!
মৃত্যু কি বিস্মৃতি আনে? এ জীবন দেয় কি সান্ত্বনা
পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে, সংশয়িত দিন কাটে যার॥

হাতঘড়ি/দুই

ডায়ালের বাঁকা পথে ছুটে চলে এ ঘড়ির কাঁটা
দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত সময়ের মসৃণ উপলে
আঁধারে হরফে তার আকাঙ্ক্ষার রেডিয়াম জ্বলে,
জানে না সে পাবে খুঁজে জীবনের কোন পারঘাটা!
কত নদী মিশে গেছে, মুছে গেছে কত পায়ে হাঁটা
পথ এ প্রান্তরে;—জানে না সে। জানে না, তবুও চলে
ডায়ালের বাঁকা পথে রেখাঙ্কিত এই সমতলে;
বোঝেনি সে কোন দিন কতটুকু তার পুঁজিপাটা।

তবু চলে, তবু চলে অবিচ্ছিন্ন গতির প্রবাহে,
আলো আঁধারের স্রোতে রেখে যায় বিচ্ছিন্ন স্বাক্ষর।
যান্ত্রিক চলার তালে কখন কুশলী কারিগর
প্রেরণা জোগায় তার তাপদগ্ধ পথের প্রদাহে;
জানে না সে। ছেড়ে যায় দ্রুত বেগে মুহূর্তের ঘর
ভ্রান্ত অহমিকা নিয়ে এ জীবন-মৃত্যুর উদ্বাহে॥

www.pathagar.com

গোধূলি সন্ধ্যার সুর

গোধূলি, সন্ধ্যার সুর মিশে গেছে, আর জাফরানের
লাবণ্য, সুরভি শেষ ফাল্গুনের তারুণ্যের সাথে,
মেলে না নিশানা কোন মুহূর্তের শিল্পীর, শিল্পের;
প্রাণের সঞ্চয় তবু খোঁজে মন রাত্রির বাসাতে।
শাহী দৌলতের চিহ্ন অরক্ষিত, সে আজ কুড়ায়
সময়ের উপহাস,–বিবর্ণ, কঙ্কালসার দেহে,
দম্ভ, অহমিকা যত লেখা ছিল মিনার চূড়ায়
মিলায়েছে সব তার–অন্ধকার মরণের গেহে।

জেগে আছে নির্নিমেষ শুধু এক অন্তহীন কাল,
সুনিপুণ দৃষ্টি মেলে করে যায় মূল্য-বিচার,
ইঙ্গিতে লুটায় যার বনস্পতি অরণ্যে বিশাল;
সামান্য তৃণের সাথে ভাগ্যলিপি লেখা হয় তার।
আশ্চর্য এ মাঠে তবু শুনি আজও সেইসব নাম
কালের বিচারে যা'রা মূল্যবান কিংবা পেল দাম॥

ফেরদৌসী

আদিম অরণ্যে আর আদিম সমুদ্রে যত সুর
সম্মিলিতভাবে ওঠে নভঃনীলে বজ্রের নিঃস্বনে
দিয়ে যায় পরিচয় শংকাহারা কুণ্ঠহীন মনে
পাড়ি দেয় শিলাপথ, জনপদ, অরণ্য বন্ধুর,
জেগেছে তোমার কাব্যে তত সুর–আবেগ অশ্রুর,
বিচিত্র চরিত্র যত প্রাণবন্ত ছন্দের বন্ধনে
দিয়ে গেছে পরিচয় শংকাহারা কুণ্ঠাহীন মনে;
দেখেছে, জেনেছে মূল্য জীবনের অথবা মৃত্যুর।

শতাব্দীর অন্ধকার দীর্ণ করি' তাই জেগে আছে
তোমার মহৎ কাব্য অম্লান আভায় জীবনের,
মিশেছে তাজ ও তখ্‌ত কায়কোবাদ, কায়কাউসের
তোমার অরণ্য তবু সজীব, শ্যামল চারাগাছে,
তোমার প্রতিভা-দীপ্তি মানে নাই শতাব্দীর ঘের
আজো সে বিলায় দ্যুতি দূরতম নক্ষত্রের কাছে॥

www.pathagar.com

রুমী

সে মহা সমুদ্র এক অতলান্ত...বিশ্রাম আশায়
পথিক তরঙ্গ যত বারে বারে আসে যার বুকে
দূর দূরান্তর হ'তে মুক্ত জীবনের প্রত্যাশায়;
আত্মার পাথেয় নিয়ে ছুটে যায় আবার সম্মুখে।
অথবা বোরাক যেন এই মহা সমুদ্রের স্রোতে
দাঁড়ায় মুহূর্ত কাল তারপর বিদ্যুতের মত
পাখা মেলে মুক্ত নীলে পরিপূর্ণ সত্যের আলোতে;
অতলান্ত সিন্ধু স্রোত বয়ে যায় শুধু অবিরত।

সত্যের নিগূঢ় বার্তা প্রাণকেন্দ্রে যার সংগোপন
(দুস্তর তরঙ্গ ঊর্ধ্বে, মর্মে তার মোতির ভাণ্ডার),
মানেনি, মানে না মানা সত্যাশ্রয়ী,--মিথ্যার বন্ধন;
খুলে দেয় প্রয়াসীকে অফুরন্ত রহস্যের দ্বার।
রেখে যায় প্রাণ তার ফোরকান পাহ্লবী জবানে
(মস্নবী অমর কাব্য লেখা এই দুনিয়া জাহানে)॥

জামী

অনির্বাণ সে আলোক, জ্বলে যে রাত্রির শামাদানে
অতন্দ্র সহস্র দীপ জ্বেলে যায় প্রাণাগ্নিতে তার,
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে যে ঘুচায় রাত্রির আঁধার
সত্যান্বেষী প্রাণ যার ঘূর্ণিঝড়ে, রাত্রির তুফানে
তুমি সে প্রেমিক সুফী, নিষ্কম্প প্রাণের প্রতিদানে
জাগায়েছো এ মাটিতে রশ্মিকণা নবী মুস্তফার
(যে আলোকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি আর সমাজ সত্তার
পূর্ণাঙ্গ জামাত চলে সুসম্পূর্ণ সত্যের সন্ধানে)।

তোমার গানের সুরে মুগ্ধ আজ অসংখ্য হৃদয়
জেনে গেছে 'মুহম্মদ মুখবন্ধ এ বিশ্বগ্রন্থের'
দেখে গেছে মুগ্ধ চোখে সৌন্দর্যের সমুজ্জ্বল পথ।
প্রেমিক আশিক তুমি অফুরন্ত তোমার সঞ্চয়
ভাবের সমুদ্র থেকে দিল এনে বাণী এ সত্যের,
দীপ্ত তুমি কাব্যালোকে, তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত॥

www.pathagar.com

সাদী

'সৌন্দর্যের সাথে জ্ঞান' মিশে আছে যেখানে, সাদীর
দেখা পাবে সেখানেই, কেননা যে গোলাবের মূলে
লালিত, সুরভি তার সকল হাওয়ায় ওঠে দুলে;
অতিক্রম ক'রে যায় অনায়াসে বাধা শতাব্দীর।
উজ্জ্বল কুতুব তারা অন্ধকারে সঘন রাত্রির
যাত্রীকে দেখায় পথ যখনি সে চলে দিশা ভুলে;
প্রান্তরে বা বিয়াবনে অন্তহীন সমুদ্রে,—অকূলে;
তখনি তো রোশনি তার দীর্ণ করে রাত্রির তিমির।

সব মৌসুমের শস্য তুলে নিল যে তার ভাণ্ডারে,
বিশ্বের গুলিস্তাঁ থেকে কুড়ালো যে ফুলের ফসল
জ্ঞানী সে, মরমী জন, প্রেমপন্থী;...সে চির উজ্জ্বল
নিঃস্বার্থ সেবায় ত্যাগে সংখ্যাহীন প্রাণের দুয়ারে।
প্রেমে ও প্রজ্ঞায় ধীর চায়নি সে খোলস কেবল;
পেয়েছে হৃদয়ে ঠাঁট জানি তাই এ বিশ্ব সংসারে॥

হাফিজ

বোখারা, সমরকন্দ বিকালো যে গালের তিলের
বদলে, ভাবের সাথে দেখালো যে ভাষার মিলন,
শা'নজরের শেষে 'নব বর-বধূর যেমন
পরিপূর্ণ সম্মিলন'—তনু, মন, মুগ্ধ হৃদয়ের,
প্রেমপন্থী সেই কবি জেগেছিল ভাগ্যে ইরানের,
মৃত্যুহীন বুলবুল ক'রেছিল মুখর কানন,
রুকনাবাদের পথ শুনেছিল যে কল কূজন;
সে গীতিকা ঠাঁই পেল তৃষ্ণাতপ্ত প্রাণে জাহানের।

অমর গীতিকা সেই—হাফিজের দীউয়ান, গজল,
ভোরের শিশির দীপ্ত, দীপ্যমান রাত্রির তিমিরে
অথবা ঐশ্বর্য সেই আলোকের;—আকাশ নীলার।
এখনো শোনে সে গান হাসি-অশ্রু-আনন্দ সজল
পথশ্রান্ত প্রাণ যত,—তাপদগ্ধ সময়ের তীরে
যেমন পথিক ভোলে কলোচ্ছ্বাসে উচ্ছল ঝর্ণার॥

www.pathagar.com

মোতিঝিল

অর্ধস্ফুট কুয়াশায় মোতিঝিল—পথের মঞ্জিল
মনে হল সারি বাঁধা খেলাঘর র'য়েছে সাজানো,
উজ্জ্বল ছিল যে দিনে এখন সে স্বপ্ন-ছায়া-ম্লান
রাত্রির কিনারে এসে অকস্মাৎ আচ্ছন্ন; নিমীল।

এখানে চলন্ত স্রোত থেমে গেছে, দিনের মিছিল
এখানে ভুলেছে গতি নীড় রচনার প্রত্যাশায়,
ঘুমের খবর নিয়ে রাত্রি নামে মন্থর হাওয়ায়
বাধাবন্ধহীন; তবু জিজ্ঞাসায় সংশয়-সর্পিল।

শীতের পাখির মতো এলো যারা অচেনা প্রান্তরে
হয়তো ভুলেছে তা'রা ফেলে আসা অরণ্যের ডাক,
সন্ধ্যার পাখার নীচে মুখ গুঁজে রয়েছে নির্বাক!
সংক্ষিপ্ত সময়! তাই বালুচরে অথবা শহরে
চৈত্রতপ্ত দিনে যা'রা বেঁধেছিল একদা মৌচাক
উড়ে যায় তারা আজ বহু দূর পথে বনান্তরে॥

সোনারগাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি

এখনো সোনারগাঁও জেগে আছে সেই স্মৃতি নিয়ে
ইরানের মিছরিদানা নেমেছিল এ মাঠে যে দিন,
এসেছিল বুলবুল সে খুশীর পয়গাম জানিয়ে;
চম্পার মদির স্বপ্নে জেগেছিল আনন্দ রঙিন।

নার্গিস, গোলাব আর জাফরানের দূর দেশ থেকে
হাফিজের সওগাত এসেছিল ফাল্গুন বীণায়,
দোয়েল, শ্যামার সাথে বুলবুল উঠেছিল ডেকে
চামেলি, যূথীর বনে, কেতকীর নিবিড় ছায়ায়।

সে দিনের সে আনন্দ,—পরিপূর্ণ চাঁদ পূর্ণিমার
গুমোট দিনের শেষে প্রতীক্ষিত অতিথির মত
শ্যামল নদীর দেশে এনেছিল সুরের জোয়ার;
মেলেছিল বৃন্তে দল ছিল যারা ভার অবনত!

হারানো দিনের স্মৃতি : হাসি-অশ্রু-আনন্দ-সজল
পদ্মা মেঘনার দেশে জাগে আজও ইরানী গজল॥

www.pathagar.com

নদীর দেশ

পদ্মা, মেঘনার দেশ; চিত্রা, হেনা, তিতাসের দেশ
—যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ আর
গোমতী, যমুনা, তিস্তা, মধুমতি, হরিণ-ঘাটার
বহমান গতিস্রোত খুঁজে ফেরে পূর্ণতা অশেষ;
অসংখ্য নদী ও নদে যে দেশের মাঝি নিরুদ্দেশ
গেয়ে যায় ভাটিয়ালী, স্বপ্নে দেখে যে দেশ আমার
সুপ্তোত্থিত, সাথে নিয়ে অভিজ্ঞান—মুঠো মৃত্তিকার
এসেছিল এ জমিনে একদা জালালী দরবেশ।

এ মাটিতে মিশে আছে আরবের সেই মাটি আর
একটি অদৃশ্য নদী বয়ে যায় মদিনা অবধি
লক্ষ কোটি উম্মতের অশ্রু-তপ্ত যার স্রোতোধারা
চলে দুর্নিবার, পথে থামে না সে বাধা পায় যদি
কত বাঁক পথ ঘুরে জানি না সে কোন্ সুর্মা নদী
মদীনার সাথে যোগ রাখিয়াছে এ পাক বাংলার॥

ধানের কবিতা

কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর
আটলাই, পাশপাই ধান—এ পাক বাংলার মাঠে মাঠে!
আউশ ধানের স্বপ্নে কিষাণের তপ্ত দিন কাটে;
আমনের বন্যা আনে ফসলের সম্পূর্ণ জোয়ার।
শোকর-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার
গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সা'ল, তিলক কাচারী,
বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর—মাঠের ঝিয়ারী
কৃষাণ-পল্লীতে আনে পরিপূর্ণ সুরের সম্ভার।

ধান, ধান, ধান শুধু, এ ধানের স্বপ্নে দিন গোনে
মাঠের মানুষ যত! ফাল্গুনে জমিন ক'রে চাষ,
বৈশাখে ছড়ায়ে বীজ প্রতীক্ষায় থাকে দীর্ঘমাস,
কখনো শংকিত চিত্ত উত্তরের ঝড়ে ও প্লাবনে,
কখনো শিশির-ঝরা ভোরে পেয়ে সুরভি আশ্বাস
অজস্র ধানের শীষে; এই পাক বাংলার অঙ্গনে॥

www.pathagar.com

সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত

অন্ধকার আজদাহার বেষ্টনীতে প্রাণী ও প্রাণের
সাড়া নেই। এখানে জালালাবাদে দেখি এসে
হিম-সিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে
সমস্ত আলোকরশ্মি পৃথিবীর সকল পথের।
ইরানী ছুরির মত তীক্ষ্ণধার হাওয়া উত্তরের
বিদ্ধ হয় অনাবৃত তরু শীর্ষে, নিমেষে নিমেষে
তারি স্পর্শ পাই শূন্য প্লাটফর্মে; মাঘ রাত্রি শেষে
সুপ্তিমগ্ন জনপ্রাণী এখন সিলেট শহরের।

বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ঝিল্লিও নীরব, পাখিদের
বাসায় নিঃসাড় ঘুম (মৃত্যু নেমে আসে ছদ্মবেশে
পৌত্তলিক অন্ধকারে), সাড়া নাই মুক্ত জীবনের;
মৌন প্রতীক্ষায় ধরা মর্মরিয়া ওঠে তবু ক্লেশে।
তারপর কি আশ্চর্য দেখি চেয়ে প্রতীক্ষার শেষে
প্রশান্ত প্রভাত নামে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি দরবেশের॥

শাহ্ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে

অসমাপ্ত পুঁথি দেখে সুমহান 'আমীর হামজার'
বিস্ময়ে তাকালে শুধু নির্নিমেষ, নির্বাক শায়ের;
অজানা দরিয়া তীরে স্রোতবেগ দেখে সমুদ্রের
যেমন বিস্মৃত দৃষ্টি জেগে ওঠে দু'চোখে মাল্লার।

অথবা কিম্মতি মালা দেখে ঢের অচেনা মুক্তার
জহুরী তাকায়ে থাকে যেমন সম্ভ্রমে, সবিস্ময়ে,
তেমনি বিস্মিত কবি তাকালো সে কাব্যের নিলয়ে;
কল্পনার নভে তার চিত্ত হ'ল পলকে সওয়ার।

কিভাবে তাঞ্জার গড় ছেড়ে বীর আমীর জাহান
পৌঁছান মঞ্জিল রাহা পার হ'য়ে দামেস্ক শহরে
(যেখানে হোমুম বাদশা শাহী চালে বাদশাই করে
চার পাশ ঘিরে যার দুনিয়ার সেরা পাহ্লোয়ান),
কিভাবে জেহাদী বীর সে মুলুকে ফিরে ফতে পান
ভাবিল নবীন কবি এক মনে একাগ্র অন্তরে॥

www.pathagar.com

পুঁথির আসর

যখন হিমেল হাওয়া আনে ব'য়ে স্বপ্ন কুয়াশার
পুঁথির জগতে ঘোরে রসান্বেষী কৃষাণের প্রাণ,
দূর সফরের পথে যেন সে নাবিক ভ্রাম্যমাণ
জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান, আমীর হামজার
কাহিনীতে পায় খুঁজে রহস্যের নিরুদ্ধ দুয়ার,
হাতেম তা'য়ীর সাথে হাম্মামের করে সে সন্ধান,
তাহ্‌মিনা, শাহেরজাদী জাগে তার সম্মুখে অম্লান
পুঁথির আসরে ফের নামে রাত্রি আলিফ লায়লার।

আশ্চর্য সে স্বপ্ন কথা—মাটিতে যে রাখে দৃঢ় মূল
অথচ অথৈ শূন্যে ওড়ে সিয়া মোরগের মত
কল্পনা—উন্মুক্ত পক্ষ! তাই তার হ'য়ে যায় ভুল
গণ্ডীবদ্ধ মাঠ, গ্রাম; এ জীবন দুঃখভারানত
পার হ'য়ে সে বিহঙ্গ, পাড়ি দিয়ে সময়ের কূল
উড়ে যায়, উড়ে যায়; ভারমুক্ত গতি অব্যাহত।

কাসাসুল আম্বিয়া

'কাসাসুল আম্বিয়া যে কেতাবের নাম।
নবী সকলের কথা যাহাতে তামাম॥

যখন বিভ্রান্ত প্রাণ বল্গাহীন তাজীতে সওয়ার
অস্তি বা নাস্তির প্রশ্নে বাড়ায় চিত্তের ব্যাকুলতা,
অথবা মৃত্যুর তীরে খোঁজে সে ক্ষণিক মাদকতা;
কাসাসুল আম্বিয়ায় পাই আমি সমাধান তার।
জানি সে সমুদ্র এক অন্তহীন, অশেষ, অপার,
তরঙ্গ সংঘাতে যার উদ্‌ঘাটিত নবীদের কথা,
আদমের সৃষ্টি থেকে মানুষের ধারাবাহিকতা
উত্থান-পতন-দ্বন্দ্বে পাই না সে রহস্যের পার।
কখনো জান্নাত ছেড়ে আসি নেমে কঠিন মাটিতে,
কখনো বা মনে হয় জিন্দেগানি নির্দয়, নির্মম,
অগ্নিকুণ্ডে জাগি আমি কখনো বা পুষ্পল হাসিতে,
কখনো বা পার হই অতলান্ত প্লাবন বিষম!
মানুষের ঊর্ধ্বগতি আঁকি মনে কল্পনা তুলিতে
(যে উচ্চতা জিব্রাইল করিতে পারেনি অতিক্রম)॥

www.pathagar.com

শাহ্‌নামা

'মহাম্মদ খাতের কহে এলাহি ভাবিয়া
কেচ্ছা লিখি শাহ্‌নামা কেতাব দেখিয়া॥'

অনেক অচেনা রাজ্য, রাজধানী কিংবা জনপদ
পার হ'য় খরস্রোতা যে নদী সমুদ্র নীলে মেশে,
উদ্দাম নদীতে সেই,—যার পথে প্রতিটি নিমেষে
বজ্রের আওয়াজ আর সংখ্যাহীন অচেনা বিপদ,
এ মহাকাব্যের বুকে তেমনি অসংখ্য নদী, নদ
সময়ের খরস্রোতে মিশে গেছে নিভৃতে নিঃশেষে
(অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, লোভ, অহমিকা ব্যর্থতার দেশে
মিশে গেছে;...মিশে গেছে পানপাত্র, পেয়ালার মদ)।

জামশীদ দেখেছে ধ্বংস, অপমৃত্যু দেখেছে জোহাক,
রুস্তমের অহমিকা আত্মঘাতি নিজের খঞ্জরে
দেখেছে জীবনপথে বিদ্ধ তার নিজের পঞ্জরে,
অসমাপ্ত জীবনের মধ্যদিনে মরণের ডাক
শুনে গেছে অত্যাচারী অতর্কিতে মৃত্যুর গহ্বরে
(নির্নিমেষ কাল শুধু দেখেছে যা নির্মম নির্বাক)॥

আলিফ লায়লা

'উজির জাদীর মুখে শুনিতে কাহিনী
প্রভাত হইয়া গেল হাজার যামিনী॥'

আশ্চর্য কাহিনী সেই, হাজার রাত্রির যত কথা
(শুনেছিল সবিস্ময়ে একদা যা মুগ্ধ শাহ্‌রিয়ার)
পুঁথির আসরে আজও লক্ষ প্রাণে আনে তা জোয়ার
সংখ্যাহীন মনে আজও দোলা দেয় সেই কথকতা।
ফেরাতে উদভ্রান্ত চিত্ত শাহেরজাদীর ব্যাকুলতা
জেগে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে মুশ্‌তারি তারার
(সে আলোকে দেখি আমি লাস্য লীলা, কখনো দুর্বার
প্রবৃত্তির বন্যাবেগে জীবনের আদিম মত্ততা)।

কাহিনীর খরস্রোতে এ প্রাণ যেমন সিন্দ্‌বাদ
সাত সফরের পথে ঘোরে এক অজানা বিস্ময়ে
আনন্দে, বিষাদে আর রোমাঞ্চিত অকল্পিত ভয়ে
জীবনের অভিজ্ঞতা পায় খুঁজে মধুর...বিস্বাদ...
আনন্দে বিষাদে ঘেরা এ জীবন জয়ে পরাজয়ে
বিগত রাত্রির সেই পানপাত্রে করে রসাস্বাদ॥

www.pathagar.com

চাহার দরবেশ

'যে বাগানে মেওয়া নাই মিছা সেই বাগ॥'

যেখানে মশাল ঘিরে ছিল জেগে চার দরবেশ
জনশূন্য গোরস্তানে, ভয়াবহ রাত্রির ছায়ায়
পাথরের মূর্তি চার নির্বিকার! প্রচণ্ড হাওয়ায়
নিঃসঙ্গ মশাল তবু ছিল জেগে দৃষ্টি নির্নিমেষ
যেন সে কুতুব তারা (চার পাশে তমিস্রার দেশ
অথবা দরিয়া যেন অতলান্ত, যেখানে মিলায়
সম্পূর্ণ অচেনা দূরে কিশতি, যাত্রী খেলনার প্রায়
যেখানে মৃত্যুর মত জাগে শুধু আশংকা অশেষ)।

সেখানে আজাদ বখ্‌ত গেল একা নির্জন মাজারে
ফকিরের দোওয়া-প্রার্থী (বক্ষে নাই সুরের কিঙ্কিনী;
নিঃসীম প্রান্তরে নাই রাত্রি-জাগা ঝিল্লীর শিঞ্জিনী
ঝঞ্ঝার প্রশ্বাস শুধু ছুটে চলে দুস্তর কান্তারে)।
চার দরবেশের কথা শুনিল সে যখন, আঁধারে
মনে হ'ল এ জীবন ঝড়-ক্ষুব্ধ রাত্রির কাহিনী॥

কবির প্রতি

বজ্র বিদ্যুতের বাসা যে আকাশ, তুমি সে আকাশে
সহজে নিয়েছ তুলি পাদপিষ্ট ধূলিকণিকারে,
তারার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত মহিমায় সাজায়েছ তারে
যে সত্তা অপরাজেয় তারে মূর্ত ক'রেছ বিশ্বাসে।
সংকট সংঘাত দ্বন্দ্বে শর্বরীর ঘনতম ত্রাসে
তোমার উদ্দীপ্ত বাণী ফিরিয়া এসেছে বারেবারে
যেমন প্রভাতসূর্য ফিরে আসে ঘন অন্ধকারে
যেমন পবিত্র আত্মা জিব্রাইল একা নেমে আসে।

অন্তহীন আকাশের ঘন নীল শামিয়ানা ছিঁড়ে
পাখার আঘাতে তার দুই পাশে তারকা ছিটায়ে
নেমে আসে, নেমে আসে হৃদয়ের ক্লান্ত হিমচ্ছায়ে;
অপূর্ব আনন্দ বার্তা নিয়ে তার সঙ্গীতের মীড়ে
মৃত্যু সমাকীর্ণ পথে জীবনের আনন্দ বিছায়ে
(অগণ্য বিহঙ্গশিশু যে সঙ্গীতে জেগে ওঠে নীড়ে)॥

www.pathagar.com

সাম্পান মাঝির গান/এক

যেখানে লবণ-গন্ধী সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়ায়,
দুর্বার তরঙ্গ ওঠে—হিংস্র, তীক্ষ্ণ ফণা আজদাহার,
যেখানে আকাশ ছোঁয়া মৃত্যু ক্ষুব্ধ দিগন্ত কিনার,
উজ্জ্বল পৃথিবী দূরে মিশে যায় অস্পষ্ট ছায়ায়
সেখানে সাম্পান মাঝি শংকাহীন সংগ্রামী সত্তায়
তরঙ্গে তুফানে তীব্র দোল খেয়ে হ'য়ে যায় পার,
নির্ভীক সেনানী সেই দরিয়ার নিঃশঙ্ক সওয়ার;
তারপর ফিরে আসে কর্ণফুলী নদী মোহনায়।

সাম্পান মাঝির কণ্ঠে দীপ্ত হয় জীবনের গান
মাটির, মাঠের বুকে সে মুহূর্তে উজ্জ্বল, মধুর,
তরঙ্গিত সমুদ্রের আশ্চর্য সজীব কলতান
বন্দরের পথে এসে খুঁজে পায় মৃত্তিকার সুর,
কখনো স্বপ্নালু আর কখনো বা বেদনা বিধূর
পরিচিত পৃথিবীর বুকে স্থির, উজ্জ্বল, অম্লান॥

সন্ধ্যাতারা

আমার গোধূলি স্বপ্নে আছো তুমি অযুত বৎসর
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা জেগে আছো নিভৃতে একাকী!
যখন রাত্রির তীরে ফিরে যায় নীড়ে শ্রান্ত পাখি
তখন তোমাকে দেখে ঘন বন, সমুদ্র প্রান্তর।
আশ্চর্য বিভায় দীপ্ত কে জেনেছে তোমার খবর
অচেনা রহস্যময়ী; তবু আমি স্বপ্নছবি আঁকি
মেঘের নেকাব এসে ঢেকে ফেলে সমুজ্জ্বল আঁখি
(রহস্যের অন্তরালে জাগো একা নিঃসঙ্গ বাসর)।

রাঙা দুল্‌হিন তুমি ছুঁয়ে আছো আকাশ কিনার
উজ্জ্বল পরীর মত (বেশর হয় না প্রয়োজন),
অথবা আতশী রূপে পেয়েছো সে সৌন্দর্য সম্ভার
অম্লান, অক্ষয় হ'য়ে ঘিরেছে যা মানুষের মন;
হাজার শতাব্দী যাবে পথ চেয়ে এ ভাবে তোমার
একান্তে প্রতীক্ষমানা (বক্ষে নিয়ে বহ্নি অসহন)॥

www.pathagar.com

লোকসাহিত্যের নায়িকা

শিঙ্গার করিয়া বিবি বামে বান্ধে খোঁপা,
তার পরে তুলে দিল গন্ধরাজ চাঁপা॥

যে নারী শিঙ্গার শেষে গুঁজে দিতো গন্ধরাজ, চাঁপা,
বঙ্কিম খোঁপায়, কিম্বা কলহাস্যে সেহেলির সাথে
দাঁড়াতো অলিন্দে এসে কাল চুল নিয়ে 'পিঠ-ঝাঁপা'
পুঁথির নায়ক এলো তার দ্বারে দুরন্ত আশাতে।
লাস্য লীলা ছেড়ে নারী অস্ত্রে বর্মে সাজিল নিমেষে
(যোদ্ধৃবেশে অপরূপ দাঁড়ালো রূপসী সোনাভান)
বাজুর কুয়তে সেই অতুলন সুদূর বিদেশে
পারিল না জিনে নিতে বিজয়ী হানিফ পাহলোয়ান।

যুগ যুগান্তর ধরে এ কাহিনী বাসা বেঁধে আছে
রূপে রসে পরিপূর্ণ গণ-চিত্তে এ পাক-বাংলার,
সবুজ, সতেজ, স্নিগ্ধ জীবনের বহু চারা গাছে
বিহঙ্গ, বিহঙ্গী নামে কল্পনার পাখায় সওয়ার।
কাহিনীর পুরোভাগে নেমে আসে নায়িকা পুঁথির
কাল চুলে চাঁপা ফুল দীর্ণ করে রাত্রির তিমির॥

রূপকথা

যদিও চাইনি আমি তবু সেই রূপকথা শোনো
সন্ধ্যার দৌরাত্ম্য আজও জেগে আছে আমার মনের
বাঁকাচোরা কুঠুরিতে, জেগে আছে মন পবনের
আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা আর আকাশে স্বপ্নের জাল বোনা।
পৃথিবীর কাঁটাঝোপ ক্রমাগত ক'রেছে বঞ্চনা,
সমস্যাসংকুল মাঠ সমস্যা করেছে আরও জমা,
তবু দেখি মরে নাই সে সন্ধ্যার ব্যাঙ্গমী ব্যাঙ্গমা;
এখনো হয়নি শেষ কো'কাফ মুলুকে আনাগোনা।
যেখানে রহস্য ঘন পাহাড়ের ঘুমন্ত ছায়ায়
ডালিমের ডাল ভরে ফুটে আছে উজ্জ্বল চিরাগ
বনানীর, যাদু তেলেস্‌মাত ঘেরা নীল বঞ্চনায়
যেখানে মৃত্যুর মুখে ফোটে জীবনের অনুরাগ;
কো'কাফ মুলুকে সেই জাগে আজও সন্ধ্যার হাওয়ায়
হুরের মতন কন্যা যৌবনে লাগেনি যার দাগ॥

www.pathagar.com

'তুমি জাগলে না'

রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমালো যে, সোনার কাঠির
স্পর্শে উঠলো সে জেগে!...শুধু তুমি, তুমি জাগলে না!
ডাক দিলে চম্পা ভোরে, ডেকে গেল রাতে হাস্‌নাহেনা,
শুধু জাগলে না তুমি : কাঁপলো না ঘুমের তিমির।

ঘাসের সবুজ শীষে জমা হ'ল উজ্জ্বল শিশির,
তুমি দেখলে না চেয়ে! হৃদয়ের, জীবনের দেনা
মিটেছে কি সব আজ? পরিচিত পৃথিবী অচেনা
মনে হয়? এ কী মাদকতা তীব্র এ কাল রাত্রির!

যে ঘুম নেশার মত সমাচ্ছন্ন করেছে তোমার
জাগ্রত চেতনা, বুদ্ধি...বিষ তার র'য়েছে ছড়ানো
সমস্ত সত্তায়, আর ক্লান্তি তার দু'চোখে জড়ানো
নিয়েছে সহজে ছেড়ে উচ্ছ্বসিত প্রাণের জোয়ার।
যদি কথা কও তুমি ঘুমঘোরে (জানো বা না জানো)
সে নয় আত্মার উক্তি; সে কেবল চিত্তের বিকার॥

একটি আধুনিক শহর

ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গণিকা
ভাগ্যবান অতিথিকে প্রতি ক্ষণে জানায় আহ্বান
অর্ধাবৃত তনু হতে ওঠে যার যৌবনের গান;
দিনে সে উদ্ধত আর সন্ধ্যায় উদগ্র সাহসিকা!
অজস্র ভোগের রাজ্যে জ্বলে তার বাসনার শিখা
(জাগায়ে ধমনী প্রান্তে উল্লাসের প্রমত্ত তুফান)!
নির্লজ্জ, লালসাতুর জাগে তার অপাঙ্গে অম্লান
সুতীব্র সম্ভোগ-লিপ্সা; প্রতি অঙ্গে যৌবন লিপিকা।

সর্বগ্রাসী সঞ্চয়ের লোভ আর বিলাস বাসনা
ক'রেছে উন্মত্ত তাকে, নাগিনীর মতো সে নিষ্ঠুর,
প্রেমের পাথেয় নাই, নাই প্রাণে বেদনা অশ্রুর,
মধ্য রাত্রে অতর্কিতে হয় না সে কখনো উন্মনা,
জাগে না কখনো মনে বিরহ বা বৈরাগ্যের সুর;
শাদ্দাদের কল্পলোকে সেই তন্বী নগ্ন, বিবসনা॥

www.pathagar.com

রক পাখি

যেখানে আকাশ জুড়ে ঊর্ধ্ব শূন্যে ওড়ে রক পাখি
ছায়া পড়ে পৃথিবীতে, ছায়া পড়ে দিগন্তে বিশাল,
যেখানে বিস্ময়ে শুধু দেখে চেয়ে অন্তহীন কাল;
সেখানে বিরাট সত্তা উড়ে যায় গতি-চিহ্ন আঁখি।
বিদ্যুতের মত বেগ, বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ আঁখি
অরণ্যে ও বিয়াবানে খুঁজে ফেরে বৃহৎ শিকার,
বজ্র বেগে হানা দিয়ে তুলে নেয় আহার্য ক্ষুধার
তারপর উড়ে যায়...দু'পাখার দুরন্ত বৈশাখী।

যে মহাকাব্যের মুক্ত বিহঙ্গম, পূর্ণ কল্পনার
সে এক আশ্চর্য সৃষ্টি, তা'কে ধরা যাবে না সহজে,
এসেছিল একদা যে জীবনের পরিপূর্ণ ভোজে
মহৎ সৃষ্টির শেষে মিলালো সে প্রান্তে নীলিমার!
এখানে বিস্ময়ে দেখি চিত্র শুধু ইতর সত্তার;
এ যুগের ধূর্ত কাক নর্দমার কৃমি কীট খোঁজে॥

মুক্তি স্বপ্ন

আমার বিশ্রান্ত মন ঈগলের উদ্দাম পাখায়
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে ভেঙে হতে চায় সুদূরে উধাও,
মন্থর নদীর স্রোতে ভাসমান এ ভাটির নাও
তীব্র আবর্তের মুখে যেতে চায় এ যুগ-সন্ধ্যায়।
মরণের মুখোমুখি এ দিনের বিষাক্ত হাওয়ায়,
দুর্বিষহ জিন্দেগানি, জীর্ণ প্রথা গতানুগতিক,
এবার আসুক মুক্তি প্রান্তরের কিংবা সামুদ্রিক
উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি পূর্ণ হোক কানায় কানায়।

দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে তাই জাগে সুর প্রার্থনার :
স্বর্ণ ঈগলের মত মুক্ত হোক এই বন্দী মন
আসুক পল্বলে ফিরে জীবনের বিপুল স্পন্দন
দীনতার সব গণ্ডী ভেঙে যাক প্রাণের জোয়ার;

সব ভ্রান্তি দূরে যাক, পুড়ে যাক মিথ্যার বন্ধন;
বলে যাব মুক্ত কণ্ঠে এ পৃথিবী তোমার আমার॥

www.pathagar.com

প্রত্যয়

ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রং জেগে আছে।
তোমার দু'চোখে নীল মেঘমুক্ত আকাশের আলো
আমার সত্তায় আজ নবতর বিস্ময় জাগালো,
জীবনের সব স্বপ্ন সংগোপনে দেখি চারাগাছে।

বিশাল সৃষ্টির বুকে কিংবা যুগ্ম তারকার নাচে
দ্বিধাহীন সে প্রত্যয় প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালালো,
দেখিনি যা এত দিন আকাশের সেই মুক্ত আলো
তূর পাহাড়ের দীপ্তি মনে হ'ল আজ মোর কাছে।

প্রত্যয়ের সূর্যালোকে অবকাশ নাই সংশয়ের,
শবে-বরাতের রাতে জ্বলে সে নিষ্কম্প শামাদানে,
কিংবা চলে বিয়াবানে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সন্ধানে,
মুসা কালীমের মত সহযাত্রী; বন্ধু খিজিরের
চলে অবিশ্রান্ত গতি জীবনের পূর্ণতার টানে;
স্পর্শে যার সুসম্পূর্ণ রূপ পায় গান মুহূর্তের॥

শেষ কথা

কিছু লেখা হ'ল আর অলিখিত র'য়ে গেল ঢের
কিছু বলা হ'ল আর হয়নি অনেক কিছু বলা;
অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা,
কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?
শুধু নিমেষের রঙে এই সব গান মুহূর্তের
অতলান্ত দরিয়ার এ সব বুদ্বুদ গোত্রহীন
কখনো উঠেছে কেঁদে, কখনো বা হয়েছে রঙিন
দু'দণ্ড খেলার ছলে স্পর্শ নিতে পূর্ণ জীবনের।

লক্ষ যুগ যুগান্তর মিটে যায় যেখানে পলকে
সেখানে এ বুদ্বুদের কান্না-হাসি, সংশয়িত কাল
কতটুকু? তবু তারে রাখে ঘিরে প্রদোষ সকাল
রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে, অন্ধকার তারার ঝলকে
দূরের ইশারা এনে; (মুহূর্তের আনন্দ উত্তাল
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে দিক দিগন্তে শাশ্বত আলোকে)॥

য়েমনের বনপ্রান্তে শাহ্জাদা হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে মুনীর শামীর প্রথম পরিচয় এক আশ্চর্য পরিস্থিতির মধ্যে। মুনীর শামী তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দীওয়ানার হালে।

www.pathagar.com

হাতেম তা'য়ীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে তিনি তাঁর সংসার ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হ'ল এই :
অজস্র সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশতঃ সওদাগরজাদী হুস্না বানু প্রতিজ্ঞা করেন যে, সাত সওয়ালের জওয়াব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শাদীর পয়গাম মঞ্জুর করবেন না। অনেক শাহ্জাদা, সওদাগরজাদা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসে শুধু ব্যর্থতার সম্মুখীন হন।
খরজমের শাহ্জাদা মুনীর শামীও একজন চিত্রশিল্পীর কাছে হুস্না বানুর তস্বির দেখে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন; কিন্তু পহেলা সওয়ালের জওয়াব দিতে না পেরে তাজ-তখ্ত ছেড়ে অরণ্যে প্রস্থান করেন। মহাপ্রাণ হাতেম তা'য়ীর সঙ্গে সেখানেই তাঁর প্রথম পরিচয়। মুনীর শামীর দুরবস্থা দেখে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত-প্রাণ হাতেম তা'য়ী তাঁকে সাত সওয়ালের জওয়াব এনে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

পরিচিতি

'এইরূপে হাতেম আল্লার রাহে থাকে।
এলাহির নামেতে শুপিল আপনাকো॥'

তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার,—
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জ্বিন ও ইনসান—আশ্রাফুল
মখ্লুকাত দু'জাহানে, অথবা পরেন্দা প্রাণীকূল
শূন্যস্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে,
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে
সংশয়ের কাল বাধা যত দিন না জাগে সম্মুখে
(কো'কাফ-কঠিন সেই সংশয়ের সুনিবিড় রাত
আবদ্ধ জিন্দান যেন, পথ খুঁজে না পেয়ে যখন
অন্তহীন অন্ধকারে ঘোরে একা শ্রান্ত রাহাগির
ক্লান্ত পেরেশান; অথবা হারায়ে লক্ষ্য আশাহীন
অথৈ শূন্যতা মাঝে জেগে থাকে সংশয়িত, ম্লান
দিগন্তে ভোরের রোশ্নি আঁধারে না ফোটে যতক্ষণ,
সংশয়-বন্ধন-মুক্ত যতক্ষণ না দেখে সম্মুখে
হারানো পথের চিহ্ন; কিংবা মুক্ত প্রাণের সরণি
দূর মঞ্জিলের প্রান্তে নিয়ে চলে যে সহজে আর
খুশীর পয়গাম তার রেখে যায় সংশয়ের শেষে)।
'য়েমনের শাহ্জাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম যে দিন
আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেল খুঁজে পথের নির্দেশ
(ইনসানের খিদমতে আর মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান
বিশ্ব রহস্যের মূলে), তন্দ্রাহারা মোরাকাবা শেষে

www.pathagar.com

সত্যের ইশারা পেয়ে জেগে ওঠে উল্লাসে যেমন
ধ্যানী সাধকের আত্মা, সেই মত 'য়েমনী হাতেম
সঙ্কীর্ণতামুক্ত চিত্তে পেল ফিরে দীপ্ত অনুভূতি
জীবনের,—অন্ধ কূপে এল যেন সুবে উম্মীদের
মুক্ত রশ্মি-প্রবাহ বিপুল। অচিন্ত্য সে অনুভূতি
চেতনার প্রথম উন্মেষ (যখন সঙ্কীর্ণ সত্তা
মুক্তি পায় সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে, কণিকা যখন
মিশে যায় তরঙ্গিত সমুদ্রে, করে সে অনুভব
প্রসারিত বক্ষে তার তরঙ্গ সংঘাত, অন্তহীন
গভীরতা;—ঐশ্বর্য বিপুল। অথবা যে মুক্ত প্রাণ
প্রসারিত সত্তা দিয়ে অনুভব করে সে জীবনে
মখ্‌লুকের দুঃখ-সুখ; ব্যথ্যা ও বেদনা)! হৃদয়ের
প্রতি প্রান্তে তা'য়ী পুত্র অনুভব করিল তেমনি
আল্লার সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ তীব্র...তীব্রতর।
মিথ্যাময় মনে হল সামান্য স্বার্থের রং-মহল
(সঙ্কীর্ণ পিঞ্জর যেন);— আভিজাত্য কৃত্রিম জীবনে
মিথ্যা মনে হল তার। সঁপিল সে এলাহির নামে
নিজের সম্পূর্ণ সত্তা, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
নিল খুঁজে ইনসানের খিদমতের রাহা। বাধা দিল
সহস্র প্রমোদ-ঘেরা রং-মহলে সঙ্গীদল; আর
বাধা দিল প্রতি পায়ে সুখতপ্ত অভ্যস্ত জীবন,—
কিন্তু শুনিল না মানা মুক্ত প্রাণ সেই নৌ-জোয়ান,
রহিল সংকল্পে স্থির; সুদৃঢ় ঈমানে। চেতনার
নবোন্মেষ হল তার জিন্দেগীর সে মুক্ত সড়কে
যেখানে উদ্বুদ্ধ প্রাণ দেয় তার সর্বস্ব বিলায়ে
বিশ্ব মানুষের কাজে।

বাঁধ-মুক্ত দরিয়ার টানে
ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন
তেমনি দারাজ দিল হাতেমের সাথাওতি আর
সূরাত, হিম্মৎ দেখে এল কাছে জনতা মজ্‌লুম;
এল নির্যাতিত প্রাণ। কেননা যে বান্দা এলাহির,
ঈমানের দীপ্ত শিখা যার দিলে, মুহব্বত মনে,
যার অবারিত দ্বার পৃথিবীতে, প্রেমে ও সেবায়
পুরায় প্রার্থীর চাওয়া যে মুমিন এলাহির নামে;
জেগে ওঠে মনুষ্যত্ব তার তপ্ত জিগরের খুনে
আরক্তিম (অন্ধকার শেষে যেন আফতাব নূতন
জাগায় জাহান সারা অকৃপণ রশ্মি বিনিময়ে)!

সে মুক্ত প্রাণের কথা শুনেছিল লোকমুখে শুধু

www.pathagar.com

দূরান্তর দেশে এক সওদাগরজাদী (হুসনা বানু
নাম সে নারীর)। সে ছিল অসূর্যম্পশ্যা,—হেরেমের
অর্ধস্ফুট কুঁড়ি এক পত্রপুটে অপূর্ব সুন্দর
লাবণ্য, সুষমা ঘেরা। পৃথিবীর সহস্র বঞ্চনা
চেনেনি সে জীবনের প্রথম প্রভাবে, জানে নাই
সহজ বিশ্বাসে তার,—জাল ফেলে কী কূট কৌশলে
তিক্ত প্রতারণা দিয়ে করে ধূর্ত প্রত্যহ শিকার
মুগ্ধ অসতর্ক প্রাণ, জানে নাই কত ছদ্মবেশে
সুনিপুণ ষড়যন্ত্রে ইব্‌লিসের কত গুপ্তচর
পাপের বেসাতি করে দিনে কিংবা রাত্রির প্রহরে
সততার বুলি মুখে! চেনেনি সে পৃথিবী তখন।
যেমন নিভৃতে লতা বেড়ে ওঠে নিশ্চিত বিশ্বাসে
অরণ্যের অন্তঃপুরে, তেমনি সে সওদাগরজাদী
বেড়েছিল পিতৃস্নেহে স্নিগ্ধ খোরাসানে। কিন্তু এক
অলক্ষ্য আঘাত তাকে নিয়ে এল পৃথিবীর পথে
(মৃত্যু-তিক্ত বঞ্চনায় হুস্‌না বানু হ'ল সর্বহারা);
চলিল তবু সে ক্লান্ত ব্যথা-দীন প্রাণে।
ফিরে পেল
নির্বাসিতা সে তরুণী অরণ্যের পথে শাহাবাদে
বাদ্‌শাহী সামান ফের বারিতা'লা আল্লার রহমে।
পেল সে হাবেলী নয়া, পেল সে জমিনে সংগোপন
জমজাহার গুপ্তধন—দৌলৎ জ্বিনের! কিন্তু প্রাণ
প্রশান্তি পেল না তার সংশয়িত কাল অবিশ্বাসে;
বিষ-তিক্ত ব্যথা বঞ্চনায়। শা'নজরের সঙ্গী
সহজ বিশ্বাসে তাই নিল না সে সওদাগরজাদী,
নিল সে সন্দিগ্ধচিত্ত এক দিন ধাত্রীর নির্দেশে
প্রশ্নের জটিল পথ তার জিন্দেগীতে। সওয়ালের
অন্তরালে সে তরুণী রাখিল নিজেকে সংগোপন
প্রশাখার প্রহরায় থাকে পুষ্প যেমন অলক্ষ্য
আঁধারে; অশেষ প্রশ্নে রয়ে গেল সে নারী তেমনি
লোকচক্ষু অন্তরালে। কিন্তু তার মাধুর্য হাসিন
সূরাতের কথা গেল সীমাবদ্ধ প্রান্তর ছাড়ায়ে
বহু দূর দেশান্তরে (বসোরার রক্ত গোলাবের
ছড়ায় সুরভি গাথা যেমন সহজে)! খোরাসান,
বোখারা, সমরকন্দ, বাদাকশান, গজ্‌নী খিভা থেকে;
এল সে আরণ্যপুরী শাহাবাদে শা'জাদা, অনেক
সওদাগরজাদা এল পাণিপ্রার্থী; কিন্তু সওয়ালের
জওয়াব না দিতে পেরে গেল ফিরে ব্যর্থতায় তারা

www.pathagar.com

পেরেশান।
শুধু একা রয়ে গেল মুনীর,—আশিক
খরজমের শাহ্‌জাদা। অপরূপ যৌবনবতীর
পটে আঁকা ছবি দেখে এসেছিল—পতঙ্গ যেমন
প্রাণ দিতে ছুটে আসে দীপ্ত শামাদানে। সওয়ালের
জটিলতা প্রাণে তার দিল এনে হতাশা কেবল
বর্ণহীন। জ্বলে ছাই হয়ে গেল তার স্বপ্নসাধ।
গেল না সে দেশে ফিরে (কামনার নিকষ অঙ্গার
হিরা হয়েছিল যার হৃদয়ের আতশী দহনে)।
শাহী তাজ, বালাখানা ছেড়ে তাই দীউয়ানা আশিক
ঘুরিল বৎসর, মাস হতাশ্বাস অরণ্য বিজনে।
কাহিনীর সূত্র ছিল এই ভাবে প্রক্ষিপ্ত,—প্রান্তরে
বিচ্ছিন্ন প্রবাহ তিন ক্লান্ত, সঙ্গীহারা (নৈরাশ্যের
আঁধি ছিল এক প্রাণে, অন্য প্রাণ সন্দিগ্ধ, প্রজ্ঞার
অচেনা মঞ্জিল ছিল হাতেমের দৃষ্টির আড়ালে) :
বিচ্ছিন্ন নদীর মত তিন প্রাণ ইঙ্গিতে খোদার
মিলিল কিভাবে এসে, চলে গেল কিভাবে হাতেম
উজীরজাদাকে তার জিন্দেগীর শেষ লক্ষ্য বলে
'য়েমনের তাজ-তখ্‌ত্ ছেড়ে পৃথিবীতে, বহু দূরে
বনপ্রান্তে পেল দেখা কিভাবে সে ভারাক্রান্ত প্রাণ
শ্রান্ত মুনীরের, কিভাবে নিল সে সাত সওয়ালের
দায়িত্ব বিপুল, প্রশ্নের উত্তর পেল হুস্‌না বানু
কিভাবে প্রতীক্ষমানা শাহাবাদে, কিভাবে সফর
দিল খুলে একে একে প্রজ্ঞা, প্রেম, রহস্যের দ্বার
হাতেম তা'য়ীর চোখে (শুনেছে যা সহস্র বৎসর
মরুচারী যাযাবর অসমান বালু-রুক্ষ মাঠে
রাত্রির ডেরায়, কিংবা সমতলে পাতার কুটিরে
সংখ্যাহীন নারী-নর যে কাহিনী উৎকর্ণ বিস্ময়ে);
খোদার রহম চেয়ে সে কাহিনী শোনাবে আবার
'দীপ্ত চিরাগের' পথে জেগে আছে তনু-আত্মা যার।

উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

'দূর দারাজের রাহা কি ডর আমার।'

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,

www.pathagar.com

দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখি দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে!

আশ্চর্য সে অনুভূতি! দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে ফোটে লক্ষ বুদ্বুদের মত।
সিতারা চেরাগ যত নেভে-জ্বলে রাত্রির ডেরায়।
দৃষ্টির সম্মুখে এসে ঘুরে যায় আদম সূরাত
অতন্দ্র প্রহরী!...খতিয়ান করি আমি জিন্দেগীর
লাভ, লোকসান কামিয়াবি কিংবা বিফলতা,
উদ্দেশ্য অথবা অর্থ খুঁজি আমি পূর্ণ জীবনের।
স্রষ্টা ও সৃষ্টির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সব
বিস্মৃত আত্মার কথা। ছিল যারা কিন্তু আজ নাই,
টুকরো খড়-কুটো যত মিশে গেছে দিগন্তের পারে
ঝড়ের সংঘাতে, আর সংখ্যাহীন জাতি ও জনতা
উড়েছে বালুর মত লু' হাওয়ার মুখে; অন্ধকারে
অস্পষ্ট ছায়ার সাথে ভাসে যেন নিশানা তাদের।

রাত্রি ঘন স্তব্ধতায় তারা ঘেরা গম্বুজের নীচে
হারানো অতীত মনে ভেসে ওঠে। মনে হয় কাল
অন্ধকার পটভূমি বিস্মৃতির আস্তরণ শুধু
ডুবে গেছে সে আঁধারে ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ
কিংবা যারা অত্যাচারী ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সত্তাকে;
জ্বালায়েছে পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল শুধু।
নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রে মনে পড়ে ব্যর্থতা তাদের,
মনে পড়ে সেই সাথে—পেল যারা পূর্ণতা জীবনে,
মুক্ত হিলালের মত জাগে আজও তাদের ইশারা
শুক্লা পূর্ণিমার পথে বাঁকা রেখা রূপালি ইঙ্গিতে।

রাত্রিভর শুনি আমি অন্তহীন আলো-আঁধারের
আশ্চর্য রহস্যময় পরিবেশে ব্যর্থতা অথবা
সাফল্যের দুই সুর পাশাপাশি বয় খরস্রোতে;
ধ্যান-মৌন গিরি শৃঙ্গে ছিটে পড়ে নক্ষত্র রাত্রির;
জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে ভাবি সে কাহিনী।

তার পর আসে দিন, মুক্ত ভোরে আলোর প্লাবনে
জেগে ওঠে আফতাব দিগ্বিজয়ী সেনানীর মত

www.pathagar.com

নিঃসংশয়। রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে মুহূর্তের মাঝে।
কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি, মিনারে মিনারে মুয়াজ্জিন
তখনি ঘোষণা করে মহিমা আল্লার; ডাক দেয়
খোদার বান্দাকে তারা ইবাদত বন্দেগীর পথে।
শুনেছি আমি সে ডাক, শুনেছি সে ভোরের আজান
রাত্রিশেষে, বজ্র আওয়াজের মত বলিষ্ঠ তাকিদ
পলকে জাগায়ে গেছে স্বপ্নালস সত্তাকে আমার
কর্মময় পৃথিবীর পথে। বুঝেছি তখন আমি
রাত্রির প্রশান্তি, স্বপ্ন–প্রস্তুতির প্রথম অধ্যায়
খোলে দ্বার কর্মের প্রবাহে। যে হয় পশ্চাদগামী
অথবা চায় না নিতে সুমহান দায়িত্ব শ্রমের
সেই যাত্রী অন্ধকারে হারায় পলকে। ব্যর্থতার
নিষ্ক্রিয় শূন্যতা মাঝে দেখি তার হীন পরিণতি
ঘৃণ্য আত্মপ্রতারণা মাঝে। সুকঠিন দায়িত্বের
গুরুভার বয়ে তাই যেতে চাই শ্রান্তিহীন প্রাণে।
রাত্রি ও দিনের দীপ্ত দুই রঙা পটভূমিকায়
জীবন-মৃত্যুর ধারা বয়ে যায় তীর-তীব্র বেগে
এক সাথে। শোনে না কখনো কারো আহাজারি
চলন্ত প্রবাহ থেকে টানে মৃত্যু যাত্রীকে যখন
অকম্পিত। যে চলে পূর্ণতা খুঁজে জিন্দেগীর স্রোতে
কর্মের প্রবাহে, তীব্র আঘাতে অথবা প্রতিঘাতে
থামে না সে হতাশ্বাস; সংগ্রামী সে করে অতিক্রম
পথের দুরূহ বাধা, প্রতিরোধ আপ্রাণ প্রয়াসে।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে দেখি সে প্রাণের সার্থকতা।
তারকা-উজ্জ্বল!
কিন্তু যারা নির্ধারিত সময়ের
বোঝে না কিম্মত, অথবা হারায়ে ফেলে অর্থময়
কর্মের প্রহর শুধু অফুরন্ত আলস্য-বিলাসে
পলায়নী বৃত্তি নিয়ে; কিংবা যারা হয় পলাতক
মরে তারা অসম্পূর্ণ প্রাণে। জানি আমি অর্থহীন
অসার্থক সেই জিন্দেগানি। অপূর্ণ আমার সত্তা
এ প্রাণ-প্রবাহ চলে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সন্ধানে।
শাহী দৌলতের মাঝে শান্তি আমি পাইনি কখনো,
তাইতো দুঃসহ দিন; স্বপ্ন-রাত্রি দুঃসহ আমার
এ বালাখানায়। পাই না প্রাণের স্পর্শ। মানুষের
আনন্দ-বেদনা থেকে নির্বাসিত রঙ্গমঞ্চে আমি
চাইনি এ প্রবঞ্চনা জীবনের মিথ্যা অভিনয়ে।

www.pathagar.com

অথচ এখানে এই মহলের কক্ষে কক্ষান্তরে
অর্থহীন জৌলুসের মাঝে দেখি কৃত্রিম ছলনা
প্রাণহীন। কৃত্রিম সৌজন্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।
পাই না সহজ শান্তি কোনখানে। অন্ধ অহমিকা
এখানে চেনে না প্রেম, পণ্ডিতের ভ্রান্ত অহংকার
হৃদয়ের রাখে না সন্ধান। নাই সমবেদনার
অশ্রুকণা এ মহলে। অন্ধ এরা স্বার্থের জিঞ্জিরে
ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ ইব্‌লিসের কারা বন্দী যেন।
ঘৃণ্য এ জিন্দান থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি
প্রমুক্ত জ্ঞানের পথে;—ইনসানের খিদমতের পথে।
আল্লার আলম আর মখলুকাত আশ্চর্য সুন্দর,
সুন্দর পৃথিবী, ফুল, রাত্রির সিতারা, মাহ্‌তাব,
ভোরের আফতাব। সুন্দর বর্ষার মেঘ—সারি বাঁধা
কাল কবুতর। কিন্তু যা সুন্দরতম—সে মানুষ,
বান্দা এলাহির। দিনরাত্রি ঘুরি সেই ইনসানের
খিদমতের পথে। অতৃপ্ত আমার আত্মা খুঁজে ফেরে
শুধু মানুষের সঙ্গ। নিকটে অথবা দূর দেশে
চলি তাই অন্তহীন জনপদে কিংবা মরু-মাঠে
অজ্ঞাত সে আকর্ষণে ব্যথাতুর মানুষের খোঁজে
রাত্রিদিন। দেখেছি অভাব, দুঃখ, দেখেছি বেদনা
মানুষের এ সংসারে। পারি নাই মেটাতে, তবুও
থামে না আমার মন, ছুটে চলে আরবী তা'জীর
চেয়ে ঢের দ্রুতগতি দিগন্তের পানে। জানি না যা
জানি আমি সেই সাথে।
এই পথে ঝড়ের প্রশ্বাসে
সাইমুমের পক্ষচ্ছায়ে আসে দেও কোহে-কাফ থেকে
জনপদে, পলকে যায় সে পিষে শান্তি ও সুষমা।
আসে পরী যৌবনের অফুরন্ত পান-পাত্র নিয়ে।
সব ছেড়ে যেতে হয়, তুচ্ছ ক'রে দৈত্যের শাসন
মৃত্যু কাল; অথবা ছলনা-জাল সুন্দরী পরীর।

'য়েমনের শাহ্‌জাদা' পরিচিত আমি এই নামে
পৃথিবীতে, শুনি নকীবের মুখে স্বর্ণ সিংহাসন
প্রাপ্য সে আমারি; প্রাপ্য শাহী তাজ। কিন্তু হাস্যকর
অর্থহীন মনে হয় সেই বিড়ম্বনা; মনে হয়
মানুষের ঘৃণ্য অপমান। কে রাজা এ পৃথিবীতে?

www.pathagar.com

ইনসানের মাঝে কোন্ প্রতারক, প্রভুত্ব-পিয়াসী
মিথ্যা পরিচয় দিয়ে করে তিক্ত শাসন, অথবা
শোষণের যাঁতা-কলে ধ্বংস করে সত্তা মানুষের?
অশান্তি দেখেছি যত স্বপ্নময় দুনিয়া জাহানে,
অকল্যাণ, অপমান যতবার দেখেছি, বিস্ময়ে
দেখেছি স্বার্থের চক্রে সংগোপন রয়েছে অলীক
স্বপ্ন প্রভুত্বের। তামাম জাহানে জানি মালিকানা
কেবলি আল্লার। আশ্চর্য পিপাসা তবু প্রভুত্বের
দেখি পৃথিবীতে! ধ্বংস হ'ল নমরুদ, ফেরাউন,
ধ্বংস হ'ল আত্মঘাতী প্রভুত্বের যে মিথ্যা দাবীতে
সে অলীক অহংকারে দেখি আজও ইব্‌লিসের চর
খোদার বান্দাকে চায় ক্রীতদাস বানাতে নিজের।
মানি না কখনো তাই বলদর্পী ঘৃণ্যের বিধান,
মানি না কখনো আমি অত্যাচার।
হাতেম তা'য়ীর
যতটুকু অধিকার পৃথিবীতে রয়েছে বাঁচার
পথচারী মজ্‌লুমের তিল মাত্র নাই তার কম
দুনিয়ায়। লোহুতে পার্থক্য নাই বনি আদমের।
শিরায় শিরায় আর ধমনীতে দেখি বহমান
এক রক্তধারা, তবু দেখি আমি শঙ্কিত বিস্ময়ে
মিথ্যা আভিজাত্য নিয়ে কৌশলীরা গড়েছে এখানে
বিভেদের কী মৃত্যু দুঃসহ! সীমাহীন বঞ্চনায়
গড়েছে প্রলুব্ধ পাপী জুলুমের কী কাল জিঞ্জির!
কী কাল প্রাচীরে ওরা অবরুদ্ধ করেছে সত্তাকে!
তাই ছেড়ে চলি আমি তাজ-তখত্ অনায়াসে, আর,
ছেড়ে চলি সালতানাত্ বেদনার অন্তহীন পথে,
দুর্গত সত্তার খোঁজে চলি আমি উত্তরাধিকারী
মানুষের। আমাকে ব'ল না আর ফিরে যেতে সেই
স্বার্থের সঙ্কীর্ণ কূপে,—লুব্ধ প্রাণ যেখানে আঁধারে
অবরুদ্ধ। আমি এক বেদুইন, জীবন আমার
ভ্রাম্যমাণ। ঘুরেছি অনেক তপ্ত মরু পথে, আর
ঘুরেছি নির্জনে কিংবা অসংখ্য শব্দিত জনপদে,
দেখেছি,—জেনেছি আমি মানুষের আশ্চর্য কাহিনী;
রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল
—শীতের প্রথম সূর্য কুহেলিতে আচ্ছন্ন যেমন।
তাই জেনে যেতে চাই যে রহস্য অজানা আমার
জিন্দেগীতে; মর্মমূলে পেতে চাই বিস্মৃত প্রাণের

www.pathagar.com

সে মুক্ত প্রবাহ। আমার সত্তায় সুপ্ত যে সমুদ্র
আবর্তিত হয় নিত্য তাকে আমি জেনে যেতে চাই
আত্মার আলোকে।
খিজিরের অনুবর্তী এই পথে
চলে গেছে মঞ্জিলের দূর যাত্রী, থামেনি কখনো
সংকটে, সংঘর্ষে কিম্বা প্রবৃত্তির লোভে। চলি তাই
তাদের ইশারা খুঁজে পৃথিবীর সকল সড়কে
শ্রান্তিহীন, চলি আমি খুঁজে তাই অজানা অধ্যায়
জীবনের; চলি সংখ্যাহীন বাধা-বন্ধন পেরিয়ে।
যাব আমি এই ভাবে দূর হতে দূরে, দূরান্তরে
সম্পূর্ণ অচেনা পথে, অজানা সৃষ্টির মাঝখানে
অপরিচয়ের বাধা দীর্ণ ক'রে যাব আমি একা
বনি আদমের মুক্ত বিচিত্র মিছিলে; দেশে দেশে
যাব আমি মানুষের অফুরন্ত আত্মীয়তা নিয়ে
অগণন আত্মার দাবীতে। পাব খুঁজে এই পথে
পূর্ণ মনুষ্যত্ব, জ্ঞান,—জীবনের অভীষ্ট আমার;
দূরত্বের নাই ভয়, চাই শুধু মদদ খোদার॥

ভূমিকা

কবিকে যখন হ'তে হয় কবিরাজ
মহাজন বাক্য মতে বাঁশী হয় বাঁশ;
(যেহেতু মসৃণ চিত্তে জাগে মোটা আঁশ
মিহি সুর-পরিবর্তে কর্কশ আওয়াজ)
তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ।
প্রয়োজনে নিতে হয় হাতে বিপরীত
বংশদণ্ড (প্রচলিত বিদ্রূপের রীত্)
মালঞ্চের প্রান্তে তাই ঠাঁই পায় বাঁশ।

(বিশেষ জীবের তরে অতি প্রয়োজন
বাঁশের আবাদ কভু নহে নিরর্থক)
ইত্যাকার কথা ভেবে করিনু পরখ,
অবশ্য হ'য়েছে জানি কাব্য সংকোচন;
(অনন্য উপায়) তাই ব্যক্ত করি মন
অগত্যা দেখাতে হ'ল হংস মাঝে বক॥

www.pathagar.com

বর্ণচোরা

তোমার স্বরূপ বোঝা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার
যেহেতু সঠিক বর্ণ কখনো কর না উন্মোচন,
হিতৈষীর ছলে পরো মোহনীয় রঙিন র‍্যাপার;
তা দেখে অবশ্য হয় আমাদের মন উচাটন।
নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চলি, অকস্মাৎ সুযোগ বুঝিয়া
র‍্যাপার খুলিয়া ফেলো (আমরা বিস্ময়ে হতবাক)
পালানোর চেষ্টা করি প্রাণপণে দু'চোখ বুজিয়া
স্খলিত ময়ূর-পুচ্ছ পিছু-ধাওয়া করো দাঁড়কাক।

অতঃপর ভাগ্যদোষে তোমারি খনিত খালে পড়ি
(প্রথমে তর্জন চলে দলশুদ্ধ ক্রমে নিরুত্তাপ)
জানি না তো কত দিন এ কাজে দিয়েছ হাতে খড়ি?
সাফল্য প্রমাণ করে নির্বোধের এ অজ-বিলাপ;
বুদ্ধির জারজ তুমি নিয়ত ঘটাও বিসম্বাদ,
মানুষকে ফাঁকি দিতে জানি তুমি অতীব ওস্তাদ॥

বোঝাপড়া

তোমাকে দেখেছি আমি মুক্তকচ্ছ বক্তৃতার কালে
অকৃপণ বজ্র কণ্ঠে ফুটে ওঠে সংখ্যাহীন কথা।
তবু দেখি সেই বাণী ব'য়ে আনে বিষম ব্যর্থতা
তোমার সম্পর্কে বন্ধু বহু কথা হয় আবডালে;
তুমিও বুঝিতে সব একবার পিছনে তাকালে।
তোমার সময় কই? তুমি যেন বাসন্তী-কোকিল
পরের বাসার দিকে ছুঁড়ে ফেলে ব্যস্ততার ঢিল
নতুন বসন্ত পানে উড়ে যাও ঠিক গ্রীষ্মকালে।

আরো কিছু জানি আমি সে সংবাদ প্রকাশ্য বাজারে
ছড়াতে নইক রাজী তাতে ক্ষতি আমারো সমূহ,
তার চেয়ে এসো মোরা ক' স্যাঙাত বসি একাধারে
বক্তৃতার মঞ্চ হ'তে তুলে আনি বঞ্চনার ব্যূহ;
আমার সিংহের ভাগ—তোমাদের অংশ শৃগালের
আশা করি এ কথায় করিবে না আজ হেরফের॥

www.pathagar.com

নীতি

চৈনিক ছাত্রের নীতি চীনে থাক। দৃষ্টান্ত বিদেশী
প্রেরণা দেয়নি কভু, পারে নাই কখনো টানিতে
আমাকে দুরূহ পথে (অভ্যস্ত জীবনে কম বেশী
বুলি আওড়ায়ে আর চোখ বেঁধে নোটের গলিতে
অন্ধ-পরিক্রমা শেষে প্রভু-পদে আত্মসমর্পণ)।
তার আগে গোল্ডফ্লেক, জগতের সিনেমা তারকা
জাগুক ঘিরিয়া মোরে উতলা সৌরভে অনুক্ষণ
(এদিকে অতুলনীয় স্বদেশীয় বীর একরোখা)।

দেখেছি পত্রিকাস্তূপে ক্ষুধাশীর্ণ মানুষের হাড়,
দেখেছি আজব খেল ডাস্টবিনে খাদ্য কাড়াকাড়ি,
চৈনিক তরুণ হ'লে অবশ্য তুলিত তরবারী
আমার সময় কই স্বপ্নে ফেরে শার্লি, শিয়ারার।
হবু কর্মীদের সীট তর্কজালে হ'য়ে ওঠে ভারী
নির্বোধ চৈনিক ছাত্র বহু শ্রমে সরায় পাহাড়॥

নীল হাওয়া

চর্ম চক্ষে দেখিতেছি য়োরোপের সোনালি প্রগতি
(মূর্খ এলিয়ট ভনে : সে সভ্যতা ফাঁপা মানুষের!
আমি তো দেখেছি জেগে কি বিশাল তার পরিণতি!
প্রকৃত জান্তব সুখ রূপ পেল সে বস্ত্র-লোকের
স্বপ্নস্বর্গে! তনুময় নগ্নতার সে কী সমারোহ!
যে হৈমন্তী স্বাধীনতা মজ্জাগত কুকুরের হাড়ে
পাশবিক যৌবনের মনে জাগে সুদূর যে মোহ
পশ্চিমের নীল হাওয়া ভেসে এল সে ঐশ্বর্যভারে)।

জাগার প্রগতি সেই (যদি বেশী বাধা নাহি পড়ে
য়োরোপের নীল হাওয়া ফোটাবে এ শ্যামল মুকুল,
ন্যুডিজম মুক্তি পাবে একদিন পথে আর ঘরে।
নীল দরিয়ার ঢেউ মানে নাই কখনো দুকূল)।
সে স্বপ্ন ভাসিছে মনে মধ্য পথে জাগায়ে সংশয় :
হয়তো সহজ হবে যৌন-বন্ধুত্বের বিনিময়॥

www.pathagar.com

উত্থিতা

জানি জানি ঐ রূপে হে সুন্দরী! চৌরংগী উজালা,
যদিও সে প্রসাধনে আছে জানি প্রচুর ভেজাল,
তবু তুমি ধন্য অয়ি ভাগ্যবতী ভেঙেছ দেয়াল
কাপড়ের স্থূল আব্রু সংকোচ ও শরমের তালা।
তোমাকে দেখিয়া তবে বাজিবে না কেন এ বেহালা
সাম্প্রতিক অতিথির? তাই তারা পথে ক্রমাগত
তোমাকে ঘিরিয়া ফেরে আশ্বিনের কুকুরের মত
মনের মহুয়া সুরা ছেড়ে যায় পুরানো পেয়ালা।

অর্ধ বক্ষ প্রকাশিত, নগ্ন উরু কবির কাব্যে যা
কদাচিৎ দেখা যেত--আজ সেই স্বপ্ন মূর্তিমতী
সহস্র বিশ্রান্ত প্রাণে দেখা দিলে কামনায় ভেজা
স্বাস্থ্যহীনা তবু তুমি বাসনার নির্ভীক সারথি
ফেরালে তিমির যুগ, বাড়ালে এ সভ্যতার গতি
তাইতো বিস্ময়ে দেখি খোঁড়া টাট্টু কী অমিততেজা॥

অভিজাত-তন্দ্রা

ঘেয়ো কুকুরের ডাকে ক্রমাগত ঘুমের ব্যাঘাত,
থেকে থেকে উঠে আসে পথচারী ভিখারীর স্বর,
মনে হয় ডাস্টবিনে কাড়াকাড়ি চলে অতঃপর!
বিষম বিপদ এ যে! যতবার পণ্য-স্ত্রীর হাত
নিশ্চিন্ত বিলাসে টানি ততবারই বিরক্তি-সংঘাত।
শুনি বৃদ্ধ ভৃত্য মুখে এবার কঠিন মন্বন্তর
কী আমার আসে যায় যদি ডোবে পল্লী ও শহর?
কোমল মাংসাশী দিন মোর থাক রক্তিম প্রভাত।

ব্যাংকের জমানো স্তূপ, আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রচুর
আর সাথে নিত্য নব পণ্য-প্রেয়সীর তনুতল
নিচের আওয়াজে শুধু কেটে যায় সে মসৃণ সুর।
কুকুর লেলায়ে দাও! পলাতক ভিখারীর দল।
এবার ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মোর মুখে রাখো ওষ্ঠাধর
তোমার তনুর স্বর্গে ডুবে যাক মৃত্যুর খবর॥

www.pathagar.com

উর্দু বনাম বাংলা

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হ'য়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আত্‌রাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী—(জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন্ লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে)
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ॥

ইঁদুর

কাব্যক্ষেত্রে শুরু হ'ল ইঁদুরের তীব্র উৎপাত
সংখ্যাহীন ধেড়ে, লেংটে, বহু মর্দা আর বহু মাদী
কুম্ভীরাশ্রু চোখে এনে অনুভূতিহীন বুকে কাঁদি
কাব্যের পুরানো ঝাণ্ডা ক'রে দিলো পথে ধূলিসাৎ।
ব্যাপার বুঝি না দেখি ইঁদুরের দাঁতের আঘাত,
লাল নীল বহুবিধ অশুচি কাপড়, কীল চড়
হাউই, পটকা, শেল, হনুলুলু গাট্টার পাথর;
তুমুল কাণ্ডের মাঝে শেষ হ'ল দুঃস্বপ্নের রাত।

দিনের প্রান্তরে (!) দেখি এখানেও সেই উৎপাত
অসংখ্য ইঁদুর-কর্মী ক্ষিপ্র হাতে গাড়িতেছে ভিত
সাম্প্রতিক জীবনের। জমেছে পেট্রল, গ্রানাইট
মধ্যে মধ্যে কাতুকুতু আর তীক্ষ্ণ কাস্তের সংঘাত।
ঘুমায়েও শান্তি নাই জেগে দেখি পথে ঘাটে ইট
নতুন সড়ক আজ গড়িতেছে ইঁদুর সাঙ্গাত॥

www.pathagar.com

দেশলাই

বিপ্লবের বহ্নিশিখা অবরুদ্ধ দেশলাই কেস-এ
হে বান্ধবী, এক শর্তে জেনে রাখো জ্বালাতে পারি তা
যদি তুমি মোর বক্ষে জ্বেলে যাও প্রণয়ের চিতা
অবৈতনিক ভাবে নিত্য মোর গৃহপ্রান্তে এসে,
বিপ্লবে রসদ যদি জোগাও অকুণ্ঠ ভালবেসে
(কেননা এদেশে সখী, আবহাওয়া বড্ড স্যাঁতসেতে)
বিপ্লবের লাল রশ্মি নিভে যায় জোলো আঁধারেতে)
তোমাকে লভিলে আমি সেই শিখা জ্বেলে যাব হেসে।

দুরূহ পুঁথিতে আমি ক'রেছিও সে বাণী-প্রচার
(ফ্যাসান-বিলাসী তুমি পড়িয়াছ ধরা সে-পিঞ্জরে)
তবে দেরী কেন সখী, মোর কণ্ঠে দাও কণ্ঠহার
দুস্থ জনতার টানে মাঝে মাঝে এসো মোর ঘরে
বি্প্লবের বার্তা মোর অবশ্য বুঝিবে জনগণ
যে মুহূর্তে হে বান্ধবী! তুমি মোর হইবে স্বজন॥

নেতা

'মানুষের লাগি কাঁদি ভিজায়েছি আমার আস্তিন
কমরেড! বেরাদর...' (যাই বলি জেনো আমি নেতা
আদর্শ ভাঙায়ে খাই মুক্ত-দিল উদার প্রচেতা
জনতার মাথা বেচি আনিব মুক্তির লাল দিন
সেই সাথে মোর ট্যাঁক হবে জানি সম্পূর্ণ রংগিন।
মরুক পঞ্চাশ লাখ, মারিব পঞ্চাশ লাখ নিজে!)...
'তোমাদের দুঃখে মোর প্রতিদিন বুক ওঠে ভিজে
অহর্নিশি ব'য়ে যাই জনতার দুঃখের সংগিন।'

(কিঞ্চিৎ কষ্টও মানি, জানি ভালো হইবে আখেরে,
বাধা দেয় পিছু হ'তে উদ্ভট বেকার বদলোক
আমার ব্যবসা বুঝি করিয়া দিতেছে একটেরে।
চাকরির উমেদারী করে এসে অচেনা বালক,
আমার হউক সব তাই চষি সব মানুষেরে
তোমাকেও দেব কিছু হও যদি আমার শ্যালক)॥

www.pathagar.com

বিল্লী

এ প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল একদিন বিধবা বিড়াল
পূর্ণ নিরামিষভাবে গড়িবে জীবন শুদ্ধাচারী,
সেই সূত্রে প্রতিদিন বাজারে কিনিত তরকারী;
অম্বল, সূক্তনি ঝোলে কাটাত সে নিরামিষ কাল
তবুও বিপত্তি ছিল রাজপথে সকাল বিকাল
মাংসের উত্তপ্ত ঘ্রাণে বক্ষ মাঝে নাচিত পৃথিবী
ঠেকাতে সে মাংস গন্ধ নাসিকায় গুঁজিল সে ছিপি
মাংসের বাটিকা হ'তে দৃষ্টিকে সে রাখিল সামাল।

ইত্যাকার প্রচেষ্টায় করিল সে অসাধ্য সাধন
অন্তত লোকের মনে সেই আশা উঠিল উচ্চারি
প্রকাশিল সেই বার্তা সংখ্যাহীন কথোপকথন;
হেন সাধ্বী দেখি নাই সকলে তা কহিল বিচারি।
অকস্মাৎ সবিস্ময়ে চমকালো ইতর সজ্জন
কাঁচা মাংস ঘ্রাণে সাধ্বী ঘোরে কেন এ বাড়ী ও বাড়ী!

পরিচয়

অধুনা শৃগাল তবু ভূতপূর্ব হে সিংহ শাবক
'সিংহ' পরিচয় দিতে হাস্যকর ও ব্যর্থ প্রয়াস,
গম্ভীর সম্ভ্রমে যারা জানায় নেপথ্যে পরিহাস
তাদেরে ভেবো না তুমি সহৃদয় বন্ধু, বিবেচক;
নাচায়ে তোমার দর্প তৃপ্ত হয় উহাদের সখ
(প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতঃপর আড়ালে সরব)
সিংহ স্বর পরিবর্তে তব কণ্ঠে হুক্কা হুয়া রব
শুনিয়া প্রভূত কষ্টে স্থির থাকে বয়স্য পেঁচক।

যা হোক এবার তুমি নিজেকে করিও সংশোধন
ফোলালে ঘাড়ের রোঁয়া কদাপি সে হয় না কেশর
নিজ আভিজাত্য নিজে গ'ড়ে নাও নির্বোধ সজ্জন;
পূর্বপুরুষের দীপ্ত পরিচয় হয় না বেশর,
সস্তা মেডেলের মত ঝুলে কভু থাকে না কামিজে
সিংহ পরিচয় যদি দিতে চাও সিংহ হও নিজে।

www.pathagar.com

পেশাদারী বিদ্যালয়

শাদা, লাল কোন আলো জ্বলিবে না মোর দেহলিতে
বিশিষ্ট কারণে সেথা সনাতন ঘন অন্ধকার–
অখণ্ড ভারত ভাগ্যে মুহুর্মুহু করিবে বিস্তার
নির্জীব কালিমারাশি আর্যামির বিলুপ্ত নদীতে।
গো-ব্রাহ্মণ ধূয়া আরো গাঢ় হবে সে কৃষ্ণ নিশীথে।
সঙ্গে বণিকের নীতিপুষ্ট কাশী বিশ্ববিদ্যালয়
অতি নিরাপদ স্রোতে বাঁধিয়াছি সুখের নিলয়–
আত্মীয়, জামাই, বন্ধু–ওয়ারিশ পৈতৃক তরণীতে।

অন্য কারো অধিকার নাই জেনো সে পবিত্র স্থানে
গোঁফের মর্যাদা শুধু বোঝে এক শিকারী বিড়াল,
বাঘ নয় বাঘডাঁশা এ কথাটা নির্বোধেও জানে
মামার দাপটে তাই ভাগ্নেরাও টানে যে আড়াল
সংবরিতে উচ্চ হাসি প্রতিদিন অস্থানে কুস্থানে,
স্ফীতকায়া বাঘডাঁশা ক্ষোভে তাই আঁচড়ায় গাল॥

বড় সাহেব

ঊর্ধ্বতন সাহেবের পদতলে বেহেশ্‌ত্ আমার
মানি না জামাত, পিতা, বন্ধু, ভ্রাতা, আত্মীয় ইত্যাদি
সাহেব আমার শেষ পুনর্বার সাহেবেই আদি–
আমার অটুট ভক্তি দেখে হাসে বেকার চামার।
তাঁর মতো চলি আমি, তাঁর মতো গড়ন জামার
কাষ্ঠ হাসি প্রভৃতিও তৈরী তাঁরি আদর্শের ছাঁচে
মন তাঁর অনুগামী যে মুহূর্তে বিলাতী জাহাজে
সাহেব ছাড়িয়া যান কলকাতা বা বোম্বাইয়ের দ্বার।

তাঁর আশাপথ চেয়ে অফিসে কাটাই দীর্ঘ কাল,
যখন অফিস দ্বারে সাহেব করেন পদার্পণ–
কৃতজ্ঞতাসূত্রে ভাই বেঁকে যায় আমার কাঁকাল
আনন্দে আমার চিত্ত সুধারস করে উদ্গীরণ,
বেকারের উপহাস সে মুহূর্তে লাগে নাকো আর
সাহেবের পদতলে চিরদিন বেহেশ্‌ত্ আমার॥

www.pathagar.com

শরীফ

মানি ইস্‌লামী সাম্য তবুও ছাড়ি না শরাফতি,
গৌরবের নীল রক্ত বহমান প্রত্যেক শিরায়,
সপ্ততল উচ্চতায় ব'য়ে চলে সেই স্ফীত গতি
কখনো নীচের দিকে অহংকারে মুখ না ফেরায়।
যখন আত্‌রাফকুল প্রতিবাদ করে তীব্রভাবে
শরীফের আভিজাত্য টলোমলো সে ঝোড়ো হাওয়ায়,
তখন নামিতে হয় পড়ি সেই অর্থহীন চাপে
কেতাবী ভ্রাতৃত্ববাদে সহস্র বর্ষের জানাজায়।

আরো এক অসুবিধা কন্যাদের বয়ঃসন্ধি কালে,
শরীফ পাত্রের খোঁজে দীর্ঘদিন অহেতু বিব্রত,
আত্‌রাফ বংশ দেখি পৃথিবীর সর্বত্র তাকালে
উপযুক্ত ঘর, বর নাহি আর মেলে মন মত;
গভীর হতাশা গর্তে সমাগত গর্বের মরণ
অভিজাত রক্তে দেখি আত্‌রাফের রক্ত-সংমিশ্রণ॥

হবু ডিক্টেটরের প্রতি

তোমাকে ডাকিনি আমি শাসনের পন্থা বাতলাতে
কেননা ও কাজ তুমি ভালো জানো আমাদের চেয়ে
জাতির দোহাই দিয়ে জোগাড় করেছ মদ, মেয়ে
ওসবের প্রয়োজন অবশ্যই বিপ্লব চালাতে।
অন্তত নিজের সুখ (জড়বাদী পকেটে চালাতে
আমারো অনিচ্ছা নাই) চাই কিছু দৃষ্টি অগোচরে।
(বেঁচে থাকা সুকঠিন শরীয়তী কঠিন গহ্বরে।)
লুকায়ে সবার চোখ তাই এসো রসনা ঝালাতে।

কিন্তু সর্বনাশ কেন টেনে আনো জাতিকে খ্যাপায়ে
এ কথাটা সবিনয়ে বহুবার মুখে এনে আমি
একনায়কত্বে ভীত মধ্যপথে ভয়ে গেছি থামি
(আমার মুন্ডকে তুমি পিষে দেবে হেলায় বাঁ পায়ে
এ কথা স্মরণ মাত্র শীত রাত্রে বিছানায় ঘামি
অনুভব করিয়াছি জ্বর আসে শরীর কাঁপায়ে)॥

www.pathagar.com

ঝাঁকের কৈ

দুদিন দেখিয়ে ভেল্কী বুদ্ধিমান হে ঝাঁকের কৈ
মিশেছ নিজের ঝাঁকে নির্ধারিত স্ববর্ণে অর্থাৎ
এদিকে তোমার যারা ঝাণ্ডাবাহী তারা তো অথৈ
ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে সর্ষেফুল দেখিছে নির্ঘাত
তোমার বাপান্ত করি প্রাণপণে, ঠ্যালা সামলাতে
নাকানিচুবানি খেয়ে সর্বজন সম্মুখে বেকুব;
তুমিও দেখছ সব স্বপ্ন স্বর্গ-স্বর্ণ গামলাতে
নির্বোধের কাণ্ড দেখে একচোট হেসে নিয়ে খুব।

মূঢ় জনে ফাঁকি দিতে যুগে যুগে তব আবির্ভাব
শতকে সহস্রবার বিবর্তিত নব রূপায়ণে
আশ্চর্য ব্যাপার এই নির্বোধের এমন স্বভাব
প্রতিবার ফাঁদে পড়ে নিজেদেরি বিশিষ্ট অঙ্গনে
ভিতরে সম্পূর্ণ ঝুনো বাহিরে সবুজ কচি ডাব
খাও যা ধরা পড়ো প্রচার সমাপ্ত প্রাণপণে॥

ট্রাডিশন

গাঁজা না টেনেও বহু ক্লান্ত রাত্রে ভ্যাগাবন্ড হরু
দেখিয়াছে মার্কামারা সমাজের হিতৈষী পরম
গোরুর সন্ধানে ফেরে। পোষমানা পরকীয়া গরু
মুহূর্তে বাঁকায়ে শিঙ হয়ে পড়ে নিমেষে গরম।
অত্যাশ্চর্য রূপান্তর মানুষের সে পুণ্য গো-রূপ
বিবিধ বেহায়া কাণ্ড চর্ম চক্ষে দেখে নির্বিকার
অতি প্রশংসিতভাবে পড়ে আছে নীরব নিশ্চুপ
সুদীর্ঘ সুযোগ দিয়ে তস্করের সাফাই বিদ্যার।

দীর্ঘ যুগ যুগান্তরে এই রীতি এই ট্রাডিশন
কখনো হয় না এর কোনো রূপ ইতর বিশেষ
বিদ্রোহের কথা যদি কেহ কভু করে উচ্চারণ
সকলে থামিয়ে দেয় উচ্চ কণ্ঠে বলি : গেল দেশ
মার্কামারা হিতৈষীরা এ সুযোগ করিয়া গ্রহণ
দল শুদ্ধ সুখে আছে, খাসা আছে বেশ॥

www.pathagar.com

মান্যবরেষু

টাকা শক্তি মান এই তিন স্বপ্নে হল তিন মন
সুতরাং মান্যবর ব্যতিব্যস্ত তিনের সংঘাতে
পান না সময় খুঁজে; কাজ তিনি করেন কখন?
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকে সমভাবে রাত্রে ও প্রভাতে।
মোসাহেব দল নিত্য টেনে চলে ও তিনের ফিতা
ভাড়াটে দালাল এসে যোগ দেয় সকাল-সন্ধ্যায়
ইত্যাকার গণ্ডগোলে জনতার জনপ্রিয় মিতা
প্রত্যহই মিশে যান ব্যস্ততার স্ফীত দরিয়ায়।

জাহাজের খোঁজে তাঁর কেটে যায় নির্ধারিত কাল
আদার ব্যাপারী যারা মরে তারা কোথা কোন ফাঁকে
সে খবর রাখবার কই আর হয় সে কপাল।
অপিচ বিব্রত যিনি রস দিতে নিজের তামাকে
কি ভাবে করান তিনি ইতর জনারে ধূমপান
সে কথা বোঝে না হায় মূঢ়মতি জনতা অজ্ঞান।

অ-কাঠ

তোমার স্মরণ নিই হে গদ্দীনশীন
পীরজাদা! নিতান্তই প্রাণের খাতিরে
আমরা জ্বেলেছি দুহুঁ ধর্মের বাতিরে
ব্যবসা সুবাদে তারে করেছি রংগিন।
তোমারি মতন আমি মেনে চলি দ্বীন
বিশেষ চাক্‌তি হেতু; জানি তারপর
কাঁচা বাড়ি হ'য়ে যায় তে-মহলা ঘর,
না-খোশ মেজাজ হয় অতীব মসৃণ।

তোমার দেখানো রাহে পীরজাদা আমি
হালাল রুজীর পথ করি অন্বেষণ
বিনা মেহনতে মোর ফলপ্রসূ বন
(বাপের মুরীদ) নিত্য দেয় যে সেলামী
তাতেই আমার ভাগ্যে ঘটে অঘটন
বেড়ে ওঠে রৌপ্য স্তূপ গৃহে দিবাযামী॥

www.pathagar.com

ভেক

যখন মেলে না কল্কে, তখনি তো, কেবল তখনি
বাধ্য হ'য়ে ধার করি, বাধ্য হ'য়ে ভেক বদলাই
নতুবা চরিত্র মোর বজ্রদৃঢ়, কোন খুঁত নাই।
অনর্থক তোলো সবে গণ্ডগোল, শব্দের অশনি
আমার কি ক্ষতি তাতে নিজেরাই শোনো প্রতিধ্বনি
অকারণে ক্ষয় করো নিজেদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ,
ভেক বদলায়ে আমি সে মুহূর্তে সম্পূর্ণ রংগিন
লভিয়া নতুন কল্কে এ জীবন ধন্য ব'লে গনি।

প্রাকৃতিক এ নিয়মে গণ্ডগোল করার কী আর
আছে প্রয়োজন? শোনো, বৈজ্ঞানিক তথ্য যে সাবেক
শিশু ক্রমে বৃদ্ধ হয় বদলায়ে পুরাতন ভেক,
এ ছাড়া পূর্ণতা পথে অন্য কিছু নাহিকো বাধার–
তুমিও পূর্ণতা পাবে এই পন্থা ধরিলে বারেক;
অন্যথায় কীট হবে চিরদিন গোলকধাঁধার॥

হাইব্রিড

সভাস্থল উজ্বলিয়া বসেছ নির্লজ্জ শয়তান
ইবলিসের বরপুত্র, দোআঁশলা চঞ্চল বানর!
তোমার চাপল্য দেখে লজ্জা পায় বন্য হনুমান
কেননা প্রকৃতি তব বানরের আকৃতিতে নর।
অনুকরণের আর্ট কথায়, পোষাকে দীপ্তিমান,
পণ্য রমণীর বুদ্ধি : রঞ্জনের অহেতু ভঙ্গিমা
শস্তা মোড়কের মত তুলেছে কৃত্রিম ব্যবধান,
দরিদ্র জামাত হতে বহুদূরে টানিয়াছ সীমা।

ভেবেছ সাধনা করি দীর্ঘকাল অনুকরণের
শ্বেত অনুগ্রহে তুমি শ্বেতদ্বীপে হবে সিটিজেন
তোমার পাৎলুন ঢিলা, নেকটাইয়ের অনিপুণ ঘের
ফাঁকি দেবে প্রভু-দৃষ্টি, মেডিটেরেনিয়ানের ফেন;
কিন্তু সেই গুড়ে বালি মনে রেখো শক্তিহীন কীট
তুমি যে হাইব্রিড তুমি চিরদিনই রবে সে হাইব্রিড॥

www.pathagar.com

পাণ্ডিত্যাভিমানী কবির প্রতি

পাণ্ডিত্যের খোঁটা পুঁতে ভেবেছিলে কায়েমী আসন
রেখে গেলে কবিতার রঙ্গামঞ্চে। মাথা করি হেঁট
আমরা ও-ক্ষেত্রে যারা নিতান্তই প্রোলিটারিয়েট
নীরবে নিলাম স'য়ে তোমার ও পণ্ডিতী তর্জন।
ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি নাই আর বিষম গর্জন
ওপড়ানো খোঁটা লোটে একপাশে হাসির টার্গেট
সিংহাসন অবলুপ্ত শূন্যোদর তোমার পকেট
প্রেরণা দেয় না আর; প'ড়ে থাকি হতাশ্বাস মন।

কোথায় তোমার ফাঁক কিংবা ফাঁকি বোঝার আগেই
কেটে পড়ো হন্তদন্ত (মোরা মানি বিষম বিস্ময়)
নতুন দিগন্ত পানে অনুরাগে অথবা রাগেই
বোঁচকা গুটায়ে (আহা, আমাদের মনে তবু ভয়)।
হঠাৎ ধরিয়া ফেলি তোমার পাণ্ডিত্যে যাহা নেই
সে কেবল অবজ্ঞাত মানুষের অখ্যাত হৃদয়॥

অতি আধুনিক কবিকে

সুরের প্রাচীন সংজ্ঞা ভুলে গেছ হে 'আড়ষ্ট কাক!'
আঙ্গিকের ফাঁকি গুঁজে নিতে চাও কৃত্রিম বাহবা
(সমালোচনার ছলে পেটায়ে স্বকীয় জয়ঢাক)
কিন্তু সব ফেঁসে যায় যে মুহূর্তে কোন খাঁটি ধোবা
নতুন বৎসর প্রান্তে সুকঠিন পাটে আছড়িয়ে
তোমাকে পরখ করে সে মুহূর্তে খ'সে পড়ে ল্যাজ
সমালোচনার শেষে চোখ মুখ হাত ঠুকরিয়ে
কোন রূপে রক্ষা করো ধার করা ল্যাজ কিংবা ব্যাজ।

স্বগোত্রের পরিচয় টক, মিঠে, নোনতা কিছুটা
সাড়ে সাঁইত্রিশ ভাজা সাত ঘাটে গলাধাক্কা খেয়ে
জীবনের অভিজ্ঞতা হয় কিছু সাচ্চা আর ঝুটা
শ্মশানে কাটাও রাত কাব্যকুঞ্জে ঠাঁই নাহি পেয়ে।
এ সব হ'ত না যদি মানবতা বুকের তলায়
কিছুটা আসন পেত; কবিতা ফুটিত সাহারায়॥

www.pathagar.com

ফাঁদ

ঘুঘু দেখবার আগে এ জীবনে এতগুলো ফাঁদ
ক্রমশ দেখতে হ'ল যার ফলে ঘুঘুর কথাটা
অবলীলাক্রমে চাপা প'ড়ে গেল কোন পায়ে হাঁটা
সংকীর্ণ পথের ধারে। অতঃপর দেখেছি আবাদ
শহরে, জনতারণ্যে--ঘুঘু নয়, শুধু তার ফাঁদ,
মধ্যে মধ্যে শুনি তবু ক্ষীণ কণ্ঠে অহেতু বচসা
তোলে তীব্র প্রতিবাদ : কেন এই ঘুঘুর ব্যবসা
নির্বিঘ্নে সমাধা হয় উক্ত জীব পেলে নির্বিবাদ!

কিভাবে ও স্বল্পমূল্যে প্রতিদিন ঘুঘু ধরা যায়--
কি উপায়ে সফলতা এ কথাটা ফাঁদ ভাল জানে।
তাই আমি দেখিয়াছি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়--
দলে দলে ঘুঘু আসে ফাঁদের সে নৈর্ব্যক্তিক টানে;
ঘুঘুর করুণ মৃত্যু প্রত্যহ ছড়ায় সবখানে
ফাঁদের প্রগতি ক্রমে উন্নতির সীমানা ছাড়ায়॥

শেষ

হে বাচাল! থামাও থামাও একটু প্রগল্‌ভতা,
মানুষের মত যারা প্রয়োজন নাই তাহাদের
তোমার ব্যঙ্গোক্তি বিষ। জানি জানি গভীর মেঘের
অন্তরালে থাকে বজ্র; তার সাথে নাহি চলে কথা।
প্রবল গতিতে ঝড় ভেঙে ফেলে মৃত্যু-আবিষ্টতা।
অজস্র বর্ষণে মেঘ মাঠ হ'তে ফেরে দূর মাঠে,
যদি পথে বাধা পড়ে মাথা ঠুকে মরে না কপাটে;
বজ্রের দুঃসহ দাহে প্রমাণ করে সে নিঃশঙ্কতা।

এ জীবন, এই মেঘে নামুক সে বজ্রের আভাস
শূন্য শুষ্ক মৃত মাঠে তার এক কটাক্ষ ইংগিত
নিমেষে থামায়ে দিক তৃণের চটুল পরিহাস?
বন হ'তে বনান্তরে ছুটে যাক উদ্দাম সংগীত;
জাগুক আঘাত ক্ষীণ দুর্বাদলে বনানীর শ্বাস
সব পরিহাস শেষে জীবনের বলিষ্ঠ ইংগিত॥

www.pathagar.com

যৌবসেনা

মরুর বাতাসে ঝোড়ো এলোচুল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে তার
আগমনী পদ-ধ্বনি চটুল
প্রিয়-বাঞ্ছিত অত্যাচার।

দূর দিগন্ত মরীচিকা ছায়া দোলে
বালু সৈকতে বিহঙ্গ নির্ভয়
শিকারী পাখির আঁখিতেও বিস্ময়
উড়িতে পারে না, আকাশের পথ ভোলে।

তরল শোণিতে তপ্ত প্রদাহ জ্বলে
মদির ফেনায় ধমনীতে উচ্ছলে
শিরায় শিরায় উষ্ণ সংক্রামক
রক্তেই তার লোভ সে মারাত্মক।

কামনার বিষ লাল তার চোখে মাখা
ক্রূর দৃষ্টির হাজার শিখায় বাঁধে
তৃপ্ত নহে সে, সোনালি ভোগলিপ্সাতে
আজীবন তাই দেহ মন তার কাঁদে।

পায়ের তলায় মরুভূমি হ'ল লীন,
বালু সমুদ্র উদ্দাম অস্থির
নিশ্বাস ফেলে চ'লেছে দীর্ঘ দিন
মরু সাগরের অশান্তি ওঠে জাগি
রুক্ষ আঁখিতে সহসা ঘনায় নীর।

হে বিজয়ী বীর! অধীর চিত্তে জ্বলে
আমারো অমনি শিকারীর মত নেশা,
শুনি যেন কোন চতুষ্পদের হ্রেষা,
বল্লমখানি আঁকড়িতে চাই বলে!
আমারে কি দেবে দীক্ষা তোমার মন্ত্রণায়
যাযাবর বেদুইন!
যাত্রা করিব দিগন্ত ধরি পথ সন্ধান-হীন
ভাঙিব গোধূলি-তন্দ্রা ধরার মরু ধূলায়।

তবে তুমি শোনো—আমি সেই অতীতের
পশুর শোণিত শিরায় শিরায় বহি

www.pathagar.com

উদ্ধত মূক বুকের বেদনা সহি
আবার জাগিব এই মোর প্রার্থনা।

যে বন-ভুজগ ক্রমে হ'য়ে তীক্ষ্ণধী
অনায়াসে পার হ'য়ে গেল গিরি নদী,
বহুদিন পরে বৃদ্ধ সে অজগর
পশ্চাতে শুনি আহ্বান মৃদুতর
ফিরে যেতে চাই আদিম প্রাণের টানে।
রক্তে আমার পথ চলিবার নেশা
পথ খুঁজি তাই অন্ধের সন্ধানে॥

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল–
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
–অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।

জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এইসব যন্ত্র জানোয়ার
দিন রাত্রি ঘোরেফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তর, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর
অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিঙে আসামে জঙ্গলে।

আহত সন্ধ্যায় তারা অবশেষে কাঁচড়াপাড়াতে।
দূরে নাগরিক আশা জ্বলে বাল্‌বে লাল-নীল-পীত;
উজ্জীবিত কামনার অগ্নিমোহ–অশান্ত ক্ষুধাতে;
কাঁচড়াপাড়ার কলে মিস্ত্রিদের নারীর সঙ্গীত।

(হাতুড়িও লক্ষ্যভ্রষ্ট) ম্লান চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে
কাঁচড়াপাড়ায় জাগে নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত॥

নাটকীয়

সুদীর্ঘ দিন রাত্রির মাঝে গোধূলির অবসর
তবু তো স্বপ্ন এলো।
হালকা হাসির বুকে পুঞ্জিত মন্দার-মেঘভার
তারি মাঝখানে অবসাদ এল জানি না তো কতবার,
শ্রান্তি রশ্মি মেলো

www.pathagar.com

হায় পূর্ণিমা পাণ্ডুর রাতে প্রথম বিরহী চাঁদ
অমাবস্যার নিরাশ আঁধারে খোঁজে তারে উন্মাদ।

২

কেটে গেছে কবে ভরা জোয়ারের প্রচুর প্রগল্‌ভতা
আজ রাতে যবে শুধাইনু, তুমি কহ নাই কোন কথা;
পরিহাস নয় শুধু মনে করো মিছে অভিনয় ভার
আজ রাতে তাই গভীর কৃষ্ণ কঠোর নীরবতার।

৩

কৃষ্ণচূড়ার ফুল ধরেছিল একদিন তুমি জানো
সবুজ প্লাবনে অগ্নিশিখার দোলা
সেদিন আমরা কাছাকাছি থেকে কতবার পথ ভোলা
ভরা মুকুলের দিনে ঝরে যেতে দেখে বিস্ময় মানো।

৪

কাল রাত্রির অজানা লগ্নে প্রহরী তারকা এসে
যে কথা শুনেছে আকাশের বুক ঘেঁষে
চতুর্দশীর পূর্ণতা পেয়ে অনাগত পূর্ণিমা
সে হাসি ছড়াল আমার ললাটে অকুণ্ঠ ভালবেসে;
আকাশ! তোমার প্রহরী তারকা-রশ্মি সে কথা জানে
যে চতুর্দশী অস্ত গিয়াছে আলোকের ব্যবধানে?

৫

স্বপ্ন জীবন মেঘের অন্তরালে,
লক্ষ-শিখায় অগ্নি ছড়ানো মেঘ-বিমুক্ত দিন
যে স্বপ্ন ছিল গৃহের প্রদীপ ক্ষণ অবকাশ কালে
লক্ষ-শিখার অগ্নি-শিখায় সে স্বপন আজ লীন।

৬

পদতলে মোর বাষ্পাভরণ মৃত্তিকা হল কবে
দেখিলাম কত মৌসুমী সঞ্চয়,
ফুল ফসলের পথিক যাত্রী চলে গেল একে একে
দেখিলাম সব আশা আজো শেষ নয়।
সরল শাখায় দুরতিক্রমণীয়
পুষ্পিত মোর আনন্দ রমণীয়
কৃষ্ণচূড়ার শিখায় আমার ব্যর্থ রক্ত-লোভ।
তবু সে তো চায় অনাগত দিন, রাত্রি বিস্মরণ

www.pathagar.com

হালকা হাসির মেঘ কেটে যাবে—একদিন যারা প্রিয়
আজিকে তাদের কাছে নাহি পেয়ে ক্ষুব্ধও নহে মন।

ক্লান্তি জরার অবকাশ কালে মুহূর্তে দিলে দেখা
সমাকর্ষণ রয়ে গেল অক্ষয়
সুদীর্ঘ দিন-রাত্রির মাঝে গোধূলির অবসর
আতপ্ত মোর চুম্বন আজো প্রিয়তম শেষ নয়।

সমাপ্তি

এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
গোধূলির অপূর্ণতা প্রভাতের কথা মনে আনে
এ গোধূলি শেষ কিনা এই কথা কেউ বলো জানে!
আজিকার এ গোধূলি ঊষার নির্মম পরাভব;
এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
আমরা তো শববাহী যাত্রীদল চ'লেছি অশেষ,
এ শবের জীবাণুতে পান করি বিষাক্ত নিমেষ
শুনে যাব বেলাশেষে পিপাসার তৃপ্তিহীন রব।

আমার আকাশ আজ মুছে যাক পৃথিবী মুছুক,
ঝ'রে যাক পুষ্পগন্ধ মৃতদল ফাল্গুন মনের
একদিন যে এসেছে, একদিন যে ভ'রেছে বুক
আজ তার চিহ্ন নাই, মনে হয় বসন্ত বনের
শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে জাগে মৃত্যু ভয়াল উৎসব :
এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব॥

মধুমতির তীরে

আকাশের মাঠ ঘিরে ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবন
তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখি চাঁদ দেখে আলোর স্বপন,
দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস,
জ্যোছনা ভেজানো তনু তার নীচে ফেলে মাঠ, মরা ঘাস
উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নীলের কিনারে।

নলবনে জ্যোছনার বাঁশী ছড়ায় সুরের আস্তরণ
ঝিম হয়ে আসে সেই সুরে সকল আকাশ, নদী বন!
স্বচ্ছ নীর নদীর আরশি, মাটি ফেলে গভীর প্রশ্বাস
তারাভরা ছবি বুকে নিয়ে নদী হ'ল দ্বিতীয় আকাশ;

www.pathagar.com

চাঁদ সেথা ডুবে ডুবে চলে বহুদূরে সমুদ্র অতলে।
জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির স্বপ্ন মধুমতি
দুই পাশে ধানক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী
সূর্যাস্তের তোরণে যেখানে জ্বলে সন্ধ্যাতারকার টিপ
রাত্রির দুর্গম পথে পথে মহাকাশ জ্বালালো প্রদীপ
কর্কশ দিনের দাঁড়কাক যেথা এসে হল স্তব্ধ বাক্।

এখন এ নলবন শুধু রাত্রিচর পাখিদের পাড়া।
নিঃশব্দের সুবিপুল নীড়ে নেমে এল চাঁদের ইশারা,
স্তব্ধ নীল পটভূমিকায় রিক্ত সাকী সংগীতমুখর
সেই শুধু করিছে উতলা ব্যথা ক্ষুব্ধ ধরণীর ঘর–,
বনতলে শূন্য করি বুক ডেকে ডেকে ফিরিছে ডাহুক।

তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে গভীর মেঘের
ছায়াম্লান মাটির বাঁশরী সুর ভেসে চলে ডাহুকের,
সে বাঁশীর ঘন সুর-জালে মুগ্ধ মন, উতলা আকাশ
ভঙ্গুর মাটির দেহলিতে ক্রমাগত ফেলিছে নিশ্বাস;
নলবনে জমানো অশ্রুর ডাহুকের সুগভীর সুর।

সেই সুরে এ মাটি আকাশ কোথা দূরে চলে ভেসে ভেসে
পদতলে মেলে না ঠিকানা চলে কোন সুদুর্গম দেশে
সুদূরে, নিকটে, ঘনবনে–বন্ধুর, দুর্গম পথে ভয়ে
নিজেরে অচেনা ভাবি মন জেগে ওঠে পরম বিস্ময়ে
পড়ে থাকে প্রান্তর আকাশ পাখা মেলে ওড়ে শাদা হাঁস।

দীর্ঘ তার মৃণালের মত কণ্ঠ বেয়ে স্বর ফেটে পড়ে
পাড়ি দিয়ে বহু জনপদ চলে কোন অচেনা গহ্বরে।
অপরিচয়ের নীড় পানে মেলেছে সে আলোকিত ডানা
ডাহুকের দূরচারী সুর অরণ্যের পায় না ঠিকানা;
ম্লান সন্ধ্যা; ছায়া পথ ধরে চাঁদ নামে রাত্রির সাগরে।

তুমি যদি আজ কাছে আসো এই রাত্রে নাহি যাবে চেনা
গোধূলির পূর্ণ পরিচিতি ছায়া-ম্লান হল সে অচেনা,
আঁধারের এই যবনিকা পাখিদের করেছে আড়াল,
হয়তো সে মুহূর্তের নদী কিংবা সে দিগন্তহীন কাল
সমুদ্র ফিরিছে কাছে কাছে বহিতেছে আমাদের কাছে।

গভীর মেঘের নলবনে শুক্লা দ্বিতীয়ার সাদা পাখি
ডুব দিয়ে তিমির অতলে সে বিহঙ্গ ঘুমায় একাকী
পরিত্যক্ত দিনের পালক ভেসে যায় শর্বরীর বানে

www.pathagar.com

অন্তহীন ছায়া-পথ ধরে ফিরিছে সে অশ্রান্ত সন্ধানে;
এখন নিকটে যায় দেখা রাত্রির নিকষ তটরেখা।

তার কালো দীর্ঘ তরঙ্গের একটানা সুর ভেসে আসে,
সে অতল সমুদ্র গহনে সারা মন সংকুচিত ত্রাসে,
জনতার মুখর সভায় খোঁজে ভীরু কথার আড়াল
অসংখ্য জোনাকি শিখা নিয়ে জ্বলে দূরে ছায়াচ্ছন্ন তাল
আর পাশে তমিস্রা প্রচ্ছায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়॥

দোয়েলের শিস্

দুর্ভেদ্য তিমির ঘন রাত্রির তোরণ হ'তে ভেসে আসে দোয়েলের শিস্
সন্ধ্যার বালুতে জ্বলে দিবসের শেষ সূর্য বিচিত্র ভূষায়
অজ্ঞাত রাত্রির তীরে শোনা গেল শেষবার দোয়েলের শিস্
তীক্ষ্ণ সুর সুতীব্র সংগীত!
জানি এ তো বজ্র নয়
বজ্রেরও বিস্ময়
রাত্রি আর মৃত্যুর ইঙ্গিত
দোয়েলের শিস্।

সাদা-কালো দুই রঙে আবদ্ধ তনুকা সুকোমল
সেই পাখি! কণ্ঠে তার বয়ে নিয়ে আসে কোন্ গীতি শতদল
গোধূলি-ভরানো সুর মুমূর্ষু সূর্যের রক্ত রাগে,
কণ্ঠের নির্ঝর খুলি শেষবার রাঙায়ে সে গেল চলি বিদায়ী পরাগে
সুকোমল সুরে।
এখন আকাশে তার ক্রমাগত কালো রাত্রি পড়ে ঝুরে ঝুরে
তিক্ত-তীব্র বিষ,
দিগন্তের তীর ছেড়ে আঁধারে চলেছে ভেসে দূর হ'তে দূরে
দোয়েলের শিস্॥
ঘুম পাড়ানোর সুরে এ তো শুধু ঘুম ভাঙানোর তিক্ত মাদকতা
এই সুরজালে শুধু ব'য়ে আনে বিপুল স্তব্ধতা
দীর্ঘ নারিকেল তাল রৌদ্র দীপ্ত দিনের মিনারে
ভয়-স্তব্ধ শর্বরীর ধারে
বর্ণহীন তাল-স্তম্ভে, আকাশের গম্বুজে, খিলানে
রাত্রি তার কালো তীর হানে
তীর হানে দোয়েলের শিস্।
সে বিষাক্ত মৃত্যুতীরে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে রঙ দিগন্তের ধারে
আর্শির পারার মত জমা হয় এক কোণে স্মৃতির কিনারে

www.pathagar.com

মৃত্যুর আশিস;
দোয়েলের শিস্॥

শুনি দোয়েলের শিস্, সুতীব্র ঝাঁঝালো—
সবে নীড়ে ফেরে পাখি, নিভে যায় আলো,
জ্বলে ওঠে আলো,
ঘুমের সময় আসে, ঘুম ভাঙানোর
তীব্রতায় কেঁপে ওঠে দোয়েলের সুরের ঝাঁঝর।
মরা গাছে, ডালে ডালে
লঘুপাখা মেলিয়া সে বিদায়ের ক্রূর করতালে
জানায় ভাষণ
জানায় শাসন
নেশাতুর বিষ :
দোয়েলের শিস্॥

ঘুমের সময় হ'ল রুদ্ধদ্বার। পাখি
উজাড় করিয়া সুর বনপ্রান্তে ফিরিছে একাকী
শূন্য নীড়ে।
কোন নীড়ে?
যেখানে মৃত্যুর ছায়া ঢাকিয়াছে সে পাখির সুর
প্রান্তরের শেষ সীমা যেথা হ'ল কাঁকর-বন্ধুর
রাত্রির পর্দায়
সব জ্বালা ঢেলে যেথা পড়ে আছে কংকালের কামনা নির্বিষ
সেখানে ঘুমের পাখি, আবছায়া হ'য়ে আসে
তন্দ্রাতুর দোয়েলের শিস্॥

ঝিল্লী

নিবিড় নিথর রাত্রি, স্তব্ধতায় যে কলভাষণ—
তুমি তারি দূতী, তুমি ভার দিয়ে নিশীথ-পাখায়
শোনালে হারানো গান। মর্মরিত পাতার স্বপন
ধূলিতলে অবিশ্রাম দূর হতে দূরে কেঁদে যায়।
রাত্রিচর নভযাত্রী নীরব সঞ্চারে মেলে ডানা,
কৃষ্ণা আকাশের পথে জমে আছে স্তব্ধতা গভীর।
কলভাষ থামাও তোমার। কিছু হয় নাই জানা
তোমার অপরিচয় : অন্ধকার দীর্ঘ শতাব্দীর।
হাজার সূর্যের আলো যে গুণ্ঠন পারেনি খসাতে—
তোমার সুরের লাস্য তার পায়ে চপল মঞ্জীর।

www.pathagar.com

কলভাষ থামাও তোমার, আজ এই দীর্ঘ স্তব্ধ রাতে
চেনা পৃথিবীতে চলে—সন্ধান অচেনা ধরিত্রীর।
এখনো নূপুর বাজে ঝিল্লীকণ্ঠে, ফেরে সে বাসাতে
যেথা নীড় বাঁধা আছে নবারুণ আলোকরশ্মির।
সারারাত ঝিল্লীর নূপুর বাজে ঝিমঝিম
আকাশের গায়ে শুধু ঘুম
নীরব নিঝুম।

ধান-কাটা মাঠে
পড়ে আছে শস্যগন্ধী খড়,
এক মনে গণিছে প্রহর তারা
ধরণীর ঘুমের পাড়ায়
নীরব পাহারা।

ঝিল্লি ডাকে অবিশ্রাম :
তুমি জাগো, তুমি স্তব্ধ হও
তুমি শুধু কথা পুঞ্জ শুধু শব্দ নও,
তুমি তারা, তুমি ঝিল্লীস্বর
শস্য-সম্ভাবনা নিয়ে তোমার রজনী কাটে
ধূসর প্রান্তর।
বিদ্যুৎসংকুল পথে তুমি স্বাতীতারা—
প্রবল বাধার মুখে আবর্তমুখর গতিধারা
—তীর-তীব্র বেগ
জীবন মৃত্যুর দোলে সুতীব্র আবেগ।
তোমার চলার তালে প্রলয় সৃষ্টির বাজে সুর
ঝিম্‌ঝিম ঝিম্‌ঝিম কলোল্লাসে বাজিছে নূপুর
থামায়ে সকল কোলাহল।
তোমার ঘুমের কুঁড়ি পাপড়ি মেলিছে অবিরল
জীবন্ত উল্লাস রসে
পরম আশ্বাসে অচঞ্চল,
তোমার পথের ধারে অশ্রান্ত ডাকিছে ঝিল্লীদল॥

পথিক

হাজার জনতা যেথা পার হ'ল—চির যাত্রীদল
লক্ষ যুগ যুগান্তর ফোটায়েছে সেখানে কমল
কঙ্কালের শীর্ণ বুকে। বাদুড় মেলিয়া যায় পাখা।
সেখানে রজনী অন্ধ গাঢ়-কৃষ্ণ তমসায় ঢাকা।

www.pathagar.com

শুধু অন্ধকারে ক্লিন্ন দেখা যায় সে পথের ধূলি
যে পথে চলিয়া গেছে মানুষের ছিন্ন দলগুলি॥

সে পথের ধূলি তুলে শুধানু তাদের ইতিহাস :
আনন্দ বেদনা আর ঘরভাঙা, ঘরের আশ্বাস;
সে পথের ধূলি নিয়ে অন্তরের বাতায়ন খুলি
ধূলিস্তূপ মাঝে আমি দেখিলাম হয়ে গেছি ধূলি!
দেখিলাম মরুপ্রান্তে চেঙ্গিসের করোটি-মিনার
আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে পরশিছে ধূলির কিনার,
দেখিলাম সমুদ্রের যাযাবর মিশেছে ধুলায়
সহস্র রজনী-কথা বাগদাদের ধূলি-জনতায়॥

মানুষের মনের গহনে দেখিলাম শুধু অশ্রুজল
মিলনে, বিরহে চির-শ্রাবণের ধারা অবিরল
ঝরিতেছে অন্তহীন কাল, নাই তার প্রদোষ সকাল;
যত ভুলে যাওয়া গান উঠায়েছে বেদনা আড়াল॥

চরম ব্যথার দিন হে পথিক! যদি ভুলে থাকো
স্বপ্নের রঙিন ক্ষণ কোনদিন তুমি ভুলো না কো।
ব্যথা-বারিধির বুকে সেই স্বপ্ন সে আশার দীপ
শূন্যতার মরুরাত্রে ধরিবে সে পথের প্রদীপ;
বধূ তব দীপশিখা পথ চাওয়া সোনার কমল
লক্ষ যুগ যুগান্তর যেথা প্রিয় মেলিয়াছে দল॥

শাহেরজাদী

রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী!
পাতার আড়ালে জাফ্‌রানী রং; গোলাবের ফোটাদল,
সেতার বাজিছে কণ্ঠে তোমার রসায়িত উচ্ছল,
কখনো চটুল পুলকে হাসিয়া বেদনায় কভু কাঁদি;
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

সুর চঞ্চল তোমার আঙুল আমি শুধু বাঁধা তার,
তোমার আঘাতে আমার ব্যথাতে হ'য়ে আসে একাকার,
জোছনা-জোয়ারে চাঁদের প্লাবন, ঢেউ ওঠে সেতারার;
চাঁদ হেসে যায় শুনিয়া তোমার কাহিনী এ লজ্জার॥

তুমি কথা কও আরো চুপি চুপি স'রে এসো আরো কাছে,
তোমার তপ্ত নিশ্বাসে মোর শিরায় রক্ত নাচে,

www.pathagar.com

লীলা-রসে ভরা কামতনু তব মুছি কলঙ্ক কালি
রঙ্গীন হ'ল রক্ত প্রেমের ফোটা গোলাবের ডালি।
কখন এসেছো আলিঙ্গনের আড়ালে ও বাহু বাঁধি?
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

ঘুমে ঢুলে পড়ে বাদশা হারুন দুই চোখে ভরা নিঁদ,
দজলার জলে পেতেছে আকাশ ঘুম-প্রাসাদের ভিত,
জলপরীদের শত লাস্যের চটুলতা হ'ল শেষ,
রাজ-প্রহরীর দুচোখে লেগেছে মোহন তন্দ্রাবেশ,
তুমি শুধু আসো আরো কাছে সরে ভেঙে দাও মোর ঘুম,—
শিহরিয়া ওঠে তব চুম্বনে সুপ্ত নিশি নিঝুম,
ধরা পড়ে ওই ঘন চুম্বনে ব্যাকুল শুক্লা রাতি;
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

মম স্বপ্নের চির-রাণী তুমি, কে বলে তোমারে বাঁদী?
তোমার কাহিনী আমার মর্মে অশেষ শাহেরজাদী।
তোমারে দেখেছি ঘুমভাঙা রাতে মোর উপাধান পাশে,
বহুদূর হ'তে যেন ও বুকের পুষ্প-সুরভি আসে;
জানি না সে কোন অচেনা বনের তরুণী হাস্‌নাহেনা
চিরদিন মোর অচেনা থেকেও হয়েছে পরম চেনা;
চেনা-অচেনার হাস্‌নাহেনার মালঞ্চে চির-সাথী
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

যেখানে জীবন-মৃত্যু আলোর কালোর তীব্র ঝারি
সেখানে ছিটালে তোমার প্রেমের রক্তিম পিচকারী।
সাগর-বেলার বাঁকা দিগন্তে তোমার ভ্রূ-বিলাস,—
বাঁকা কটাক্ষ করেছে ক্ষণিক কালিমারে উপহাস,
বিপুল স্রোতের মোহনায় তুমি অঞ্চল দিলে পাতি
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

তুমি আছো তাই ভয় নাহি পাই। এ তীব্র স্রোতধার
মুছে নেবে যবে তখনো আমরা ফুটিব গুলে-আনার,
আমারি রুধিরে হবে প্রাণরস তুমি পাপড়ির লালী—
এক হ'য়ে যাব দু'জনে মিলিয়া পুষ্পের ভরা ডালি,
হব মিলনের প্রেম-উপহার, হব চুম্বন-তরী,
সেই রঙ্গীন শিখায় মিলন পার হবে বিভাবরী,
তিমির-সাগর হবে তার ভোর পুলকানন্দে মাতি;
রাত শেষ তাই কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী॥

www.pathagar.com

নিষ্প্রদীপ

মানুষ খুঁজিয়া ফিরি জনতায়; মানুষ কই?
পথে প্রান্তরে এ মনে আমার নিষ্প্রদীপ,
জাগল না আর তিমির সাগরে আলোর দ্বীপ,
ব'য়ে মরি মৃত প্রবালের বোঝা হাড় অথই;
মানুষ কই?

তোমাকে তো আমি খুঁজেছি বন্ধু অনেক দিন,
চিনতে পারিনি কখনো তোমাকে পাশে থেকেও,
প্রদীপ নেভানো যে রাত্রে আমি দৃষ্টিহীন–
নিষ্প্রদীপ সে ভোলালো তোমাকে পাশে রেখেও!
আমাকে খুঁজতে জানি তুমিও যে ভয়-ব্যাকুল!
শুধু কি আড়াল নিষ্প্রদীপের–তিমির ভুল?
তা তো নয় জানি–জনতার ভিড়ে সঙ্গীহীন
এ চোখে, এ মনে আলো নিভে গেছে অনেক দিন
–অনেক দিন,
তাইতো তোমাকে ভুল হয় পেতে, পাও না তুমি,
জনতার মাঝে তাই দেখো কোন্ শ্বাপদ-ভূমি,
তোমাদেরো আমি পারি না চিনতে পালাই ভয়ে;–
একলা রই।
মানুষ কই?

মানুষ কই?
এ যে প্রেতপুরী প্রেত-জনতার কালো মিছিল,
তিমিরাবরণে নাই হেথা ফাঁক মুক্তি নীল,
সাঁড়াশির মত শীর্ণ হাতের প্রবল চাপে
শ্বাস রোধ করে দিতে চায় হায় সবল চাপে;–
পাশে চেয়ে দেখি জনতার মাঝে সঙ্গীহীন
চির-পরিচয় ভুলে যাওয়া আজ এ দুর্দিন
কালো অথই।
মানুষ কই?
মানুষ কই?

পটভূমি

সাড়ে আটটার ট্রেন উগারিয়া গেল তার আহার্য রাতের :

উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে রাতজাগা মানুষের দল
পথের দু'ধার ঘেঁষে চলে যেন সরীসৃপ পাথর শীতল

www.pathagar.com

আর চলে প্রাণহীন নাগরিক, নাগরিকাদের
উজ্জীবিত পাশবিকতার
নগ্নরূপ মৃত জনতার।

বিকট শব্দের মেঘ বিছায়েছে নগরীর আকাশে ধূসর
রঙচটা বিবর্ণ চাদর
ট্র্যাফিকের আর্তনাদে, ট্রামে বাসে পথের পাথর
ম্লান হ'য়ে যায় যেন,
এমন সময়
পাহাড়ী কিশোর কণ্ঠে শোনা গেল ছাতা-সারানোর
শ্যেন-তীব্র স্বর।
মৃত অরণ্যের বুকে যেন কোন উদ্দাম, বলিষ্ঠ দাঁড়কাক
ডেকে গেল কর্কশ প্রবল শেষ ডাক।
শব্দ ওঠে ছাতা-সারানোর
নির্জীব রাত্রির ম্লান-স্বপ্ন তন্দ্রাঘোর।

ছুটে গেল সে আরণ্য বলিষ্ঠ শব্দের তাপে তালে তালে,
লাল দীঘি তীরে তীরে অচেনা ঝাউয়ের ডালে ডালে
রক্ত-রাঙা বিরাট মহালে
চাতালের 'পর
তীক্ষ্ণ বল্লমের মত ছুটে যেয়ে লাগে সেই ছাতা-সারানোর
তীর-তীব্র স্বর।
ভেসে যায় চোখের পলকে
ফুটপাত, কারখানা, যন্ত্রপীড়া এই বদ্ধ ঘর–
শুনি যেন জীবন্ত উচ্ছল
প্রাণবন্ত জীবনের প্রসারিত পাখার খবর,
নিবিড় আঙুর বন, বরফ-জমানো চূড়া, সুদৃঢ় পাথর।

বিদেশী সাইপ্রেস শাখে দৃঢ় পাহাড়ের ঘ্রাণ।
দুর্গম পথের
অচেনা বন্ধুর জগতের,
সাথী তার পাথুরে বাদাম,
সেব নাশপাতি আর পেশী দৃঢ় হাত
তরুণীর কেশদাম, পাহাড়ের চূড়া-ঘেরা তারা-ভরা রাত।
সেখানে যে চাঁদ ওঠে
(কলুষিত বিকৃত দৃষ্টির
ব্যর্থতায় নহে অসুন্দর)
সূর্যের জাফরান নিয়ে যেখানে বাসায় ফেরে নীল কবুতর
পরিপূর্ণ নীড়ে,

www.pathagar.com

অসংখ্য সেতারা জ্বলে ঘন নীলে, রাত্রিরে তিমিরে।
পাহাড়ের বিপুল স্তব্ধতা,
প্রাণবন্ত জীবনের চরম পূর্ণতা
আকাশের গাঢ় নীল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
আনারের ঘন রক্ত-পাপড়ির 'পরে,
তরুণীর রক্তিম কপোলে
নরম বুকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে রাঙা ঢেউ তোলে।
নিস্তব্ধ প্রগাঢ় শান্তি,
মাঠ, ঘন বন,
বলিষ্ঠ সুঠাম তনুমন
বুলবুল, সুরের প্লাবন...
জানি না সে কতদূরে পাহাড়ী বন্যায়, ঝড়ে ভাসিতেছে সাতরঙা কুচি
ভাঙা আনারের দানা অনর্গল ঝরে পড়ে হিমেল হাওয়ার সাথে যুঝি
স্তূপীকৃত জমে ওঠে গালিচার একপাশে পেস্তার রঙিন পাথর
আঙুরবনের হাওয়া, পাহাড় পথের হাওয়া বয়ে আনে চাঁদের খবর--

*

যান্ত্রিক চাপের নীচে সে স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়ে জানি না কখন,
আখরোট বন ছেড়ে দুঃস্বপ্নের মত জেগে ফাইলের বন;
এখানে সমস্ত দিন প্রবল বর্ষায় ভিজে পাহাড়ী কিশোর
শতাব্দীর ব্যর্থতায় রাজপথে ঘুরে ঘুরে ছাতা-সারানোর
তোলে তিক্ত সুর...

পদ্মার ভাঙন

তারপর বন্যা এল মৃত্যু-বেগে পদ্মার ফাটলে
জরাস্তব্ধ জীর্ণতটে জাগিল আকুল আর্তনাদ।
তীব্র সংগ্রামের বার্তা উঠে এল রুধিরাক্ত জলে
পদ্মার দু'তীর চূর্ণ করি দূরে চলিল নিষাদ।
দুস্থের দুর্বল বাধা মানিল না পদ্মা ও প্রকৃতি,
শোষণের পূর্ণ দেহ দেখা দিল পূর্ণ রূপ ধরি
সে কী আর্তনাদ, মৃত্যু, সংখ্যাহীন ক্ষুধিতের ভীতি
পদ্মার ভাঙনে এসে জমা হ'ল বুভুক্ষু শর্বরী :
ক্ষুধাশীর্ণ। জননীর সম্ভ্রম লুটালো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগণন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।
নদীতে প্রশান্তি এল, থেমে গেল বন্যার প্রকোপ।
থামিল না সেই বর্শা—শোষকের মেদস্ফীত লোভ৷

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিত

মাটির আরশি এক। মানুষের মৃত্যু দেখে–
অপমৃত্যু এই,
প্রবল ক্ষুধার জ্বালা, ধর্ষিতা নারীর শব মৃত্যুর আগেই।
তবু মন, ওরে মোর মন
কান পেতে শোনো তুমি জীবনের বিপুল স্পন্দন।
তুমি জানো এ-মৃত্যুর চির বন্ধ্যা রুক্ষ মরুতল,
দীর্ণ করি অনায়াসে যেতে পারে আমার লাঙল।
সে সূর্য ফলার মুখে-বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ প্রতাপ
নিমেষে নিমেষে ছেড়ে গাঢ় কৃষ্ণ শর্বরীর চাপ,
আকাশ গহ্বর ছিঁড়ে রজনীর ক্রূর নাগপাশ
নিমেষে ফাটিয়া পড়ে রক্ত ঊষা–আগ্নেয় কাপাস,
দিগন্তে সোনালি রঙে পেঁজা তুলা ছিটায় অবকাশ,
ওরে মন, ওরে মোর মন
দিকে দিকে সেই তীক্ষ্ণ লাঙলের করো অন্বেষণ।

ঐ দেখ শিশু কাঁদে, ঐ শোনো দিকে দিকে মৃত্যুর খবর,
চিরদিন বয়ে মরে ধরণীর সুপ্ত শিশু নিরাশার স্তর,
ওরা জাগে চিরদিন ব্যথাতুর ঘুমহারা রাত্রির প্রহর,
পেষণের মর্মান্তিক কালো চাপ রচিতেছে ওদের কবর,
কলকারখানা গর্ভে আঁকড়িয়া প্রতিদিন ধনীর শহর,
মাঠে মাঠে, শস্যখেতে জলেস্থলে রচিতেছে ওদের কবর।

বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার,
সন্ধ্যা নামে আসন্ন শীতের।
ওরে মন তুমি কারে ডাকো?
আর্তসুর ওঠে সংগীতের :
আজ রাত্রে ফুটিবে না তারা?
আজ হবে নিশ্বাস নিসাড়?
আজ শুধু ভাসিবে কেবল
বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার?

বলো 'নহে', বলো 'নহে', বলো 'নহে'
এই ক্লিন্ন, এই অসমান–
বাতাসের হাহাকার দীর্ণ করি নিয়ে যাব সম্পূর্ণ আঘ্রাণ
পূর্ণ জীবনের।
মরণ দিনের
সমুদ্র-সীমানা মোরা পার হয়ে নিয়ে যাব

www.pathagar.com

আত্মার পাথেয়,
এই ভাঙা দল, এই অবজ্ঞাত, এই লুণ্ঠিত
ধূলিতলে হেয়
বিশীর্ণ যাত্রিক নিয়ে গড়ে যাব ধরণীর নতুন মিছিল,
দিনের বল্লম হেনে খুলে যাব রজনীর কারা অন্ধ খিল।
...দিকে দিকে সুসম্পন্ন চাষ,
স্তরে স্তরে ফেটে-পড়া, আকাঙ্ক্ষিত আগ্নেয়-কাপাস,
সুদীর্ঘ ফলার মুখে এ ভয়াল নিরাশার দীর্ঘ কালো চাপ,
সূর্যের বল্লম জানি উচ্ছেদ করেছে আরও রজনীর ছাপ।
তারপর কী আশ্চর্য! সপ্তবর্ণ শুভ্রতায় দীপ্ত জলস্থল
মাঠে মাঠে সোনার ফসল,
সূর্যের লাঙল॥

শিকার

বিদ্যুৎ বন্যার বহ্নি বুকে পুরে হাঙরের মত
মেঘেরা চলেছে ডুবে আকাশের গহীন নদীতে
নিঃশব্দ সঞ্চারে, জ্বলে—অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মত
বিপুল প্রত্যঙ্গ, আর অবরুদ্ধ কোটি ধমনীতে
জাগে এক চাপা ঝড় ঘনীভূত বাষ্পের ধোঁয়ায়।
তীর বেগে ছুটে চলে দুর্নিবার সে আগুন বুকে।
অতর্কিত আক্রমণে অকস্মাৎ দূরে শোনা যায়
অরণ্যের আর্তনাদ হাঙরের লেলিহান মুখে...

সারা বন তোলপাড় করে সেই ভয়াল হাঙর,
বিদ্যুতের হিংস্র দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে অরণ্যের টুটি
সবুজ বনানী স্বপ্নে তুলি নগ্ন শাখার ভ্রূকুটি
তন্বী তমালীর দেশে টেনে আনে কঙ্কালের ঘর।

জেগে ওঠে সে মুহূর্তে শিরদাঁড়া ভাঙা হাহাকার
এ বনে শিকার শেষে অন্য বনে খোঁজে সে শিকার।

পাথরের দিন

গাঁইতির দীপ্ত মুখে বেজে ওঠে পাথরের দিন,
ম'র্চে-ধরা মাঠ শোনে বহু নিম্নে ফসলের শ্বাস,
উপরে উদ্ধত ক্রূর পাথরের উষর সঙ্গিন
বিক্ষিপ্ত আঘাত হানে মুছে দিতে সকল আশ্বাস।

www.pathagar.com

বিগত যবের মাঠে, জোয়ারের অবলুপ্ত মাঠে
অনুর্বর দুঃস্বপ্নের শ্রান্তি নামে মরুভূ উন্মুখ,
বহু আলস্যের স্তরে চাপা পড়া সে-মৃত কপাটে
পাথরে আহত হ'য়ে ফিরে আসে গাঁইতির মুখ।
তারপর দেখি সেই পাথরের দিন ক্রমাগত
সকল প্রান্তর জুড়ে অবিশ্রান্ত ফেলে বেড়াজাল,
নুড়ির শিকলে তার জমা হয় কোটি পঙ্গপাল,
যেখানে গাঁইতি এক ওঠে নামে বিদ্যুতের মত
দীর্ণ করি পাথরের মৃত স্তর সংগ্রাম আহত
দুঃস্বপ্নের শেষে আনে ফসলের রক্তিম সকাল॥

মৃগতৃষ্ণিকা

যে মৃগতৃষ্ণিকা মোরে ঘোরায়েছে দূর হ'তে দূরে
এক মরু মাঠ ছেড়ে অন্য মরু-অধিত্যকা পানে
(উত্তপ্ত নেশার রঙ গলিত রূপার স্তরে স্তরে)
আজো আমি ঘুরি সেই মরীচিকা মায়ার সন্ধানে।
জানি পান্থপাদপের শেষ চিহ্ন লুপ্ত দীর্ঘকাল
ফেনমুখ ছুটি তবু মরীচিকা পথে হতাশ্বাস
দিগন্তের নীলপটে জলবিম্ব অস্পষ্ট শৈবাল
ছায়ার নৈরাজ্যে সেই খুঁজি বৃথা পানীয় আশ্বাস।

সজ্ঞান চেতনা এই আত্মঘাতী অতৃপ্ত নেশার
বঞ্চিত জীবন জ্বালা বর্ণমেঘ বিচিত্র ভ্রান্তির
অপরূপ শোভাময়। পাই নাই খুঁজে তার পার
কামনার ঘূর্ণীস্রোতে কোনদিন মেলে নাই তীর;
সূর্যের ঐশ্বর্য খুঁজি স্বর্ণ-ছায়া বিভ্রান্ত সন্ধ্যার
আকাশে,—আঁধারে শুনি তৃষ্ণার অতৃপ্ত হাহাকার॥

সুর

যে সুর সমস্ত রাত্রি বেজে যাবে বাতাসের ছড়ে
দীঘল নদীর মত সারারাত্রি বাজিবে যে সুর,
দৃঢ় তটরেখা পারে জীবনের আগ্নেয় অঙ্কুর
ছড়ায়ে পাবে যে মুক্তি অগ্নিশিখা রাত্রির প্রহরে
তমিস্রা-পাথর পটে কক্ষচ্যুত অজানা বন্দরে
সেই নদী, সেই তারা লুপ্ত মোর মননের মত
নিঃশব্দে বহিয়া চলে আয়োজন করি অবিরত

www.pathagar.com

দিন ও নদীর শেষে অবচেতনায়; ঘুমঘোরে।
তির্যক সর্পিল গতি বহি ক্লিষ্ট বিস্মৃতি-প্রচ্ছায়
অস্তিত্ব হারায়ে চলে আতপ্ত উজ্জ্বল দিবালোকে,
রাত্রির তরঙ্গ-মেঘ যে মুহূর্তে নামিবে সন্ধ্যায়
গোধূলির ক্লান্ত বক্ষে, মুক্তি পাবে ঝলকে ঝলকে
আমার তারার স্বপ্ন, নদী-তীর, শ্রান্ত ঝাউবন,
পীতাভ সূর্যের স্রোতে চলেছিল যার আয়োজন॥

সংগতি

আমার নিবিড় ঘুম ভেসে যেত রাত্রির অঞ্জনে
যদি না তোমার স্বপ্ন দোলা দিত আমার আকাশে,
যদি না তোমার কথা মর্মরিত দক্ষিণ পবনে
আমার মনের প্রান্তে রাত্রির বিশ্রান্ত অবকাশে
ভাসিয়া আসিত তবে এ বিষণ্ন সঙ্গীহারা নীল
মুহূর্তে বিষাক্ত হ'ত, ঢেকে যেত তিক্ত তীব্র বিষে,
আমার আকণ্ঠ তৃপ্তি নিমেষেই বিভ্রান্ত ফেনিল
খুঁজিয়া পেত না শান্তি প্রশান্তির সমগ্র আশিসে।
আজ রাতে স্বপ্ন তব ভেসে এল পরীর পাখায়,
আজ রাতে স্বপ্ন তব ভেসে এল মনের গলিতে,
যেমন চামেলি গন্ধ ভেসে আসে নীল জোছনায়,
যেমন সমুদ্র-হাওয়া ভেসে আসে শহরতলীতে,
মৃত্যুর অপরিসর কক্ষে আনে সবুজ খবর
তপ্ত জীবনের প্রাণে মুক্তি পায় আবদ্ধ কবর॥

হীরার কুচির মত

হীরার কুচির মত এ হৃদয় পৃথিবীর ক্রূর নিষ্পেষণে
বেদনার দীপাধারে জ্ব'লে ওঠে অঙ্গার বক্ষের
সুগোপন মর্মমূলে—শিহরিয়া তিমির স্ফূরণে,
সঞ্চারিয়া শুক্লা, কৃষ্ণা দুই পক্ষ সুদূর কক্ষের।
গ্রহ তারকার পথে ঘূর্ণমান কালের খেলায়
কোটি সূর্য ফেটে পড়ে সে বঞ্চিত তিক্ত বেদনার
আগুন পরশ পেয়ে দিগ্বলয় তীরে অবেলায় :
হীরার কুচির মত আলো নিয়ে অশেষ কান্নার।
অনেক দীঘল রাত্রি এ কান্নার শেষ চেয়ে আমি
কাটায়েছি তন্দ্রাহীন, বেদনার অনির্বাণ দাহে

www.pathagar.com

তাকায়ে নিজের পানে সবিস্ময়ে মধ্যপথে থামি
দেখেছি বিপুল সৃষ্টি এই তীব্র বেদনা আগ্রহে
হীরার কুচির মত নীহারিকা হ'তে দূর গ্রহে॥

প্রেমের আবির্ভাব

দোলা দাও, দোলা দাও, হে পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রে পথ চিনে প্রেম এল বুকে,
জীবন-মৃত্যুর ঝড় জাগে আজ আমার সম্মুখে
বৈশাখ পাংশুল শাখে চমকায় বিদ্যুৎ-বিভাস।

মেঘ বক্ষে সঞ্চারিত গুরু গুরু শাওনের ত্রাস
দিগন্ত ছাড়ায়ে অন্য দিকচক্রে খুঁজিছে বন্ধুকে,
কখনো বেদনা-রিক্ত, কখনো বা পরিপূর্ণ সুখে
ঝড়ের প্রলয় তালে শুনিতেছে বর্ষণ আশ্বাস।

তার ক্ষীণ পদধ্বনি গুরু গুরু বজ্রধ্বনি যেন
নিরুদ্ধ শিরায় মোর আনিয়াছে শঙ্কার জোয়ার।
ব্যগ্র-বাহু আলিঙ্গনে মৃত্যুকে সে এনেছে লুকায়ে।

আজ প্রেম মুক্তি পাবে, মুক্তি পাবে সমুদ্র সফেন,
আঁধারের সাথে হবে পরিচয় অজানা তারার
ফুলের নিশ্বাস হবে পরিপূর্ণ ঘন বনচ্ছায়ে॥

ব্যক্তিগত

হিতৈষী মহল থেকে বহুবার শোনা গিয়েছিল
আমার সম্মুখে নাকি বিরল সৌভাগ্য-সম্ভাবনা
অর্থাৎ অর্জিত পাপে,
মোটা নোক্‌রি,
টাকা,
পার্ক সার্কাসের বাড়ি;
ধনী কন্যা প্রমোদ-সঙ্গিনী।
কিন্তু সময়ের চক্রে অকালে যখন
নিভলো তাঁদের আশা তখন আমার ভীমরতি
(অকালে, কুষ্মাণ্ড দলে ভ্যাগাবণ্ড)! আমি
আদর্শের ফালি নিয়ে ফিরি ফুটপাতে।
পার্ক সার্কাসের সাথে মেলাতে বাধে না

www.pathagar.com

হাভিয়ার কোন পল্লী;
পুঁজিবাদী পুঁজ
যেহেতু জমানো দেখি উক্ত ডাস্টবিনে
(যদিও সজ্জিত আহা বিচিত্র ভূষায়)!
দুর্মর তাগিদ আসে
পাশ্ববর্তী বস্তি থেকে তবু;
'ইতরের' মধ্যে আমি
খুঁজে ফিরি সত্তা মানুষের
ক্ষুধিত প্রাণীর শ্বাসে
মেশায়ে নিজের দীর্ঘশ্বাস
আদর্শের পন্থা কতো দুরারোহ বুঝি প্রতি পা'য়!

দিনরাত্রি চেয়ে দেখি বিপক্ষে আমার
অগণন ফেরাউন–কারুণের ব্যূহ,
দেখি চেয়ে শড়কের
প্রতি প্রান্তে অসহায় বনি-ইস্রাইল
তেমনি সন্ধান করে মুসা কালীমের,
সারা পথ কেঁপে ওঠে বন্দী বেদনায়...
মজলুমের লোহুধারে ভেসে যায়

পৃথিবী তেমনি...
সংগ্রাম-বিধ্বস্ত মন ভুলে যেয়ে সংঘাতের গ্লানি
জেগে ওঠে দিকে দিকে সর্বগ্রাসী আসন্ন জেহাদে,
মুসা কালীমের খোঁজে সেনানী যে নির্ভীক সত্যের॥

প্রেসম্যান

যন্ত্রের গর্জন-শ্রান্ত তন্দ্রাতুর প্রেসম্যান দেখে
নতুন বিস্ময় এক : পথচারী আহত বুলেটে,
নির্ভীক জনতা চলে বারুদের বুকে পথ কেটে :
চলেছে শতাব্দীকাল যারা পথে ক্লান্তি-চিহ্ন রেখে
যৌবন-বন্যার মত আজ তারা এসেছে অনেকে,
আজ তারা প্রাণ পেল একসাথে কঠিন বুলেটে
আজ তারা প্রাণ পেল রক্তনীল তীক্ষ্ণ বেয়নেটে
রেখে গেল পথপ্রান্তে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মৃত্যুকে...

আরণ্য ঝড়ের শব্দ শোনা যায় সেই পদক্ষেপে
মাটির নতুন ঘ্রাণ ভেসে আসে সে ঝড় মৌসুমে

www.pathagar.com

যে ঝড় (বিশীর্ণ-শ্রান্তি) চলেছিল দীর্ঘ পথ মেপে
মৃত্যুর মর্সিয়া হয়ে, রূপ নিল আজ সাইমুমে!
সসাগরা পৃথিবীর আদিগন্ত স্নায়ু ওঠে কেঁপে
রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ ঘুমে॥

হে বন্য স্বপ্নেরা

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর! কোনদিন যদি ফুটেছিল
তোমার শাখায় লাল, নীল,
জীবনের পুষ্প পর্ণ কোনদিন যদি দিয়েছিল
রসায়িত অজস্র সলিল,
তবে সেই ফুটে-যাওয়া ফুল, জানি, নয় সেদিন সুদূর—
তবু সেই অনাঘ্রাত দিন...আজ শুধু কাহিনী অশ্রুর।
স্তূপীকৃত দিনের সুরভি বহে না এ রাত্রির আকাশ,
তবু সেই দিনের সন্ধানে আমার তারারা ফেলে শ্বাস,
ফসলের শূন্য শুষ্ক মাঠ পেতে চায় সোনালি আশ্বাস॥

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর! আজিকার মৃত্যু-নিকেতনে
যে ছায়া পড়িছে নিত্য ছাইচাপা তোমার প্রেক্ষণে,
সে ডুবন্ত ছায়া শুধু দিশাহারা নিরাশা ব্যাকুল
অথই নৈরাশ্য তলে ডোবে নিয়ে আহত মাস্তুল।
অনেক অনেক আগে ছিঁড়ে গেছে পাল, ভাঙা হাল,
ধ্বংসের জোয়ারে ওঠে অগণন প্রমত্ত উত্তাল
কালো জল। ডোবা পাহাড়ের কোন অজ্ঞাত শিখরে
অবেলায় অপঘাতে পাথারের জলে তারা মরে।
তারা মরে, তারা মরে শূন্যতলে মাটিতে, পাথরে
অনেক দিনের পাপ জমা হয়ে যেথা স্তরে স্তরে
পাপের পাহাড় গড়ে, সে তিমির অতল গহ্বরে
তারা মরে তারা মরে আজ শুধু তারা ডুবে মরে।

এখানে শিশুর কান্না—ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে,
মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শঙ্কিত প্রহরে।
আজিকে কবন্ধ ওরা ভারবাহী বহে সে খবর :
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।
পথে পথে বাঁধা পড়ে। পলাতক সে ভগ্ন মিছিল
দেখে দ্বার রুধিয়াছে বহুদিন আগে এ নিখিল
তাহাদেরি অত্যাচারে। তারপর অদ্ভুত জনতা
মুখ গুঁজে পড়ে আছে শুধু ওঠে অশ্রু-আকুলতা

www.pathagar.com

কণ্ঠতট চেপে ধরা শব্দহীন দুর্বোধ্য ভাষাতে
রাত্রি নামে এ প্রান্তরে ক্রমাগত আশঙ্কার সাথে,
দুর্ভেদ্য নিবিড়তার অন্তস্থলে নাহি যায় দেখা,
সূচী-চিহ্নহীন সেই তিমিরের শেষ তটরেখা
শুধু দূরে সরে যায় : অবিরাম হেথা আর্তস্বর :
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।

অন্ধকার! গূঢ় অন্ধকার–
ভয়ঙ্করী এ রজনী বাহুতে জড়ায় কাল সাপ
মানুষী বিবেকে শুধু পড়িতেছে শয়তানী চাপ
পাশব প্রতাপ।
এই রাত্রি দীর্ণ করি আসিবে কি দীপ্তফলা সূর্যের লাঙল
মাঠে মাঠে কোনদিন দোলাবে কি স্বর্ণশীষ সবুজ ফসল
মনের মহুয়া বনে জাগাবে কি যৌবনের স্বপ্ন নীল হাওয়া,
ফাল্‌গুন বন্যার দিনে আগুন দিগন্ত ভূমি ছাওয়া
জাগাবে কি জাগাবে কি আর;
পার হয়ে এই রাত্রি, পার হয়ে এই অন্ধকার?
গলিত শবের মুখে এই প্রশ্ন এ সংশয় আশঙ্কা-কুটিল
বহু রাত্রি পার হয়ে স্খলিত পথের প্রান্তে শঙ্কিত নিখিল
আজো স্বপ্ন দেখে;
আজিও শবের পিছে পার হয়ে যাত্রীদল চলেছে অনেকে।
হে বন্য স্বপ্নেরা মোর! কোনদিন যদি ফুটেছিল
তোমার শাখায় লাল, নীল,
অসংখ্য অশেষ যাত্রা সে পথে আমার। যদিও সে
ক্লিন্নপথে সাপের মিছিল॥

কাফেলা

ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন দূর ওয়েসিস কিংবা সাহারায়;
জানি না কোথায়!

উটের ঘণ্টার শব্দে ম্লান মরু-বালু ওড়ে, মুছে যায় বেলা,
ঝড়ের প্রশ্বাসে তার গ'ড়ে ওঠে ভেঙে পড়ে ধরণীর ঢেলা,
ওরা সব দল বেঁধে উটের সারির আগে তবুও একেলা
চ'লেছে কাফেলা!

www.pathagar.com

কোন দূর দেশান্তরে জনপদ হ'তে ওরা নিয়াছে বেসাতি,
কোন দিগন্তের ধারে আজ ওরা একমনে খুঁজিতেছে সাথী,
কাশ্মীরী লাবণ্য আর বাগদাদের রূপকথা; ধ্বংসে-স্তূপ-পারে
ঊষার দুয়ারে...

সাইমুমের স্রোত বর্তে, গোবির বালুকা পথে, তারার বিস্ময়
ওড়ায়ে দু'রঙা ধূলি ঘূর্ণাবেগে কাফেলার নব পরিচয়
মুহূর্তে মুহূর্তে এই নার্গিস-ফোটানো দীর্ঘ পথের কিনারে;
মঞ্জিলের দ্বারে...

দু'ঘড়ির অবসর নিয়ে ফের যাত্রা তার দুস্তর আবেগে,
চকিতে জাগায়ে দিয়ে হিঙুলের প্রাণ-বন্যা তীব্র গতিবেগে
কাফেলা চলেছে ছুটে, পিছনে পড়িছে লুটে সাথীরা প্রাচীন,
শেষ হ'ল দিন!

জেরুজালেমের মাঠে তবু ভ্রাম্যমাণ সেই সুবিপুল ঝড়ে
জলপাই-শাখা হ'তে একে একে সবুজের চিহ্ন ঝ'রে পড়ে,
হেরেম বন্দর ফের নতুন ঊষার রাগে হ'য়েছে রঙিন;
শুরু হ'লো দিন।

পাথর-চাপানো ভার, শিকলের ভারী বোঝা নিয়ে এল দিন,
পরিখার পাশ দিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে চ'লে গেল সর্পিল সঙ্গীন;
দিগন্তের চাকা ঘুরে দীর্ঘ পরিক্রমা-শেষে খুঁজে পেল তীর
জয়দৃপ্ত শির।

সূর্যের বল্লম ফের নরম স্বপ্নের খাপে আসে ম্লান হ'য়ে,
গুলে বকৌলির নীল সাততলা মহলের শিখা আনে ব'য়ে,
সরন্দ্বীপের মোম ছেড়ে যায় সীমাবদ্ধ বেদুঈন খিমা
সংজ্ঞাহীন সীমা।

পাথরে প্রশান্ত যেথা আতশী-পেয়ালা আর শাহ্ জামশিদ
কাফনের কালো নেশা নেকাব প্রচ্ছায় যার নাহি ভাঙে নিঁদ
দু'পাশে ঘুমায় তার ইরানের শাহ্জাদী; ওঠে হাহাকার
নিঃশব্দ নিসাড়।

কখন সুরার পাত্র আল্ বোরজের প্রান্তে চূর্ণ হ'ল তার
ম্লান হ'য়ে নিভে এল বিলোল কটাক্ষ কত তন্বী জোহরার
আঙুর বনের হাওয়া থেমে যায়, নেমে আসে ধরণীর বেলা;
থামে না কাফেলা।

www.pathagar.com

সরাইখানার সেই ঝড়ের গতিতে ভেঙে মরু-মুসাফির
তন্দ্রামুক্ত সাথীদের বিরাট মিছিল নিয়ে খুঁজেছে শিশির
মৃগ-তৃষ্ণিকার মায়া কাটায়ে কখন তারা ছেড়ে মরুবিষ
খোঁজে ওয়েসিস।

যেথা শবনম-স্বপ্ন শুকায়ে প্রখর তাপে জেগেছে আবার
পাদপিষ্ট ধূলিকণা হাওয়ার সোঁতায় উড়ে জেনেছে আবার
বিষাক্ত জিন্দানখানা পার হ'য়ে তার শুভ্র দিকচক্রবাল
দোলায় হেলাল।

লু' হাওয়ার বেড়া ছিঁড়ে পায়ে পায়ে পিষে ফেলে বাধার শিকল
অনেক মরুভূ পারে তাদের দুর্গম যাত্রা হ'য়েছে সফল,
আজ পঙ্গপাল-মুক্ত সবুজ গমের শীষ, ফুটন্ত নার্গিস
মেলে ওয়েসিস।

*

উটের সারির আগে মরু-চাঁদ ভেসে চলে আরব আজমে
ধূসর পাতার দেশে আবার মেঘের রঙ হ'য়ে জমে,
সুতুর-বানের দিন ব্যথাতুর, আঁসু ঝড়ে সিরিয়ার সাঁঝে,
যেন বাঁশী বাজে,

কাফেলার পাশ দিয়ে দিন রাত্রি, রাত্রিদিন স্বপ্ন তন্দ্রাতুর
স্মৃতির অতল হ'তে অবিরাম বেজে চলে সে-বাঁশীর সুর,
গ'ড়ে ওঠে ভেঙে পড়ে অনেক মিনার...আজ জানি না কোথায়
মেশে সাহারায়...

এবার ঘনালে সন্ধ্যা কোথায় ডেরার খুঁটি পাতিবে তাহারা
জানে না, সম্মুখে জাগে আদম-সূরাত, সন্ধ্যাতারার পাহারা
বন্য-বুতীমার দলে, মরু-বিয়াবানে কিংবা সাঁতোয়া আকাশে
তারা যেন ভাসে...

ভেসে চলে সাথে সাথে সেতারার সাদা মালা, মরুভূর ঢেলা,
ভেসে চলে খেলাঘর, ভেসে চলে শ্রান্ত কায়খসরুর খেলা,
নর্তকীর ভাঙা হাট শেষ হ'ল ভেঙে গেল খোশরোজ মেলা...
চলেছে কাফেলা...

উটের পায়ের শব্দে যাযাবর মরুতট হয়েছে বিভোল,
রাত্রিভরা সেতারার আলো আর মালা তার বুকে দেয় দোল,
শারাবন-তহুরার সন্ধানে যাদের দিন হয়েছে নিখোঁজ—
খোঁজে নওরোজ।

www.pathagar.com

তাদের চলার তালে ঘুম ভাঙে, দুই চোখে নেমে আসে ঘুম,
সুবে-সাদেকের শুভ্র পথে এসে তারকারা নীরব নিঝুম...
দীর্ঘ মোরাকাবা শেষে অকস্মাৎ প্রভাতের রঙিন মিনার
চূড়া তোলে তার...

প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উড়িছে ঈগল,
দিগন্তে সোনালি বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির শিকল,
উটের সারির পাশে জমা হ'ল একে একে দৃঢ় অচপল
দূর-যাত্রীদল।

সুতুর-বানের সুরে ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে মরুর জাহাজ
অনেক মৌসুম পানে তারা সবে দীর্ঘ-যাত্রা করিয়াছে আজ,
চিকন সোনালি বন্যা ধুয়ে যায় তাহাদের তারুণ্য সুঠাম
তাহাদের নাম।

মরু-বালুকার পথে অন্তহীন পদচিহ্ন এঁকে তারা চলে
দুই রঙা শাদা-কালো দিন-রাত্রি তাহাদের সম্মুখে উছলে,
অন্ধকার নীড় হ'তে সূর্য-আলোকিত তনু টেনে আনে পাখি
অন্তরালে থাকি'...

এখনো চলেছে তারা ধূলির তুফান তুলে আকাশের গায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চ'লেছে তারা কোন দূর ওয়েসিসে কিংবা সাহারায়
জানি না কোথায়...

কাফেলা ও মন্‌জিল

এক
মঞ্জিলের বাঁশী বলে, 'নীড় বাঁধো এখানে তোমার।'
কাফেলার ধ্বনি বলে, 'নয় নয়, নয় আজো নয়।'
মঞ্জিলের বাঁশী বলে, 'আনন্দের এসেছে সময়।'
কাফেলার ধ্বনি বলে, 'র'য়েছে দুঃসহ গুরুভার,
নতুন মঞ্জিল পানে রেখায়িত, দিগন্ত যাত্রার
সংকেত র'য়েছে প'ড়ে।' বাঁশী বলে, 'ভোল সেই কথা,
অন্তহীন বালু পথে মনে করো সেই নিঃসঙ্গতা,
সেই অবিশ্রাম গতি, দুর্বহ পথের গুরুভার–'

কাফেলার ধ্বনি বলে, 'জানি আমি, সেই তো আমার,
জীবনের অশেষ পাথেয়। প্রাণান্ত শ্রমের দিনে

www.pathagar.com

বোঝাব সে গুরুভার সেই তো চরম পুরস্কার।'
কাফেলার পদধ্বনি মুছে যায় দীর্ঘ পথ চিনে;
দিগন্তে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে দৃষ্টি সেতারার।

দুই
সেই দুর্গম পাহাড় পথের ডাক
এখনো শুনতে পাই,
কাফেলা সালার! আজ মোর জনপদে
সাথী নাই; সাথী নাই!

শত দুর্গম পাহাড়ের চূড়া বেয়ে
তবু দেখি প্রাণপণে
কারা যেন চলে আয়োজন করি
নিভৃত নির্জনে।

অলস, উদার রাতের মুগ্ধ ক্ষণে
শুনেছি তো বহুবার
পাহাড় পথের ডাক বজ্রের মত
হানা দেয় বারবার।

আমরা তখন রঙিন নেশায় মেতে
সে ডাক এড়াতে চাই,
পাহাড় পথের যাত্রী একাকী চলে,
নাই তার সাথী নাই।

প্রমোদ-বিলাসী সমতল-চারী যারা
শুনতে চায় না পাহাড় পথের ডাক,
ঈগলের সাথী হয় না ঈগল ছাড়া
আস্তাকুঁড়ের ছলনাকুশল কাক।

তাই বিস্ময়ে দেখি সারা রাত ধ'রে
পাহাড় পথের যাত্রী একাকী চলে,
অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ করি তার
সঙ্গীবিহীন মনের তারকা জ্বলে।
প্রমোদ-বিলাসী আমরা তখন নীচে
আস্তাকুঁড়ের আনন্দ গণি মিছে,
সরাইখানার দুয়ারে আঘাত হেনে
সারা রাত ফেরে পাহাড় পথের ডাক।

www.pathagar.com

খলিফাতুল মুস্‌লেমিন

রাত্রি গাঢ়তর হল মদীনার শামাদানে
বাতি নিভে গেছে।
কে তুমি?
মানো না রাত্রির মানা, চলিয়াছ একান্ত নির্ভয়,
কত চাঁদ জ্বলে জ্বলে খেজুর শাখায় হল ক্ষয়!
কে তুমি, কে তুমি একেলা?
পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছো ক্ষুধিতের দ্বারে,
বারেবারে
মুছিয়া নয়ন!
নেভায়ে সেতারা দীপ চলে গেল মরুর পবন,
দূর সিন্ধু ডাকে,
কালো কাফনের মত আঁধার দুলিছে দেখ
জয়তুন শাখে
কোথায় তোমার যাত্রা?
সে কোন্ সুদূরে?
কার দ্বারে?
কোন্ প্রান্তরের পারে?
তোমার বলিষ্ঠ দেহ বহে আজ একি গুরুভার,
আরো ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছে ও চিত্ত তোমার!
একি মানুষের বোঝা? একি মানবতা?
কও কথা?
কে তুমি?
আজ বিয়াবানে বহিতেছে যে বোঝা বিপুল
আলোক-প্রদীপ
একদিন সে আলোয় দেখে নেবে পথহারা
নিরাশা ব্যাকুল
যাত্রীদল যাত্রাপথ-পিপাসা-আকুল
পথের প্রদীপ।
একি গুরুভার বোঝা দিন-রাত্রি বয়ে যাও তুমি!
মানো না দুস্তর মরুভূমি,
মানো না ঝড়ের কালোশ্বাস,
চোখে মুখে সুদৃঢ় আশ্বাস!
সুবিশাল বুক ভরি বিপুল বিশ্বাস
তোমার পথের 'পরে কত ঝড় বয়ে গেল,
মুছিল না তব পদরেখা
কোন ধূলি ডোবালো না তোমার পায়ের শুভ্র ধূলি

www.pathagar.com

মানুষের বুকের মর্মরে
রয়ে গেল চিরন্তন লেখা
মহাকাল বাড়ালো অঙ্গুলি
তোমার মুখের পানে অসীম সম্ভ্রমে...
মদীনার দীপশিখা নিভে গেল ক্রমে
তবুও চলেছ পথে ভারী বোঝা টেনে,
উল্কা তীর হেনে
আদম-সুরাত
বলে গেল তার, দীর্ঘ রাত,
খেজুর শাখার 'পরে
তারা ঝরে পড়ে–
বেদনার সুতীব্র দাহন
করিয়াছে তোমারে উন্মাদ,
কোন কণ্টকিত রাত্রি, কোন মরু-বাঁধ
পারে নাই রুধিতে ও গতি
মানুষের দ্বারে দ্বারে অব্যাহত তবু মুক্ত গতি।

জানি নাই তুচ্ছ রাজ্যপাট
তুচ্ছ বালাখানা,
তুচ্ছ প্রলোভন,
যে মানবতার বহ্নি নিত্য তুমি করেছ বহন
তার কাছে অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর শাহীতাজ
মানুষের প্রেমের আসনে
তুমি বন্ধু, রাজ–অধিরাজ।
তোমার দারাজ দিল্ হেলায় জিনিয়া গেল
মানুষের ক্ষুদ্রতার পাপ
পায়ে পায়ে পিষে গেল দাম্ভিকের বিকৃত প্রলাপ
হে দরদী, সমুদ্র-উদার!
সব সংকীর্ণতামুক্ত খুলে গেলে বিচিত্র সত্তার কারা-দ্বার
তুমি কার কান্না শোনো হে পথিক! কোন দুখিনীর
সন্তান কাঁদিছে
তুমি ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছ একা ছুটে বেগে
যদি আমি যেতে চাই পিছে
তুমি মানা করো, বলো, এ ভার তোমার :
আমীরুল মুমেনিন–মুমিনের খলিফার ভার।

গতি দ্রুততর হয় শিশুর কান্নায়
বিশাল আকাশে বহে ঝড়,

www.pathagar.com

ও বিশাল বুক ভরি, ক্ষুধাতুর মানুষের
কান্নার খবর
তোলে কোন্ সুবিপুল ঝড়?
কে তুমি, উমর?
হে খলিফাতুল মুস্‌লেমিন!
প্রান্তরের অবকাশে ঐ দেখ মানুষের ঘর!
এখানে নামাও বোঝা, এখানে থামাও গতি
হে বিশ্রান্ত! হে দারাজ-দিল!
তোমার বিপুল বোঝা সাশ্রুনেত্রে হেরিছে নিখিল!
আকাশের নীচে
বিস্ময় মানিছে জিব্রাইল!
হে দারাজ-দিল!
এবার বিশ্রাম নাও,
এবার থামাও গতি,
অন্তহীন পথ-প্রান্তে নাও তুমি মঞ্জিলের ক্ষণিক বিরতি।—
দেখ চেয়ে অস্তমুখী চাঁদ চলে মেঘেদের পিছে,
সুবে-সাদেকের শান্ত প্রশ্বাস বহিছে,
মদীনার শামাদানে সকল চেরাগ নিভে গেছে...।

নতুন সফর

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও; সিন্দবাদ!
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী।
কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে?
নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তি দিগ্বিজয়ী।
তরঙ্গ মুখে জাগে কত ভয়;—কে জানে আজ?
দ্বিধা সংশয় কত জমা হয়;—কে মানে আজ?
কে ছোটে হারানো গীতিকার পিছে মিথ্যাময়ী?
এ ঝড়-তুফানে জাগো দুর্বার দুঃসাহসী;
নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তি দিগ্বিজয়ী।

নয়া বুনিয়াদ গ'ড়ে তুলি নব স্বপ্নসাধ,
পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও; সিন্দবাদ!

পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও, মেনো না মানা;
দূরান্তচারী স্বপ্ন এ মনে দিয়েছে হানা।
কা'রা বাধা দেয়? কূপমণ্ডুক কে ভীরু প্রাণী?
চার দেয়ালের সীমানার ঘেরা মোরা না জানি!

www.pathagar.com

মুক্ত ভোরের প্রথম সূর্য চির আজাদ!
পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও; সিন্দবাদ!

ভোলো জীবনের ম্লান অবসাদ—চরম ক্ষতি,
দেখ চেয়ে দেখ মুক্ত প্রাণের অবাধ গতি!
আয়েশী রাতের বাজুতে আত্মসমর্পণ,
ভুলে যাও তুমি সে অপমৃত্যু—কাল মরণ,
শহীদী রক্তে খুঁজে নিতে প্রাণ নাও শপথ;
উড়ুক পথের প্রহরা—বাধার এ পর্বত।

বন্দী যেখানে বহু শতকের ক্লান্ত শ্বাস,
আবার সেখানে দিয়ে যাও তুমি প্রাণোচ্ছ্বাস,
জ্বালাও যয়ীফ, মুর্দা দিলের আবর্জনা;
নিত্য-নূতন পুতুল পূজার এ লাঞ্ছনা,
শেষ হ'য়ে যাক, সুদূরে মিলাক ক্লান্ত শ্বাস—
এই অকারণ উৎকণ্ঠার পাশব ত্রাস।
জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি,
নতুন সফরে শুরু হোক আজ জীবন সেই;
মুক্ত প্রাণের রোশনিতে ভয়-শঙ্কা নেই।
কা'বা-কেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমা!
ক্লান্ত রাতে সংশয় মনে রেখো না জমা,
সব দরিয়াকে বাঁধবে তোমার ইত্তেহাদ;
সব প্রতিরোধ ভাঙবে তোমার এই জেহাদ।

জেহাদের মাঝে জানি শুধু আছে জিন্দেগানি,
চলো সেই পথে মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী!
পাড়ি দাও স্রোত কঠিন প্রয়াসে অকুতোভয়;—
এই নিশীথের তীরে হবে ফের সূর্যোদয়।
বাধার পাথারে কিশ্‌তী ভাসানো স্বপ্নসাধ,
পূর্ণ করেন মালিক আল্লাহ্—আল্ আহাদ্।

*

এক আল্লাহ্‌র দাস ছাড়া কারো ভৃত্য নও,
হক্ ইনসাফ, সাম্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা বও,
বনি আদমের ব্যূহ মাঝে তুমি জানাও আজ
নতুন চেতনা গ'ড়ে নিতে তার নয়া সমাজ।

*

দ্বীপ হ'তে দ্বীপে বিদ্যুৎ ঝড়ে এই খবর
পড়ুক ছড়িয়ে, যাক্ সে জ্বালিয়ে মৃত কবর,

www.pathagar.com

মুক্ত প্রাণের ইজ্জত পেতে নিক শপথ
সারা দুনিয়ার বন্দী পাথার, রুদ্ধ পথ
খিজিরের সাথে ঝড়-সংঘাতে অগ্রগামী
নব জীবনের অভিযানে আর যেও না থামি'।

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও; সিন্দবাদ!
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী!

কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে?
এ ঝড় তুফানে জাগো দুর্বার দুঃসাহসী;
নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তি দিগ্বিজয়ী।

বৈশাখ

ধ্বংসের নকীব তুমি হে দুর্বার, দুর্ধর্ষ বৈশাখ
সময়ের বালুচরে তোমার কঠোর কণ্ঠে
শুনি আজ অকুণ্ঠিত প্রলয়ের ডাক॥

চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে শেষ চিহ্ন সালতামামীর,
ফাল্গুনের ফুলদল (কো'কাফের পরী যেন) আজ শুধু কাহিনী স্মৃতির,
খর রৌদ্রে অবসন্ন রাহী মুসাফির যত পথ-প্রান্তে নিঃসাড়, নিশ্চল,
আতশের শিখা হানে সূর্যরশ্মি লেলিহান, ঝিমায় মুমূর্ষু পৃথ্বিতল,
রোজ হাশরের দগ্ধ, তপ্ত তাম্র মাঠ, বন মৃত্যুমুখী, নিস্তব্ধ, নির্বাক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

প্রজ্ঞার বর্তিকা নিয়ে দূর-দূরান্তের পথে চ'লে গেছে দিশারি খিজির,
শস্য-শ্যামলিমাহীন ঊষর প্রান্তর যেন শূন্যতার প্রতীক পৃথ্বীর,
চৈত্রের বিশ্রান্ত শ্বাস মূর্ত হ'য়ে ওঠে শুধু তাপদগ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে,
নিষ্প্রাণ শূন্যতা নিয়ে বিমর্ষ প্রান্তর,—মন গুমরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
খর রৌদ্রে উদঘাটিত ব্যর্থতার এ অধ্যায়, প্রাণহীন এ নদীর বাঁক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে নিষ্প্রাণ দিনের তীরে
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

হারায়ে সান্ত্বনা, শান্তি চৈত্রের গুমোটে বন্দী ধরা মৃত্যু-ম্লান,
রৌদ্রদগ্ধ পৃথ্বিতল দেখে শুধু অপমৃত্যু—মওতের জিঞ্জির জিন্দান,
শত বিকৃতির ছাপ, পঙ্গুতার ম্লান ছায়া পৃথিবীতে জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
পুঞ্জীভূত হতাশায় বিষ-বাষ্প জ'মে ওঠে লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত জীবনে,
গতিহীন জড়তায় বিকলাঙ্গ জীবনের পথে জমে ক্লেদ, গ্লানি, পাঁক;

www.pathagar.com

এ দুঃসহ জীবনেরে নাড়া দিয়ে এস ফিরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

এস তুমি সাড়া দিয়ে বিজয়ী বীরের মত, এস স্বর্ণ শ্যেন,
বাজায়ে নাকাড়া, কাড়া এস তুমি দিগ্বিজয়ী জুলকার্ণায়েন,
আচ্ছন্ন আকাশ নীলে ওড়ায়ে বিশাল ঝাণ্ডা শক্তিমত্ত প্রাবল্যে প্রাণের
সকল প্রাকার, বাধা চূর্ণ করি মুক্ত কর পৃথিবীতে সরণি ত্রাণের,
সকল দীনতা, ক্লেদ লুপ্ত কর, জড়তার চিহ্ন মুছে যাক;
বিজয়ী বীরের মত নির্ভীক সেনানী তুমি
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

অগণ্য, অসংখ্য বাধা ওড়ায়ে, প্রবল কণ্ঠে তুলি তীব্র পুরুষ হুঙ্কার
হে বৈশাখ! এস ফিরে বজ্রের আগুনে দীপ্ত—আল্লার দু'ধারী তলোয়ার,
ভ্রষ্ট, গুমরাহা যত নির্বোধের অহমিকা, শূন্যগর্ভ দম্ভ, আস্ফালন
চূর্ণ করি এস তুমি শঙ্কাশূন্য রণাঙ্গনে সমুজ্জ্বল সেনানী যেমন
নিঃশঙ্ক আল্লার শের—দীপ্ত আবির্ভাবে যার পলাতক ফেরুপাল, কাক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি; ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা—জালালী ফকীর
মূসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙে তেমনি বৈশাখ এস খর রৌদ্রে...এস ঘরে ঘরে,
তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক;
কালের কুঠার তুমি নিষ্প্রাণ জনারণ্যে
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

কিংবা রোজ আযলের প্রোজ্জ্বল শিখার মত মুক্ত লেলিহান
জ্বালায়ে সকল আঁধি হে সাধক! দাও এসে মুক্তির আহ্বান,
প্রখর তোমার দাহে মিথ্যা তেলেসমাত, যাদু,—পুড়ে যাক সত্তা তামসিক
শুনুক সমগ্র বিশ্ব তোমার প্রবল কণ্ঠ হে দুর্জয় সত্যের সৈনিক!
শুনুক সভয়ে যত আত্মরতিমগ্ন প্রাণ জড়তার নিস্তব্ধ, নির্বাক;
পদ্মা মেঘনার তীরে এস তুমি এস ফিরে
এ জীবন সংগ্রামে বৈশাখ॥

ধ্বংসের নকীব তুমি হে বৈশাখ! এস ফিরে, এস তুমি অপূর্ব সুন্দর,
বৎসরের সূচনায় পিঙ্গল আকাশে দেখি অগ্নি বর্ণে তোমার স্বাক্ষর,
প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে অচ্ছেদ্য, অভিন্ন সত্তা,—ধূলিরুক্ষ এ পাক জমিনে,
জরাগ্রস্ত পৃথিবীতে, অথবা বিক্ষত প্রাণে এস তুমি এস পথ চিনে,

www.pathagar.com

তোমার প্রাণের তাপে ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের ক্লেদ, গ্লানি সব জ্ব'লে যাক;
পুরাতন বৎসরের প্রান্তর ছাড়ায়ে এস;
এস চির দুর্জয় বৈশাখ॥

বিদায় বিগত বর্ষ! হে বিশীর্ণ পুরাতন আলবিদা জানাই তোমাকে,
নতুনের স্বপ্ন জাগে মৃত্যুম্লান পৃথিবীতে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের বাঁকে,
নিষ্প্রাণ এ জড়তার বুকে জাগে তীব্র গতি, জাগে ঝঞ্ঝা রব,
দুরন্ত ঝড়ের বেগে অচল স্থাণুর বুকে ওঠে জেগে উদ্দাম বিপ্লব,
সুখ-বিলাসীর স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভেঙে পড়ে কারুণের সঞ্চিত মৌচাক;
সুপ্তির সমুদ্র থেকে জাগ্রত প্রাণের দ্বারে
হানা দেয় প্রমত্ত বৈশাখ॥

মৃত্যু-ঘন অন্ধকারে জ্বালায়ে বিদ্যুৎ—ক্ষণ দীপ্ত জুল্‌ফিকার
নববর্ষ শুরু হয়, নতুন বৎসর আসে সংগ্রামের পথে দুর্নিবার,
সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝে, শ্রম সাধনার পথে অপূর্ব উল্লাসে
'খোশ আমদেদ' ধ্বনি সকল দিগন্ত হ'তে আজ ভেসে আসে,
ব্যর্থতার যত গ্লানি মিশে যায় দূরান্তরে—পলাতক বলাকার ঝাঁক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে মুক্ত জনতার মাঝে
আসে আজ প্রমত্ত বৈশাখ॥
হে বৈশাখ! এস এস খররৌদ্র—উদ্ভাসিত প্রমুক্ত নীলার শাহ্‌বাজ
ঝড়ের দু'পাখা মেলে হানা দাও কণ্ঠে তুলে দ্বিধাহীন বজ্রের আওয়াজ,
দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, বিশাল অরণ্য আর জনপদ—বিমর্ষ শিকার
মুহূর্তে উঠুক জেগে, উঠুক সভয়ে কেঁপে দু'পাখার ঝাপটে তোমার,
প্রচণ্ড আঘাতে সেই রুদ্ধ গতি জীবনের সব গন্ডি—সীমানা হারাক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি প্রমত্ত বৈশাখ॥

হে বৈশাখ! এস এস...জিঞ্জির, জিন্দান ভেঙে সুলেমান নবীর উম্মত
প্রমত্ত জ্বিনের মত সদ্যমুক্ত এস তুমি তোলপাড় করি' সারা পথ,
উথালপাথাল ঢেউ দরিয়ার বুকে তুলে ক্ষণিকের মৃত্যু মহোৎসবে
ডোবায়ে হাজার কিশ্‌তি লক্ষ ডিঙি চল তুমি হে বৈশাখ, শত বজ্র রবে!
আতঙ্কিত ছাড়ে পথ দুই পাড়ে তরু শ্রেণী নারিকেল, তাল ও গুবাক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস ফিরে উন্মত্ত বৈশাখ॥

হে বৈশাখ! এস এস পাড়ি দিয়ে অতলান্ত দরিয়া কিনার,
হে দুর্ধর্ষ, উঠে এস বাষ্পীভূত কাল মেঘ—সমুদ্রের তাজীতে সওয়ার,
অমা-অন্ধকার-ঘন, ঝড় গতি সে তাজীর তীব্র হ্রেষা রবে
ভীরুতার অবসানে মহান মৃত্যুর মাঠে জীবনের খেলা শুরু হবে,

www.pathagar.com

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লোভ যত, গণিতের খতিয়ান অসমাপ্ত,—সব বন্ধ থাক;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা-মেঘনার তীরে
এস ফিরে প্রমত্ত বৈশাখ॥

কিংবা তুমি উঠে এস দুরন্ত, দুর্বার গতি শঙ্কাহীন হে ঘোড়-সওয়ার
ওড়ায়ে জড়তা শিলা, ওড়ায়ে সকল বাধা, দ্বন্দ্ব-দ্বিধা সংশয়ের ভার
পিষে ফেলে যাও সব রাজ্য, রাজধানী, গ্রাম, জনপদ, মাঠ;
আল্লার আলমে তুমি মর্দে মুজাহিদ, বীর, সমুন্নত প্রদীপ্ত ললাট,
তোমার তকবিরে তাই ত্রস্ত কুল মখলুকাত,—জীবনের, এ নদীর বাঁক
সময়ের হাতিয়ার কোষমুক্ত খরধার
এস চির দুর্জয় বৈশাখ॥

সংগ্রামে, সংঘর্ষে দীপ্ত এস তুমি হে বৈশাখ!—বিপ্লবের প্রতীক অম্লান
স্বাগত জানায় তাই তোমাকে বিপ্লবী বীর আশ্‌রাফুল মখ্‌লুক ইনসান,
তোমার বিধ্বংসী রূপে ভয় পায় ভীরু প্রাণী, অবিশ্বাসী অথবা দুর্বল,
তোমার বিধ্বংসী রূপে মর্দে মুমীনের মন উচ্ছ্বসিত, আনন্দ-চঞ্চল,
পথসঙ্গী সে তোমার জঙ্গী সে নির্ভীক প্রাণ যে শুনেছে জেহাদের ডাক
সর্বশক্তিমান যিনি তাঁর আধিপত্য মানি,
চল জঙ্গী নির্ভীক বৈশাখ॥
সংগ্রামী তোমার সত্তা অদম্য, অনমনীয়,—বজ্রদৃঢ় প্রত্যয় তোমার,
তীব্র সংঘর্ষের মুখে বিশাল সৃষ্টিকে ভেঙে অনায়াসে কর একাকার,
সম্পূর্ণ আপোষহীন, মধ্যপথে কোন দিন থামো না তো, জানো না বিরতি,
তোমার অস্তিত্ব আনে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন, অব্যাহত গতি,
প্রচণ্ড সে গতিবেগে ভাঙে বস্তি, বালাখানা, ভেঙে পড়ে জামশিদের জাঁক,
লাভ-ক্ষতি সংজ্ঞাহীন, নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্গ তুমি
হে দুর্বার, দুর্জয় বৈশাখ॥

তোমার অবাধ গতি সমুদ্রে, প্রান্তরে কিংবা সুদুর্গম অরণ্যে, পাহাড়ে;
যত পাও প্রতিরোধ সম্মুখে চলার পথে তোমার উল্লাস তত বাড়ে,
তোমার চলার তালে রুদ্ধ দ্বার কক্ষ ভাঙে, ভাঙে দুর্গ, আবদ্ধ প্রাকার,
স্থবির জড়তা, ক্লেদ উড়ে যায় শুষ্ক তৃণ হে বৈশাখ! সংঘর্ষে তোমার,
ধ্বংসের নেশায় মেতে উড়ায়ে গুঁড়ায়ে চল প্রতিরোধ, বাধা, দুর্বিপাক,
জাগায়ে ধ্বংসের সুরে খণ্ড কেয়ামত যেন
প্রমত্ত ধ্বংসের সুরে ধাও তুমি চির দিন
হে নির্মম, নির্ভীক বৈশাখ॥

হে বৈশাখ! এস, এস...স্রষ্টা যিনি লা-শরিক জব্বার, কাহহার
তাঁর আজ্ঞাবহ তুমি নিয়ে যাও দেশে দেশে প্রলয় ধ্বংসের সমাচার,
বিধূনিত তুলা সম উড়ে যাবে এ পৃথিবী, যে দিন পাহাড়;

www.pathagar.com

তোমার চলার তালে হে বৈশাখ! পাই আমি নিশানা যে তার
ধ্বংসের কঠোর দূত জানো না তো কোমলতা, দাও এসে প্রলয়ের হাঁক;
প্রমত্ত ধ্বংসের সুরে ধাও তুমি চির দিন
হে নির্মম, নির্ভীক বৈশাখ॥

বৈশাখ! তোমার স্রষ্টা জব্বার, কাহহার যিনি রহীম, রহমান;
তাঁর ইশারায় জানি ফুলের পাঁপড়ি মেলে অগ্নিকুণ্ডে শিখা লেলিহান,
অশেষ রহমত যাঁর বৃষ্টিধারা নিয়ে আসে জীবনের নব রূপায়ণ,
ধ্বংসের সমাধি স্তূপে সবুজ ঘাসের শীষে দেখা দেয় জান্নাত নূতন,
শহীদী লহুর স্পর্শে প্রাণবন্ত হয় ফের এ জমিন—কারবালার খাক;
তোমার ধ্বংসের সুরে অনাগত সৃষ্টি স্বপ্নে
মন তাই উধাও বৈশাখ॥

ঝড়

এক

হে বন্য বৈশাখী ঝড়!—হে দুর্দম! জীবন-মৃত্যুর
হিংস্র পটভূমিকায় ভ্রাম্যমাণ, তুমি যাযাবর,
পাড়ি দিয়ে যেতে চাও মহা বিশ্ব, দূরান্ত সুদূর!...

জন্মের মুহূর্ত থেকে ছেড়ে তাই পরিচিত ঘর
দৈত্যের তাঞ্জামে চল শঙ্কাহীন তুমি দুর্নিবার,
ছড়ায়ে দক্ষিণে বামে উল্লসিত মেঘের কেশর

ঘূর্ণাছন্দে টেনে তোল সিন্ধু-বক্ষে প্রবল জোয়ার
(পৃথিবীর দূর প্রান্তে উচ্চারিত হয় তাই নাম)!
প্রবল গতির মুখে খুলে ফেলে দিগন্তের দ্বার

প্রমত্ত প্রাণের বেগে চল তুমি, চাও না বিশ্রাম!
তোমার উন্নত শির স্পর্শ করে আকাশ খিলান,
ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর রূপ,—জানি তবু নয়নাভিরাম!

তোমার চলার তালে ওঠে ঘূর্ণি—প্রমত্ত তুফান;
হে বন্য বৈশাখী ঝড় চল নিয়ে ধ্বংসের আহ্বান॥

দুই

হে বন্য বৈশাখী ঝড়! গতিস্রোত প্রমত্ত ভয়াল
ধ্বংসের নেশায় মাতি, যৌবনের উল্লাসে নির্মম
পাড়ি দাও অনায়াসে ফেন-ক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তাল,

www.pathagar.com

ডোবায় হাজার কিশ্‌তি, লক্ষ ডিঙি,—অরণ্যে দুর্গম
অতর্কিতে এসে তুমি হানা দাও দস্যু দুর্নিবার,
দুর্ভেদ্য প্রাকার যেন ঘন বন করি অতিক্রম

মুহূর্তের মাঝে তুমি আদিগন্ত মাঠ হও পার!
দীপ্ত বিদ্যুতের ফণা চম্‌কায় দিগন্তে সর্পিল;
তবু তুমি শঙ্কাহীন মৃত্যু মেঘে নির্ভীক সওয়ার

চলার নেশায় মত্ত ধ্বংস রসে আকণ্ঠ ফেনিল
দিক-চক্র পাড়ি দিয়ে কর নব দিগন্ত সন্ধান!
আকাশের ঝরোকায় সবিস্ময়ে দেখে জিব্রাইল

জাগায়ে প্রবল কণ্ঠে মৃত্যু আর মুক্তির আহ্বান
বজ্রের আগুনে দীপ্ত, ভয়ংকর চ'লেছে অম্লান॥

তিন

হে বন্য বৈশাখী ঝড়! হে উদ্দাম, নৃশংস, নিষ্ঠুর
বিশাল, বলিষ্ঠ সত্তা, আজীবন অভ্যস্ত সংগ্রামে
তোমাকে ঘিরিয়া জাগে জীবন-মৃত্যুর দুই সুর!

সাড়া জাগে যে মুহূর্তে চাও তুমি দক্ষিণে ও বামে,
সচকিত হয় মৃত্যুর ধাও তুমি সম্মুখে যখন,
তোমার চলার তালে জীবনের ছন্দ ওঠে নামে

কিংবা সংঘর্ষের মুখে হয় তার নব রূপায়ণ
(শ্রান্তিহীন গতিবেগে জিন্দেগানী হয় না মলিন)।
গণ্ডির বন্ধন-মুক্ত, শক্তিমান, প্রোজ্জ্বল জীবন

উন্মুক্ত সড়কে দেখে প্রতিরোধ—সংঘাতের দিন
দ্রুত হ'তে দ্রুততর, দ্রুততম গতিতে প্রবল,
প্রচণ্ড আঘাত হানি দুর্নিবার শক্তিতে শাহীন

উড়ে যাও দূরান্তের কাঁপায়ে আকাশ, জলস্থল;
হে বন্য বৈশাখী ঝড়! মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ প্রোজ্জ্বল॥

চার

হে বন্য বৈশাখী ঝড়! ধাবমান,—আল্লার আলমে
ক্ষুধিত বাঘের মত অতিক্রম ক'রে যাও পথ,
শংকিত প্রান্তর কাঁপে হে দুর্ধর্ষ তোমার বিক্রমে!

www.pathagar.com

তোমার গর্জনে জাগে জনপদ, অরণ্য, পর্বত;
সুবিশাল বনস্পতি প'ড়ে যায় পথে মুখ গুঁজে,
সুদূরের পথযাত্রী মুসাফির হারায় হিম্মত;

বিধ্বস্ত বাসনা যত ঝরা পাতা মরে পথ খুঁজে!
উৎক্ষিপ্ত ধূলায়, মেঘে মালেকুল মৌত আজরাইল
বিদ্যুৎ চাবুক হানে মুহুর্মুহু নীলার গম্বুজে!

কম্পমান এ পৃথিবী, লুপ্ত হয় তারার মিছিল
অচেনা জগৎ প্রান্তে হানা দাও সন্ধ্যায় যখন,
তোমার প্রবল কণ্ঠ গর্জে যেন সূরে ইস্রাফিল,

শংকিত এ পৃথিবীতে কাঁপে যত সংশয়িত মন;
মৃত্যুর সম্মুখে কাঁপে কলুষিত, কদর্য জীবন॥

পাঁচ
রুদ্ধ গতি যে জীবন ক্লেদলিপ্ত জড়তায়, পাপে,
কলঙ্কিত যে জীবন আত্মরতিমগ্ন—পাঁকে ডোবে,
অবিশ্বাসী যে জীবন স্বস্তিহীন সংশয়ের তাপে,

হতাশ্বাস যে জীবন আত্মঘাতী ব্যর্থতার ক্ষোভে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট যে জীবন পৈশাচিক বিকৃতির নীড়ে,
অভিশপ্ত যে জীবন সর্বগ্রাসী পাশবিক লোভে,

কলুষিত সে জীবনে হে দুর্বার আস তুমি ফিরে,
হানা দাও সে জীবনে হে বৈশাখী ঝড় বজ্রবেগে,
প্রবল ধ্বংসের রোল তোল সেই জিন্দেগানী ঘিরে,

জাগায়ে মৃত্যুর সাড়া অন্ধকার প্রলয়ের মেঘে
চকিতে জাগায়ে বিশ্ব—মৃত্যুভীত দুনিয়া জাহান
উন্মত্ত নেশায় তুমি দেখা দাও উদ্দাম আবেগে,

আত্মবঞ্চনার কিংবা বিকৃতির করি অবসান
হে বন্য বৈশাখী ঝড়! দাও তুমি সংগ্রামী আহ্বান॥

ছয়
তুমি বিপ্লবের দূত,—জীর্ণ প্রথা গতানুগতিক
ধ্বংস করি পৃথিবীকে জানাও সৃষ্টির সমাচার,
মুহূর্তের মাঝে আনো জীবনের ধারা বৈপ্লবিক;

www.pathagar.com

তোমার চলার তালে শেষ হয় রুগ্ন জড়তার!
পরমুখাপেক্ষী, ভীরু, গলগ্রহ, অনুকারী প্রাণ
সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা হয় বজ্র-নির্ঘোষে তোমার,

ব্যাধিগ্রস্ত মানসের ঘটায়ে নির্মম অবসান
বিপ্লবী সে শুরু করে জীবনের অধ্যায় নূতন,
ঊষর মরুর বক্ষে জাগায়ে ঝর্ণার কলতান

প্রাণৈশ্বর্যে গ'ড়ে তোলে দুনিয়ার জান্নাত কানন।
মুক্ত জীবনের খেলা মরণের পটভূমিকায়
ঘুমন্ত শক্তির উৎসে ঘটায় সুতীব্র বিস্ফোরণ,

কালের আর্শিতে আমি ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুৎ ছটায়
বিপ্লবের সেই রূপ দেখি চেয়ে উদ্দাম ঝঞ্ঝায়॥

সাত
মুমূর্ষু এ জিন্দেগানী করে তাই প্রতীক্ষা তোমার,
চৈত্রের ফাটল ধরা মাঠ চায় মেঘের আভাস,
তাইতো ঝড়ের পথে পৃথিবীর এই ইন্তেজার,

তাপদগ্ধ দিনে স'য়ে ব্যর্থতার তিক্ত পরিহাস
হাভিয়ার জ্বালা বুকে এ পৃথিবী-আঁখি নিষ্পলক
তপ্ত বক্ষে চায় ফের সবুজের কোমল আশ্বাস।

যত ওঠে তীব্র ঝড়, জাগে যত বিদ্যুৎ ঝলক
একান্তে প্রতীক্ষমাণা পৃথ্বি তত মুখ তুলে চায়,
ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তার খুঁজে ফেরে মেঘের অলক!

প্রতীক্ষিত ক্ষণে আসে শিলাবৃষ্টি দুরন্ত ঝঞ্ঝায়;
বৈশাখীর ধ্বংসলীলা তারপর হয় অবসান,
প্রশান্তির বার্তা আনে মিকাইল অঝোর বর্ষায়...

চরম ধ্বংসের শেষে আসে নব সৃষ্টির আহ্বান,
তাইতো পরম কাম্য এ বিপ্লব;—এ ঝড়ের গান॥

বর্ষায়

এক
বঙ্গোপসাগর থেকে এল ভেসে মেঘের কাফেলা
জীবনের বার্তা নিয়ে স্নিগ্ধ, শ্যাম মমতা-মেদুর,
পাড়ি দিয়ে বহু পথ, বালু-বক্ষ সমুদ্রের বেলা

www.pathagar.com

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত প্রাণে দিল এনে বর্ষণের সুর
(মত্ত ময়ূরের মন বনপ্রান্তে গেয়ে ওঠে "কে-কা")!
চৈত্রের ফাটল ধরা মাঠ, বন তৃষিত, বিধূর

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে দেখে চেয়ে মসীবর্ণে লেখা
নিবিড় মেঘের পটে চম্‌কায় বিদ্যুৎ সর্পিল
(জান্নাতের হূর যেন অকস্মাৎ দিয়ে যায় দেখা,
শুধু মুহূর্তের তরে আকাশের খুলি ঝিলমিল
পলকে মিলায়ে যায়)! চকিতে জাগায়ে চারিধার
অঝোর বর্ষার ধারা শুভ্র, স্বচ্ছ ঢালে মিকাইল;

ধরণীর তপ্ত গণ্ডে নেমে আসে স্নিগ্ধ বারিধার;
জীবনের বার্তা নিয়ে এল বর্ষা-বিহ্বল আষাঢ়॥

দুই
প্রখর গ্রীষ্মের শেষে এল বর্ষা, বাদল হাওয়ায়
দিক-প্রান্তে অপরূপ ছায়া দেখে কাজল মেঘের
একাকী প্রতীক্ষমানা কাননে কেত্‌কী শিহরায়।

তপ্ত যৌবনের সাকী, দিন শেষ গুলমোহরের,
বর্ণের প্রাচুর্য নিয়ে যায় সে দৃষ্টির অন্তরালে;
কিংবা কো'কাফের পরী—পলাতকা—সুদূর দেশের।

ক্ষণিকের প্রগল্‌ভতা ওঠে জেগে কদম্বের ডালে;
সবুজে শ্যামলে হয় বিনিময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির,
প্রাণের ইশারা জাগে বনপ্রান্তে নিভৃত তমালে।

মত্ত বর্ষণের দিনে দেখি তাই অজস্র বৃষ্টির
অফুরন্ত সমারোহে জেগে ওঠে নদী, মাঠ, বন;
সমস্ত প্রকৃতি যেন গায় গান নতুন সৃষ্টির,

রৌদ্রদগ্ধ এ পৃথিবী পায় খুঁজে নতুন জীবন;
অঝোর বর্ষার সুরে পৃথিবীর হয় উজ্জীবন॥

তিন
বর্ষায় জীবন্ত নদী মধুমতি মুক্ত কল্লোল্লাসে
ব'য়ে যায় অবিশ্রাম, থামে না সে মুহূর্তের তরে,
বুকে তার পাল তুলে জেলে ডিঙি—শঙ্খচিল ভাসে,

www.pathagar.com

ছড়ায়ে প্রাণের স্পর্শ দুই পাশে সবুজ প্রান্তরে
প্রমত্ত সে গতিবেগে ধায় নদী,—উদ্দাম আবেগে
আবে হায়াতের ধারা যায় যেন উন্মুখ সাগরে।

সে প্রবল গতিস্রোতে আনন্দের বন্যা ওঠে জেগে,
প্রান্তরের ধমনীতে ওঠে জেগে উদ্দাম যৌবন,
প্রাণের বিদ্যুৎ যেন চম্‌কায় মৃত্যুম্লান মেঘে!

সবুজে শ্যামলে তাই উচ্ছ্বসিত মাঠ, ঘন বন
নদীর প্রবাহ থেকে পায় পূর্ণ প্রাণের জোয়ার,
অথবা এ জিন্দেগানি পেয়ে তার মুক্তির স্পন্দন

সকল জড়তা ভুলে হয় তীব্র গতিতে দুর্বার,
মুহূর্তে এ নদী হয় সময়ের স্রোত খরধার॥

চার

দুরন্ত, চঞ্চল নদী প্রাণবন্ত, পাহাড়ের ঢলে
কূলে কূলে পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অবাধ, উদ্দাম গতি দূর দিগন্তের পথে চলে;

নিশান্তের তীরে এসে বিহঙ্গম উন্মুক্ত ডানায়
জীবনের আমন্ত্রণে ভেসে যায় আকাশে যেমন
এ জীবন্ত নদী চলে তেমনি সিন্ধুর ঠিকানায়।

প্রদীপ্ত উল্লাসে তার অতিক্রম করি' মাঠ, বন,
ভাসায়ে জড়তা, ক্লেদ;—পুঞ্জীভূত কদর্য, কলুষ,
প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে সব বাধা, সকল বন্ধন

জাগ্রত নদীর সত্তা ব'য়ে চলে গতি নিরঙ্কুশ;
কিংবা সমুদ্রের ডাকে পরিপূর্ণ, জীবন্ত এ নদী
প্রাণের ঐশ্বর্যে পূর্ণ চলে মুক্ত, চলে নিষ্কলুষ!

দুর্নিবার গতিস্রোতে যাত্রাপথে নেমে আসে যদি
বন্যা বিপ্লবের রূপে দেখা দেবে দিগন্ত অবধি॥

পাঁচ

যদি পথে বাধা পায় প্রমত্ত এ নদী দুর্নিবার
প্রলয়ের রূপ নিয়ে দেখা দেবে জানি সে নিমেষে,
ধ্বংসের আহ্বান শুধু উচ্চারিত হবে কণ্ঠে তার,

www.pathagar.com

ধ্বংস করি' জনপদ;—মাঠ, বন ডোবায়ে নিঃশেষে
সর্বনাশা রূপ নেবে পাবে না সে মুক্তি যত দিন
(কেননা রহস্য গাথা জীবনের মূর্ত হয় শেষে

অবিচ্ছিন্ন গতি ছন্দে—কালের আর্শিতে অমলিন!
হারালে সে গতিবেগ ছায়াচ্ছন্ন কিংবা মৃত্যুম্লান
মরণের বালুচরে লুপ্ত হয়; হয় সে বিলীন)।

রুদ্ধগতি জীবনের দিয়ে তাই নূতন আহ্বান
ভোলায়ে মৃত্যু বা সুপ্তি,—স্বপ্নালস রাত্রির আরাম,
বিশ্রান্ত যাত্রীর প্রাণে তুলে তাই সমুদ্রের গান

এ বর্ষার নদী চলে (জিন্দেগানি পায় তার দাম
মঞ্জিলের মধ্যপথে চায় না যে নিষ্ক্রিয় বিশ্রাম)॥

পদ্মা

এক

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী! হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান
কাটায়ে শৈশব তুমি সুদুর্গম পার্বত্য উপলে
উত্তপ্ত নিদাঘে কবে শুনেছ প্রাণের কলতান,

তোমাকে ডেকেছে সাথে শত ঝর্ণাধারা, খেলাচ্ছলে
শত কণ্ঠে গান গেয়ে এক সাথে নির্ঝরের গীতে
পর্বত শিখর ছেড়ে নেমেছ একদা সমতলে!

অপূর্ব নৃত্যের ছন্দে লীলায়িত মধুর ভঙ্গীতে
শৈশবের দিন শেষে মিশে গেছে বিমুগ্ধ কৈশোরে!
তরঙ্গ দোলায় দুলে প্রাণোচ্ছল পথের সঙ্গীতে

নিজেকে চিনেছ তুমি (পৃথিবী যখন ঘুমঘোরে)
চিনেছ নিজের সত্তা, জেনেছ কোথায় সংগোপন
প্রাণের রহস্য গাথা যৌবনের পরিপূর্ণ ভোরে,

জেনেছ সে দিন কেন বিশ্বে এই গতির স্পন্দন
হে পদ্মা,—প্রমত্ত নদী! স্রষ্টার শক্তির নিদর্শন॥

দুই

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী!—তোমার যৌবন খরধার
পথের সকল বাধা গেছে কেটে আদিম উল্লাসে,
উজ্জ্বল, কঠোর দীপ্তি (সময়ের তীক্ষ্ণ তলোয়ার

www.pathagar.com

আশ্চর্য বিভায় দীপ্ত, কিংবা পূর্ণ আরণ্য উচ্ছ্বাসে
অপরূপ মৃত্যু যেন), তবু তার প্রাণের আহ্বান
দেখি এই রুক্ষ মাঠে পৃথিবীর প্রান্তরে ও ঘাসে

(উচ্ছল যৌবন দিনে কোথায় ঝর্ণার কলতান)!
উজ্জ্বল আলোকে দিয়ে জীবনের বিপুল আঞ্জাম
উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে গেয়ে দূর সমুদ্রের গান

ভাসায়ে সকল বাধা গতিস্রোত উদ্ধত, উদ্দাম
বর্ষায় দু'কূল প্লাবি' নেমেছে যখন সমতলে;
দুরন্ত চলার তালে মধ্যপথে চাওনি বিশ্রাম,

এনেছ জীবন বন্যা সংকীর্ণ এ আবদ্ধ পল্বলে;
নয়া জিন্দেগীর সাড়া জাগায়েছ তুমি জলেস্থলে॥

তিন

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী!—মানুষের কীর্তি ক্ষণিকের
তোমার পথের বাধা গেছে মিটে স্রোতের দাপটে,
স্মৃতিচিহ্ন, রংমহল গেছে মিশে দর্পী ধনিকের

(বর্ণ বা রেখার চিহ্ন নাই আর শূন্য চিত্রপটে)!
অকস্মাৎ মনে হয় তরঙ্গিত মৃত্যু এ ধূসর
যখন উন্মত্ত ধারা ওঠে জেগে ঝড়ের ঝাপটে

কিংবা এ প্রবাহ তীব্র যেন এক হিংস্র অজগর
অন্ধ রোষে ধাবমান, স্রোতাবর্তে বিক্ষুব্ধ, ফেনিল
উপাড়িয়া তীর তরু, ইমারত কৃষাণের ঘর

প্রচণ্ড আক্রোশে আর ভয়াবহ গতিতে সর্পিল
চ'লেছে নিঃশেষে মুছে মানুষের উদ্ধত দুরাশা
(নির্বাক বিস্ময়ে শুধু দেখেছে তা আকাশের নীল

অথবা ভোরের পাখি আতঙ্কে যে ছেড়ে গেছে বাসা)!
তাইতো সন্ত্রস্ত প্রাণ রেখেছে এ নাম 'কীর্তিনাশা'॥

চার

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী! এই ভাবে কত যুগান্তর
চ'লেছ বর্ষায় তুমি বন্যাবেগে প্রান্তর ভাসায়ে
সে কথা জানে না কেউ, কেউ তার রাখে না খবর।

কত মাঠ, জনপদ লুপ্ত হ'ল মৃত্যু হিমচ্ছায়ে

www.pathagar.com

কিংবা কত নারী নর গেল ভেসে দুস্তর পাথারে
হে পদ্মা! তোমার তীরে ক্ষণিকের বাসর সাজায়ে

সে কথা জানে না কেউ জীবনের বিস্তৃত কান্তারে
(অথবা সে খোঁজ নিতে হয় নাই কারো প্রয়োজন)।
প্রমত্ত এ গতিস্রোতে মনে হয় তাই বারেবারে

সন্ধ্যার পাখির মত স্নিগ্ধ নীড় চায় যে জীবন
বিড়ম্বিত হয় শুধু সংখ্যাহীন তরঙ্গ সংঘাতে
সংগ্রামের ঝুঁকি নিয়ে যেতে হয় তাকে আমরণ

উচ্ছল আলোকে কিংবা ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে
মৃত্যু ও মুক্তির পথে আনন্দে অথবা আশঙ্কাতে॥

পাঁচ

অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ,
জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর,
কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু—দুরন্ত হার্মাদ,

তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হ'য়েছে পাণ্ডুর!
সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল
কঠিন শ্রমের ফল—শস্য দানা পেয়েছে প্রচুর;

উর্বর তোমার চরে ফলায়েছে পর্যাপ্ত ফসল!
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়, নির্ভীক জওয়ান
সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্বল।

বর্ষায় তোমার স্রোতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান,
অসংখ্য জীবন, আর জীবনের অজস্র সম্ভার,
হে নদী! গেজেছে তবু পরিপূর্ণ প্রাণের আহ্বান,

মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার
তোমার সুতীব্র গতি;—তোমার প্রদীপ্ত স্রোতোধরা॥

ছয়

তোমার অস্তিত্ব নদী! অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবল,
তরঙ্গিত জীবনের খরস্রোতে অস্তিত্ব তোমার,
তোমার অস্তিত্ব শুধু গতিমান প্রবাহে উচ্ছল,

তোমার অস্তিত্ব শুধু যতক্ষণ গতি দুর্নিবার,

www.pathagar.com

জীবনের অভিযানে অগ্রগামী সত্তা যত দিন,
যত দিন দিয়ে যাও বন্যা বারি দুরন্ত, দুর্বার

তোমার জীবন্ত সত্তা তত দিন, জানি তত দিন
কালের পৃষ্ঠায় দীপ্ত, সমুজ্জল তোমার স্বাক্ষর
হে পদ্মা; প্রমত্ত নদী প্রাণবন্ত, থাকে অমলিন।

যত দিন জড়তায় জাগে না মৃত্যুর বালুচর,
যত দিন গতিপথে যাও মুছে স্থিতি বা বিরাম,
যত দিন চল শুনে অন্তহীন সমুদ্রের স্বর

দিগন্তের পথে দেখি তত দিন লেখা তব নাম!
অবিশ্রান্ত চল তাই মুহূর্তের জানো না বিশ্রাম॥

সাত
তোমার স্রষ্টার কাছে (কুল মখ্‌লুকের যিনি রব)
হে নদী! তোমার মত আমারো প্রার্থনা রাত্রি দিন
সকল প্রান্তরে, পথে পাই যেন গতির বৈভব।

জীবন্ত প্রবাহ সেই দুর্নিবার,—বাধা বন্ধনহীন
ভাসায়ে সকল ক্লেদ, পুঞ্জীভূত কদর্য কলুষ
মঞ্জিলের পথে যেন চলে স্বচ্ছ শুভ্র, অমলিন;

অথবা সে প্রাণধারা তীব্র গতিবেগে নিরঙ্কুশ
ভারগ্রস্ত জীবনের, জড়তার করি অবসান
জিন্দেগীর বিয়াবানে এনে দেয় মুক্তি নিষ্কলুষ

অচল; স্থাণুর বুকে গতিমান জীবনের গান
রিক্ত প্রাণ পৃথিবীতে দেয় যেন পুষ্পের সম্ভার;
আবদ্ধ জিন্দানে দিয়ে প্রাণোচ্ছল গতির আহ্বান

অস্তিত্বের আদি কথা খোলে যেন রহস্যের দ্বার
(হে পদ্মা, তোমার মত গতিবেগ দুরন্ত, দুর্বার)॥

আরিচা-পারঘাট

এক
বর্ষার মেঘের নীচে ছায়াচ্ছন্ন আরিচায় এসে
মনে হ'ল পারঘাট যেন এক নিষ্প্রাণ কবর
(জীবনের সব চিহ্ন মুছে গেছে এখানে নিঃশেষে)!

www.pathagar.com

প্রতীক্ষায় ক্ষণ তাই মনে হয় তিক্ত, ক্লান্তিকর,
পারে না জাগাতে আর কারো বুকে প্রাণের স্পন্দন,
বিমর্ষ, প্রকৃতি, মেঘ গতিহীন; সময় মন্থর!

চিত্রিত পটের মত ব'সে আছে যাত্রী কয় জন
সন্ধ্যার খেয়ার পথে অবসন্ন—দেহ পারঘাটে,
আনন্দের সাড়া নাই, নাই হাসি, কখোপকথন,

অসহ্য ক্লান্তির ভারে এই ভাবে দীর্ঘ দিন কাটে!
অকস্মাৎ দেখি চেয়ে খরস্রোতা নদী বহমান
আরিচার তীর ছেড়ে ব'য়ে যায় জীবনের নাটে

কী দুরন্ত গতিবেগ! কী উদ্দাম আনন্দ-অম্লান
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে গেয়ে যায় জীবনের গান॥

দুই
বাধাবন্ধহীন নদী,—গতিবেগ উন্মুক্ত, অবাধ
মুক্ত জীবনের কিংবা আজাদীর যেন সে প্রতীক
(জিঞ্জির, জিন্দান ভেঙে যে পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ

কিংবা মঞ্জিলের দিশা,—যে পেয়েছে ঠিকানা সঠিক)
ভাসায়ে পথের বাধা সমুদ্রের ডাকে সে দীউয়ানা
চলে দুর্নিবার গতি স্থির লক্ষ্যে—দৃষ্টি নির্নিমিখ!

প্রলয়ের কাল মেঘ রুদ্ধ রোষে ঝাপ্‌টায় ডানা,
সুবিশাল বনস্পতি দাঁড়ায় রুধিয়া তার পথ,
দুরন্ত তুফান, ঝড় মধ্য পথে দেয় তা'কে হানা

তবু সে উদ্দাম গতি লুপ্ত করি বাধার পর্বত
ধ্বংসের ভ্রূকুটি আর ভয়ংকর প্রলয়, তুফান
হেলায় ভাসায়ে যত প্রলোভন, মিথ্যা দাস যত

দুর্গম, দুস্তর পথে ভারমুক্ত শঙ্কাহীন প্রাণ
গেয়ে যায় কলোল্লাসে মুক্ত জীবনের জয়গান॥

তিন
এ নদী প্রবহমান জীবনের নব জাগরণে
ভাসায়ে তরঙ্গভঙ্গে জড়তা, জরার আক্রমণ
চলে সে উদ্দাম গতি (শঙ্কা নাই সংঘাতের ক্ষণে),—

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষী নয় কারো; মানে না সে শৃঙ্খল বন্ধন।
অবরুদ্ধ হয় যদি যাত্রাপথে কভু অতর্কিতে
প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে সব বাধা; সমস্ত বারণ

বন্যাবেগে মুছে ফেলে নেয় খুঁজে মুক্তি পৃথিবীতে
(অথবা সে যায় মুছে যত বাধা দৃঢ় বা ভঙ্গুর)।
গতিমান এ জীবনে অন্তহীন পথের সঙ্গীতে

তীর-তীব্র বেগে চলি নিয়ে তার বাধামুক্ত সুর,
গেয়ে যায় মুক্ত কণ্ঠে পরিপূর্ণ জীবনের গান

(সম্মুখে চলার পথে নাই তার ব্যর্থতা অশ্রুর),
খিজিরের কাছে পেয়ে মঞ্জিলের, পথের সন্ধান
জীবন্ত প্রবাহ চলে অসংশয়—ভারমুক্ত প্রাণ॥

চার

খরস্রোতা এ নদীর তীরে ব'সে স্তব্ধ পারঘাটে
মনে হ'ল সে মুহূর্তে দিকে দিকে প্রাণের মর্মর,
উন্মুখ আগ্রহে চলে পরিপূর্ণ জীবনের নাটে,

গতিচ্ছন্দে পিষে যায় অপমৃত্যু,—মিথ্যা, অসুন্দর!
মুমূর্ষু এ জিন্দেগানি ছায়াচ্ছন্ন থেকে দীর্ঘকাল
মুক্ত আকাশের নীচে শোনে তার মুক্তির খবর!

শতাব্দীর প্রান্তে সেই প্রাণধারা তরঙ্গ উত্তাল
জাগায়ে শহর, গ্রাম হানা দেয় নিভৃত কুটিরে;
পরিবর্তনের ধারা ওঠে জেগে বিক্ষুব্ধ, বিশাল!

নতুন ঊষার বহ্নি দেখা দেয় প্রাচ্যের তিমিরে,
শীর্ণ জনতার প্রাণে জীবনের দিতে আমন্ত্রণ
প্রমত্ত নদীর মত সেই বার্তা আসে আজ ফিরে,

শিরায় শিরায় জাগে জীবনের নতুন স্পন্দন;
আবে হায়াতের স্পর্শে জিন্দেগীর হয় উজ্জীবন॥

পাঁচ

প্রতীচীর হিংস্র ছায়া—কাল রাত্রি হয় অবসান,
প্রাচ্যের আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে সুপ্তি শতাব্দীর,
দীর্ঘ সংগ্রামের পথে ওঠে জেগে নতুন জাহান!

www.pathagar.com

ভোরের শিকারী ঊষা নিশীথের বক্ষে হানি' তীর
উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আনে আজ প্রাচ্যের আকাশে,
অসংখ্য জিন্দান থেকে ঝ'রে পড়ে জুল্‌মাত রাত্রির,

অসংখ্য জিঞ্জির থেকে সদ্যমুক্ত জীবন উল্লাসে
নতুন বিপ্লবে পায় জীবনের চিহ্ন অমলিন।
সংশয়-বন্ধন মুক্ত আজাদীর বার্তা নেমে আসে।

তরঙ্গিত জীবনের গতিস্রোতে রক্তিম, রঙ্গিন।
দীর্ণ করি বিভীষিকা অন্ধকার রাত্রির কবর
পরিপূর্ণতার ডাকে এ জীবনে আসে মুক্ত দিন,

কাফেলার যাত্রাপথে আসে নেমে নতুন খবর;
শুরু হয় দরিয়ায় জিন্দেগীর নতুন সফর॥

সৃষ্টির গান

নব সৃষ্টির বুনিয়াদ হ'ল শুরু...
আমরা ক'জন কারিগর এক সাথে
গড়ি বুনিয়াদ একাগ্র সাধনাতে॥

এ বুনিয়াদের প্রতি ইটে আর
প্রতিটি পাথরে লেখা
সৃষ্টি-মুখর সজীব মনের
তপ্ত রক্ত রেখা,
নতুন মিনার, রঙিন খিলান
উঠ্‌বে ভিত্তি পরে
আমাদেরি বিশ্বাসে॥

নাই বিশ্রাম, নাই যে বিরতি নাই,
সকল সড়কে সব দিগন্তে
কাজের ইশারা পাই।
এই ভিত্তির বাঁধা হ'লে তীর
আরো কাজ থাকে বাকি
এক বসন্ত শেষ হ'লে আসে
সহস্র বৈশাখী!

সকল হাওয়ায়, সব ঝড়-সংঘাতে
নতুন আশার বুনিয়াদ গড়ি
আমরা ক'জন কারিগর একসাথে॥

www.pathagar.com

বর্ষা, শরৎ পার হয়ে যায়
সুদূর দিগন্তরে,
হিমেল হাওয়ায় হেমন্তিকার
হিম প্রশ্বাস ঝরে,
পউষের মাঠ মুখ তুলে চায়
চ'লে যায় মাঘ, ফাল্গুন ফিরে আসে;
নব সৃষ্টির বুনিয়াদ গড়ি
আমরা ক'জন কারিগর এক সাথে॥

ধ'রেছে ফাটল যুগ-বিশীর্ণ
যে রুগ্ন বুনিয়াদে,
যার ভিত্তির অতলে তিমির
বনি আদমের শত ব্যর্থতা কাঁদে,
টানি না তো জের সে মৃত পাপের
টানি না সে মৃত মন,
আমরা ক'জন করি এক সাথে
নব সৃষ্টির নয়া ভিত পত্তন॥
শেষ হবে কাজ জানি না কখন
মেলে না তো আর জানিবার অবসর,
বাজুর কুয়তে নির্ভয়, করি
আল্লাতে নির্ভর,
এই বুনিয়াদে গড়া হবে ফের
সব মানুষের ঘর...

তাইতো কখনো হই না অন্যমনা,
জানি র'য়ে যাবো মহৎ সৃষ্টিমূলে
এই আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা॥

স্বর্ণ-ঈগল

১

আমার বিপুল ক্ষুধা আজ তুমি পুরাবে কী দিয়ে,
আমার বিশাল তৃষ্ণা যে আর মানে না মানা!
জাগ্রত মোর স্বর্ণ-ঈগল মেলেছে ডানা
দুই বহ্নির প্রলোভন তার ভোলাবে কী নিয়ে॥

ছিল এতকাল ঘুমন্ত মোর বিহঙ্গম,
সুপ্তোত্থিত যদি সে তাকালো দিগন্তরে

www.pathagar.com

সব প্রলোভন, সব বন্ধন সুনির্মম
ওড়ায়ে যাবে সে মুক্ত পাখার বিশাল ঝড়ে,
দুই বহ্নির ভ্রূকুটি পারেনি; পারবে না আর
মুছে দিতে তার অশেষ তৃষার মুক্ত পাখার॥

এবার তা'হ'লে শুরু হোক ফের ঊর্ধ্বগতি।
নিম্নগ এই পাশবিকতার আত্মরতি
খুঁজে নিক তার মুক্তির পথ
প্রাণ প্রবাহের পূর্ণগতি,
নিশান্ত-নীলে আনুক দিনের পূর্বাভাস
(বিপুল ক্ষুধায়, বিশাল তৃষায় অকুতোভয়
খুঁজুক সে তার তনু আত্মার সমন্বয়)॥

এবার তা'হলে নতুন পথের গান,
এই হাভিয়ারা বক্ষে আবার
নতুন আলোর পাখা
মেলুক আবার জয়তুন তার
নতুন সবুজ শাখা;
সুবিপুল ক্ষুধা অশেষ তৃষার মরু মাঠ পাড়ি দিয়ে
উড়ুক আমার স্বর্ণ-ঈগল নতুন ইশারা নিয়ে॥

২

প্রহর কেটেছে বন্য রাতের অন্ধ নিষ্পেষণে
এবার নতুন আলোর ইশারা জাগাও রুদ্ধ মনে
আব্‌লুস-ঘন এই শর্বরী চিরে
মুক্ত ভোরের আলোর ইশারা
আনো বনানীর শিরে॥

অনেক রাত্রি এসেছে, আসবে আরো
অনেক অন্ধ রাত্রি তিমিরাহত;
অনেক তুফান এসেছে, আসবে আরো
বৈশাখী বাধা মৃত্যু শিখার মত।
লাখো বালিয়াড়ি হয় যদি দুর্জয়
ঝড় সংঘাতে তুমি পেয়ো নাকো ভয়॥

কো'কাফ আঁধারে সুবে-সাদিকের শুভ্রতা ভেসে আসে
নতুন দিনের ইশারা আমার সুদূর পূর্বাকাশে!
এখানে হাভিয়া কালো
ভয়ে শঙ্কায় বৃথা চমকায় দেখি সে ভোরের আলো

www.pathagar.com

সে আলোকে চমকায়
সে আলোয় ভয় পায়
শত নিষেধের বেড়া তোলে ওরা বিষাক্ত তমসায়।
তবুও মেনো না মানা
নতুন দিনের স্বর্ণ-ঈগল নির্ভয়ে মেলো ডানা!
এ বিপুল ক্ষুধা, এ বিশাল তৃষা যার
তোমার চোখের দৃষ্টিতে আজ হোক সমাধান তার॥

ঈদের স্বপ্ন

আকাশের বাঁক ঘুরে চাঁদ এল ছবির মতন,
নতুন কিশতী বুঝি এল ঘুরে অজানা সাগর;
নাবিকের শ্রান্ত মনে পৃথিবী কি পাঠালো খবর
আজ এ স্বপ্নের মাঠে রাঙা মেঘ হ'ল ঘন বন!
নিবিড় সন্ধ্যার পথে শাহ্‌জাদী উতলা উন্মন
কার প্রতীক্ষায় যেন পাঠায়েছে আলোর ইশারা,
পুষ্পিত গোলাব শাখে বুলবুল ডেকে হ'ল সারা;
আতরের ঘন গন্ধে মাটি চায় হাওয়ার বাঁধন।

ঈদের আনন্দ, স্বপ্ন রেখায়িত গোধূলি আকাশে,
চাঁদের ইঙ্গিত মাঝে আবছায়া জাগে স্বপ্ন ঘোর,
মনে পড়ে বহু আগে এক দিন এসেছিল কাছে;
এখনো সে স্বপ্নালোকে ফেরে এক অতৃপ্ত চকোর—
কাবার মিনার ঘিরে আনন্দের সফেদ আভাসে
নিমেষে ভাঙিয়া যায় শতাব্দীর সঞ্চিত পাথর॥

শিকল

শিকল যদিও শিথিল হ'য়েছে বণিক রাজার
পুঁজিবাদ তবু শতমুখে তার বিষ ছড়ায়,
বর্গীরা লোটে দুই হাতে ধান, শূন্য খামার
বিরান বাগের বুলবুল হ'ল শকুনি হায়,
মজলুমানের রক্তে এখনো পৃথ্বি লাল;
কোথায় ওড়াবো শান্তি প্রতীক আল-হেলাল?

কোথায় ওড়াবো হেলাল? সামনে মৃত্যু-প্রাকার!
কোথায় আমার মুক্তির দিশা—পথ রঙিন?
হানে বিশ্বাসে ইবলিস তার খঞ্জর ধার,

www.pathagar.com

হায় পলাতক এখনো তোমার আসেনি দিন,
খোলেনি অন্ধ আজো কবন্ধ রাতের খিল
আঁধারের চেয়ে আরো বিষাক্ত, ক্রূর, জটিল।
আবার তোমার তূর্য বাজাও নবীন নকীব,
তিমিরাবর্তে এখনো রাতের হয়নি শেষ,
পদতলে প'ড়ে আছে জনগণ বিশীর্ণ ক্লীব
অনাবিষ্কৃত আমার স্বাধীন স্বপ্নদেশ!
বাজাও তোমার তূর্য নকীব! জ্বালো আগুন,
দেখো হানা দেয় এখনো দু'পাশে দস্যু হুন।

এখনো আঁধারে হানা দিয়ে ফেরে পুঁজিবাদী পাপ,
এখনো আকাশ ভরে মানুষের আর্তরোলে,
এখনো ছড়ায় পথে-প্রান্তরে কোটি অভিশাপ,
ধনতন্ত্রের প্রেত ঘোরে আজো চতুর্দোলে,
ঘোরে বুভুক্ষু জনগণ পথে পাংশু মুখে;
দ্বার থেকে দ্বারে ফেরে তার দাবি ক্লান্ত বুকে।

হে নকীব! জাগো, জাগাও সুপ্ত দিগন্ত নীল,
সব বন্ধন মুক্তির সুর বাজাও আজ,
ইস্রাফিলের 'সূরে' ভেঙে দাও বিশ্ব নিখিল,
ইস্রাফিলের 'সূরে' পৃথিবীকে জাগাও আজ!
চির পলাতক শিকার সে হোক দৃপ্ত আজ;
মানবতা হোক নির্যাতিতের মাথার তাজ॥

বিরান শড়কের গান

এইসব শড়ক এখনো
মাঝ রাতে জাগে কার শঙ্কিত স্পন্দনে,
কার যেন পদধ্বনি দুঃস্বপ্নের মত ঘিরে আসে
কোন মুমূর্ষুর শ্বাস পথ খোঁজে রাত্রির বাতাসে...

মনে পড়ে পঞ্চাশের মৃত্যু, মন্বন্তর...

কারা যেন ছেড়েছিল ঘর,
কারা যেন দেখেছিল বহুদূরে স্বপ্নের শহর,
কারা যেন পেয়েছিল দূরাগত অন্নের খবর,
এইসব শড়কে এখনো
রয়েছে তাদের স্মৃতি, তাহাদের জীবন্ত কবর।

www.pathagar.com

এইসব পথ বেয়ে চলেছিল তারা দূরদেশে
যেমন বিমর্ষ প্রাণী পথ চলে মৃত্যু-নিরাশ্বাসে
তাদের হতাশা এই শড়কের নিশ্চল বাতাসে
জ'মেছে বিষের মত—স্বপ্ন নাহি আজ তার পাশে।

এখানে রয়েছে জমা লোভের লোলুপ হাতছানি,
এখানে রয়েছে জমা ক্ষুধাতুর শিশুর গোঙানি।
এখানে রয়েছে জমা মানুষের লক্ষ কাতরানি...
এ সব পথের বুকে মাঝ রাতে জেগে কারা
করে কানাকানি...
এইসব শড়কে এখনো
মরা মানুষের ঘ্রাণ
সংখ্যাহীন করোটি অম্লান
পশুর মতন মৃত্যু সে খবর রয়েছে এখানে...
এসব পথেরা আজ কি আশায় তাকায় কে জানে?
: হয়তো যুগান্ত বার্তা বাহুতে বহন করি' লক্ষ আগন্তুক
আসিবে তাদের বুকে যে স্বপ্ন দেখতে আজও পথেরা উৎসুক
: হয়তো রক্তের বন্যা, জ্বেহাদের দৃঢ় ঝাণ্ডা খুনের তুফানে...
বিরান শ্রান্তির মাঝে কী স্বপ্ন দেখিছে তারা আজ কেবা জানে?
এই সব শড়কের সুপ্তি ভেঙে কোনো
মুক্তিফৌজ আসেনি এখনো॥

ইব্‌লিস ও বনি আদম

স্থান...মানুষের বস্তি
কাল...গভীর রাত্রি

(ইব্‌লিসের প্রবেশ)

বনি আদম

কি আশ্চর্য! আজকেও তুমি?

ইব্‌লিস

আজো আমি এই রাত্রে
এসেছি উত্তপ্ত স্নায়ু, জেনে যেতে সর্বশেষ কথা।

বনি আদম

কি কথা?

ইব্‌লিস

যে কথা তুমি কোনদিন করোনি স্বীকার।

www.pathagar.com

তোমার ঔদ্ধত্য যাকে বক্রোক্তির শাণিত খঞ্জরে
ক্রমাগত কেটে গেছে।

বনি আদম
অর্থাৎ বিজয়ী তুমি কিনা,
সে কথাই আজ ফের জেনে যেতে চাও! কিন্তু আমি
আমার বক্তব্য যত সহজেই বলেছি বুঝিয়ে,
আশা করি বুঝেছো তা; প্রতি রাত্রে তবু কেন ফিরে
আমার দুর্লভ ঘুম ভাঙানোর এ দুষ্ট প্রয়াস?

ইব্‌লিস
শেষ কথা বলে দাও, চলে যাই আমি নির্বিবাদে,
আর কোন দীর্ঘ রাত্রে জ্বালাবো না।

বনি আদম
বলেছি সে কথা
বহুবার, বহুভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়...জীবনে
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংগ্রামে।

ইব্‌লিস
প্রশ্নের উত্তর তাতে
মেলে নাই। চূড়ান্ত জয়ের বার্তা...কাম্য যা আমার
পাইনি তো কোনদিন সংঘর্ষের মুখে। তাই আমি
আবার এসেছি ঘুরে জেনে যেতে সর্বশেষ কথা।

বনি আদম
ফিরে যাও পূর্ববৎ। দুরাকাঙ্ক্ষা অহেতু বাড়িয়ে
চূড়ান্ত জয়ের বার্তা পাবে না জীবনে।

ইবলিস
এ ধৃষ্টতা
বনি আদমের।

বনি আদম
মহান প্রকৃতি এই মানুষের।
আল্লাহ ছাড়া কারু কাছে হয় না যে আনত, অথবা
জিন্দেগীতে নতশির;—মাটি, পানি, আগুন, হাওয়ার
বিশাল, বিচিত্র, বিশ্বে অফুরন্ত কর্মের প্রবাহে
প্রতিনিধি জেনো সে আল্লার। আত্মসচেতন, দৃঢ়
সংগ্রাম-সংঘাতে তিক্ত চিরদিন সে অপরাজেয়

www.pathagar.com

বিরাট দায়িত্বভার নিয়ে চলে পূর্ণতার পথে;
মানে না সে পরাজয় জীবনে কখনো। হতোদ্যম
হয় না সে কোনদিন দ্বন্দ্বে ইবলিসের।

ইব্‌লিস

বহুবার
সে তীব্র দ্বন্দ্বের মুখে উড়ে গেছো; তবু অন্তহীন
ঔদ্ধত্য গেলো না।

বনি আদম

তবু অন্তহীন প্রস্তুতি আমার
এ মাটিতে...জেহাদের মাঠ বলে চিনি আমি যাকে।
দুর্গম অরণ্যচারী মুক্ত সিংহ সন্ধ্যায় যেমন
হানা দেয় শঙ্কাহীন, সুকৌশলী শিকারের 'পরে;
নিঃশঙ্ক আমার প্রাণ তেমনি জঙ্গের ময়দানে
জানে না, মানে না, ভীরু সমর্পণ—পলায়নী রীতি।
যত আসে হিংস্র বাধা, প্রতিরোধ; জাগে তত প্রাণে
সত্যের বিশাল দাবী; সংগ্রামের প্রয়াস অশেষ।
তুমি ক্লান্ত হ'তে পারো, ক্লান্ত আমি নই কোন দিন;
বংশপরম্পরা চলে এ মহান সংগ্রামের ধারা।

ইব্‌লিস

এখনো কি-স্বপ্ন দেখো?

বনি আদম

এখনো যে স্বপ্ন দেখি আমি
সে স্বপ্ন অজ্ঞাত নয় আলমে আল্লার।

ইব্‌লিস

বাতুলতা
নয় কি তোমার? দুনিয়া কারবালা মাঠে মিশে গেছে
যে স্বপ্ন বালুতে, সে স্বপ্ন জাগাতে চাও শতাব্দীর
ঘূর্ণাবর্তে এই? আদমের আউলাদ, কী উদগ্র
আকাঙ্ক্ষা তোমার?

বনি আদম

যে আকাঙ্ক্ষা টেনে আনে প্রতি রাত্রে
তোমাকে,...আমার পদপ্রান্তে।

ইব্‌লিস

পরাজিত শক্তি তুমি...
এ কথা ভুলো না কোনদিন।

www.pathagar.com

বনি আদম
পরাজিত নই আমি।
তোমার সুতীব্র দ্বন্দ্ব,—বলেছি তো জোগায় প্রেরণা
নবতর।

ইবলিস
অস্বীকার কর কেন, পরাজিত নও!
পূর্ণ মানবতা আজ দুঃসাহসী তোমার মনের
উন্মত্ত কল্পনা শুধু! দেখনি কি ইঙ্গিতে আমার
কপট মুখোশে আজ শবগন্ধী এ পাশবিকতা
অপমৃত্যু খোঁজে কোন্ জড়বাদী পিশাচের কাছে?
লক্ষ, কোটি ভ্রূণ হত্যা কেন আজ নরহত্যা নয়?
ক্লেদাক্ত, বিকৃত কেন অর্ধনগ্ন এ চিত্র-সভ্যতা?:
মুক্তি স্বপ্ন নয় সে কি স্বকপোল-কল্পিত তোমার?
যৌন বিকৃতির পঙ্কে করিনি কি জ্ঞানীর জগৎ
পূতিগন্ধময়? বিকৃত সভ্যতা আর মৃত্যুমুখী
কৃষ্টির পঙ্কিল স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ করিনি কি আমি
বন্দী জনতাকে? ঘৃণ্য সেই পাশবতা আনিনি কি
শ্রান্ত এ শোষণ-রিক্ত, প্রবঞ্চিত, পৃথিবীর বুকে?
দেখনি কি দুনিয়ার প্রতি পথে, প্রত্যেক শড়কে
দানবিক স্বৈরাচারে অপমৃত্যু মানবিকতার?
শোষিত, লুণ্ঠিত কিম্বা ছাঁচে-ঢালা আড়ষ্ট, বিবশ,
বিকলাঙ্গ এ জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রেতাত্মার মত
মরে না কি শান্তিহীন ব্যক্তি আর ইন্দ্রিয়পূজায়?
শতাব্দীর অন্ধকারে উজ্জীবিত নয়া ফেরাউন
ছিঁড়ে কি ফেলেনি তার হিংস্র নখে মূক জনতার
বিমূঢ় জিজ্ঞাসা? আর লৌহ যবনিকা অন্তরালে
মানুষের মুক্তবুদ্ধি আত্মঘাতী হয়নি কি আজও?
শোষণের লুব্ধগ্রাসে সব আশা, আশ্বাস হারিয়ে
আদমের আউলাদ লক্ষ, কোটি মানুষ এদিকে
ত্রস্ত কি হয়নি? শুধু একমুষ্টি অন্ন প্রত্যাশায়
আমার চক্রান্তজালে লক্ষ নারী দেয়নি কি দাম
সতীত্বের? লক্ষ শিশু কারুণের জিন্দানখানায়
হয়নি কি জন্মদাস? লক্ষ কোটি বন্দী তরুণের
রক্তে তৃপ্ত করিনি কি পুঁজিবাদী পাশবিকতার
বীভৎস পিপাসা? তবু কি ধৃষ্টতা আদম-সন্তান,
আমার চক্রান্তে ঘেরা মৃত্যু-তিক্ত পৃথিবীর বুকে,

www.pathagar.com

কারুণের বেষ্টনীতে হতাশ্বাস পৃথিবীর বুকে,
ফেরাউনী অত্যাচারে দীর্ণ এই পৃথিবীর বুকে,
কল্পিত জান্নাত আজ পেতে চাও তৌহিদী আলোয়
শোষণ-সন্ত্রাস-মুক্ত, প্রাণদীপ্ত, পূর্ণাঙ্গ সমাজ?
শৃঙ্খলিত করেছি যে পথভ্রান্ত মূক জনতাকে
পেতে চাও তাকে তুমি মুক্তির জেহাদে? কী বিশ্বাস
তোমাকে করেছে দৃঢ় পাহাড়ের মত? কোন্ অলো
তোমাকে দেখায় পথ রাত্রির সন্ত্রাসে? কোন্ স্বপ্নে
গড়ে যেতে চাও তুমি পৃথিবী নূতন? শকুনির
যে স্বভাব, যে স্বভাব পিশাচের,—সে স্বভাব আমি
সঞ্চারিত করিনি কি তোমাদের মাঝে? দুনিয়াকে
দু'ভাগে দ্বিখণ্ড ক'রে মারিনি কি খোদার শান্তিকে?
শেষ করিনি কি আমি মানুষের শেষ সম্ভাবনা?
তবু ভালো পরাজিত নও!

বনি আদম

পরাজিত নই তবু।
তবু বলি নিঃসংশয়ে,—ফেরাউন, কারুণের ব্যূহ
যেখানে দ্বিখণ্ড হ'য়ে জাগে আজ দীর্ণ মানবতা,
সেই চক্রান্তের বুকে প্রশান্তির নবীন নকীব
তুলেছে নতুন ধ্বনি তৃতীয় শক্তির। সে মাটিতে
দেখি বিশ্ব মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা। জানি আমি
স্খলনের এ অধ্যায় তিক্ত, তিক্ততম; জানি আমি
মুষ্টিমেয় নারী নর নিম্নস্তরে পাশবিকতার
মানুষের সত্তা ভুলে জীবনের খোঁজে সার্থকতা
স্বার্থপরতার চক্রে, ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির পর্দায়
ইব্‌লিসের অনুগামী চলে আজও বিচিত্র মুখোশে
নর-রক্তপায়ী কিংবা রক্ত-লোভাতুর। তবু জানি
বিকৃতির এ অধ্যায় বিভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া শুধু।
বিকৃত 'সভ্যতা' আর মৃত্যুমুখী পঙ্কিল কৃষ্টির
ঘূর্ণাবর্তে তবু আমি নই হতাশ্বাস। এ বিকৃতি
অতিক্রম ক'রে যাব আমি। প্রাণস্পর্শ দেব আমি
প্রাণহীন জনপদে। নব কৃষ্টি, সভ্যতা নূতন;
নূতন পৃথিবী আমি গ'ড়ে যাব রসূলের রাহে।

ইব্‌লিস

সে দীপ্ত প্রাণের কথা কেন বলো? কারবালা ময়দানে
দীর্ণ যার স্বপ্নসাধ রাজতন্ত্রী এজিদী খঞ্জরে,

www.pathagar.com

বিলুপ্ত করেছি তাকে আমার অসংখ্য মতবাদে
শতাব্দীর অন্ধকূপে।

বনি আদম
তোমার অসংখ্য মতবাদ
ব্যক্তিপূজা, রাষ্ট্রপূজা, আত্মপূজা, স্বার্থপূজা নিয়ে
প্রতীক পূজার সাথে। ধরা পড়ে গেছে এ জাহানে
অন্তঃসারশূন্য; ম্লান। ফাঁকা আওয়াজের কারসাজি
ঝাণ্ডা তুলে বহুবিধ দিতে কোন পারেনি সুরাহা
সংখ্যাহীন সমস্যায়। সাম্য, মৈত্রী, শান্তি, স্বাধীনতা।
আত্মার আলোকচ্যুক জড়বাদী এই পৃথিবীতে
পায়নি সাফল্য খুঁজে। প্রশান্তির দিকচক্র শুধু
সরে গেছে দূরে, দূরান্তরে। তোমার বীভৎস মতবাদ
রঙিন খোলসে শুধু বিভ্রান্ত ক'রেছে জনতাকে,
বর্ণ-গোত্র-অঞ্চলের প্রশ্নে শুধু ক'রেছে বিক্ষত
মানুষের শান্তি, আশা;—শাণিত নখরে। আজ তাই
মৃত্যু-তিক্ত অবিশ্বাস 'প্রগতির' পথে।

ইব্‌লিস
মানুষের
মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, প্রাণে, অন্ধকার—সংশয়ের বীজ
বপন ক'রেছি আমি কত যত্নে, জানো না সে কথা
ক্ষণজীবী পৃথিবীতে অনভিজ্ঞ তুমি। জানো না তা
দীর্ঘ যুগ-যুগান্তের সেই শ্রম, প্রয়াস আমার
ফুলে ফলে সুশোভিত শতাব্দীর বিষ-বৃক্ষ সেই
অপমৃত্যু এনেছে কিভাবে। জিব্রাইল, মিকাইল
জান্নাতী ফেরেশ্‌তা যত দেখেছে তা শঙ্কিত বিস্ময়ে
সময়ের তীরে! মানুষের ইতিহাস—কলঙ্কিত
কে কাল কাহিনী, কলঙ্কিত দেখে আরও ভ্রাতৃরক্তে,
হত্যায়, লুণ্ঠনে, পাপে, ব্যভিচারে, শোষণে, ঈর্ষায়,
ফিরে গেছে বেদনার্ত তারা। মানুষের পৃথিবীতে
আমি জাগি শরের প্রহরী। প্রত্যয়ের এক বিন্দু
পাবে না এ পঙ্কিল ধরায়। সংশয়িত মানুষের
ব্যক্তি বা সমাজসত্তা দিশাহারা তিক্ত অবিশ্বাসে
হারায়েছে মূল লক্ষ্য ইব্‌লিসের অভিজ্ঞ কৌশলে।

বনি আদম
তোমার ফাঁকির চক্র, তোমার কৌশলী মতবাদ
রাত্রির আলেয়া যেন মিথ্যাময়ী,—নিষ্প্রভ, এখন

www.pathagar.com

স্পষ্ট দিবালোকে। হিংসা-হিংস্রতার ছুরি ঢেকে রেখে
শান্তির খোলস মুখে প্রতারক, প্রভুত্ব পিয়াসী
প্রচার করেছ যত মিথ্যা বুলি, ধরা পড়ে গেছে
সম্পূর্ণ স্বরূপ তার এ বিশ্ব জগতে!—ঘূর্ণমান
মানুষের এ মিছিলে রসূল এসেছে বারেবারে।
অগণ্য যাত্রীকে তারা নিয়ে গেছে সত্যের মঞ্জিলে,
পথের দিশারী—পৃথিবীতে। মানুষের ইতিহাস
কলঙ্কিত নয় তাই শুধু পাপ-পঙ্কিল প্রবাহে।
সেখানে ঔজ্জ্বল্য আছে, আছে দীপ্ত পূর্ণ পরিচয়
আশরাফুল মখলুকাত ইনসানের। বনি আদমের
মহান ভ্রাতৃত্বে, ত্যাগে, সততায়, সংগ্রামে, শান্তিতে
প্রেমে ও প্রজ্ঞায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল সে পূর্ণ কাহিনী;
নতমুখ ইব্‌লিস যেখানে।—জমানার ঘূর্ণাবর্তে
সব আলো নিভে গেলে অন্ধকারে জ্ব'লেছে আবার
সিরাজাম মুনীরার দীপ্ত শিখা অনির্বাণ তেজে
বহু বর্ষ আগে; তবু প্রোজ্জ্বল ভাস্বর দু'জাহানে।
পেয়েছে বিভ্রান্ত যাত্রী মঞ্জিলের দিশা তারা খুঁজে
সে সত্য আলোকে! দিকে দিকে আজ তাই উঠে আসে
নয়া জিন্দেগীর খোঁজে নারী-নর তৌহিদী আলোকে;
আখেরী নবীর পন্থা একমাত্র কাম্য যে তাদের।

ইবলিস

বিলুপ্ত যে ইতিহাস টেনে এনে চাপা দিতে চাও
ব্যর্থতা নিজের, তাতে সুফল কি পেয়েছ এখানে
স্মৃতি রোমন্থন মুগ্ধ...অথবা ঐতিহ্যসচেতন
কল্পলোকচারী, অর্বাচীন! বলেছি তো আমি আগে
সে স্বপ্ন বিলীন আজ কারবালায়,—এজিদী খঞ্জরে।

বনি আদম

কে বলে বিলুপ্ত সেই ইতিহাস আদর্শবাদের
দশতে কারবালায়? মৃত্যু নাই আদর্শের। মৃত্যুহীন
শহীদের অনুসারী যে মুমিন, পায় সে প্রেরণা
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের প্রাণবন্ত সে আদর্শ থেকে
চিরদিন। এজিদী খঞ্জরে তার শঙ্কা নাই কোন।
ফেরাউনী অত্যাচারে সে দাঁড়ায় কালীমের সাথে
ভয়শূন্য নীল নদী তীরে। নমরুদের জিন্দানে সে
নির্ভীক সংগ্রামী সত্তা ইব্রাহিম খলিলের মত

www.pathagar.com

চায় শুধু মদদ খোদার। তাই বিশ্ব মানুষের
নব সম্ভাবনা দেখি দুনিয়া জাহানে। দেখি আমি
খিলাফতে রাশেদার পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইব্‌লিস
কী অলীক
সে কল্পনা!

বনি আদম
সকল দিগন্ত জুড়ে যে পারে জ্বালাতে
সকল ঘুমন্ত সূর্য, দিতে পারে পূর্ণতার আলো
—ব্যক্তির, ব্যষ্টির কিংবা পৃথিবীর সব মানুষের
সমস্যা-সঙ্কুল পথে, ঘূর্ণাবর্তে, তরঙ্গে, তুফানে
—সে মানবতার রশ্মি যদি আজ থাকে অন্তরালে
মনে রেখো সুপ্ত শক্তি মিথ্যা নয় তার।

ইব্‌লিস
আশাবাদী
তুমি কিন্তু যে আশার পটভূমি অবাস্তব আজও,
সেখানে দুরাশা এই নৈরাশ্যের কাল ছায়া শুধু।
নিষ্ক্রিয়, হতাশাগ্রস্ত নারী-নর অবসন্ন, আর
স্তব্ধগতি যেখানে সমাজ, কিভাবে সেখানে তুমি
আশা করো মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা,—সেই
খিলাফতে রাশেদার পরিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ?

বনি আদম
কেন বলো অসম্ভব প্রতীক্ষিত সে জীবন, আর
সেই সত্য খিলাফত এ পটভূমিতে? প্রভাতের
দুয়ারে সঞ্চিত যত হোক্ না সে কুহেলি নিবিড়
দীর্ণ করে তবু তাকে শক্তিমান ভোরের শিকারী
আফতাব। নিঃশঙ্ক সূর্যের রশ্মি রাত্রির মিনারে
তীব্র সংঘর্ষের শেষে জ্বালে তবু সুবে উম্মীদের
স্বর্ণশিখা অমলিন,—সাময়িক অবসাদ শেষে।
আঁধারে ছিল যে সুপ্ত, সংগোপনে,—সে আত্মবিস্মৃত
আকাশের শামাদানে অনুভব করে সে তখন
সুসম্পূর্ণ জীবনের ভূমিকা বিশাল। জেহাদের
অগণ্য সংঘর্ষ মাঝে দেখে সেই পূর্ণ কামিয়াবি

www.pathagar.com

সত্যের দুর্গম পথে চলে আজ এ বনি আদম;
অসম্ভব নয় তাই মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইব্‌লিস

কেন অসম্ভব নয়? অচেতন যেখানে সমাজ
কিভাবে সেখানে তুমি এনে দেবে বহ্নি চেতনার?
কি অস্ত্রে ভাঙাবে তুমি শতাব্দীর নেশাগ্রস্ত ঘুম?
উজ্জ্বল উল্কার মত মানুষের মুক্ত পথ থেকে
স্খলিত যে মিশে গেছে দুর্নীতির ঘূর্ণি ও তুফানে
সহস্র পঙ্কিল পাপে—আজ তার আশা নাই, ভাষা
অর্থহীন—উন্মত্ত প্রলাপ। সহানুভূতির স্পর্শ
দেখে না সে কোনখানে, প্রাণহীন স্বার্থবুদ্ধি তার
জ্বেলেছে হাবিয়া তীব্র নীতিভ্রষ্ট পৃথিবীর বুকে
স্বস্তিহারা;—শান্তিহীন। অন্ধ অনুকরণের দাস
বিকায়ে নিজের সত্তা হারায়েছে স্বকীয়তা : আর
মিশে গেছে চক্রে ইব্‌লিসের।

বনি আদম

এ কথা আংশিক সত্য।

ইব্‌লিস

পূর্ণ সত্য এই। আত্মপ্রবঞ্চিত, ধূর্ত, জ্ঞানপাপী
বুঝেও বোঝ না তুমি! দেখ না কি চক্রান্তে আমার
মুসলিম মিল্লাত আজ দিশাহারা, কী কূট কৌশলে
হারায়ে জীবনাদর্শ চলে কোন মৃত্যুর প্রান্তরে,
শতধা বিচ্ছিন্ন; দেখ না কি কূটচক্রে ইব্‌লিসের
সে আত্মবিস্মৃত মরে পথভ্রান্ত, পরানুকরণে!
ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্লেদ, ক্লেদ যত ফিরিঙ্গিয়ানার
নির্লজ্জ নগ্নতা নিয়ে জমে তার নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়
জিন্দেগীতে—প্রতিহত তার গতি ইহুদীর চালে!
হারায়ে শক্তির উৎস শিকার সে সাম্রাজ্যবাদের!
আখেরী নবীর পথ-বিচ্যুত সে করে আমদানী
বিজাতীয় মূল্যবোধ আপ্রাণ প্রয়াসে! আনে ভ্রান্ত
মিথ্যা আর মারী বিষ সঠিক দ্বীনের বিনিময়ে!
আমার সাফল্য এই।—দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিন্ন, সংশয়িত
মুসলিম জাহানে ঐক্য অবশিষ্ট রাখি নাই কোন,
রাখি নাই মুক্তির সরণি। নৈরাশ্যের অন্ধকারে

www.pathagar.com

মিটায়েছি তার শেষ আশা।...লক্ষ্যহীন মিল্লাতের
এ ভূমিকা ভুলে ফের মুক্তি চাও, কোন্ তরিকায়,
কার পথে? দিবাস্বপ্ন রচনার এ স্বভাব তুমি
ভোলো মূর্খ; ভুলে যাও আজ।

বনি আদম

এ স্বভাব মানুষের।
নবীর তরিকা চিনে যে স্বভাব চায় অগ্রগতি
মুক্ত শাহীনের মত, গোলামীর জিঞ্জির ছাড়িয়ে
যে চায় প্রদীপ্ত গতি উর্ধ্ব হ'তে আরো উর্ধ্ব স্তরে;
ক্ষুদ্র সংকীর্ণনতা ছেড়ে বর্ণ-গোত্র-ভাষা-অঞ্চলের
তামাম আলমে চায় গ'ড়ে নিতে মুক্ত জাতীয়তা
মুজাহিদ—যে মর্দে মোমিন;—বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাকে
পরিপূর্ণ ইনসাফ, সত্য আর ন্যায়ের দাবিতে
আল্লার প্রভুত্ব মেনে অস্বীকার করে যে বাতিল
ইব্‌লিসের ভ্রান্ত মত, কূটচক্র, কর্তৃত্ব অলীক;—
ঝঞ্ঝা, ঝড়ে, ঘূর্ণাবর্তে বিদ্যুতের চেয়ে দীপ্যমান
এ স্বভাব সেই মোমিনের। এ স্বভাব বিপ্লবীর
বিপ্লবে মহান।...সত্যাশ্রয়ী মানুষের এ স্বভাব
আগ্নেয় প্রেরণা দেয় অসত্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে,
অন্যায়ের টুটি টিপে মারে যে, অসাম্য পিষে পায়ে
মানুষের যে স্বভাব জেহাদের ঝাণ্ডা ব'য়ে চলে
নতুন দিগন্ত পানে অভিযাত্রী সেই!—দেখ চেয়ে
মরক্কোর তীর থেকে দ্বীপপুঞ্জে ইন্দোনেশিয়ার
ঘুমের অরণ্য জ্বলে চেতনার সে তীব্র আগুনে
লেলিহান। দেখ চেয়ে সংখ্যাহীন সিংহ শাবকেরা
জেহাদী আগুনে সেই নিতে চায় সব প্রাপ্য খুঁজে!
বিক্ষোভ মিছিলে কিংবা শব্দহীন মূক জনপদে
দেখ সেই ইনসাফ, ঐক্য, শান্তি, সত্যের অন্বেষা!

ইব্‌লিস

বহু রাত্রি, বহু বাধা পথে আছে তার।

বনি আদম

জানি আমি
মুক্ত প্রভাতের পথে জানি আমি, জানি আমি আরো
বহু শ্রম, বহু রক্ত, জেহাদের সংখ্যাহীন মাঠ

www.pathagar.com

পড়ে আছে। তবু শ্রান্ত নই আমি, সঙ্গী জেহাদের
ক্লান্তি সে মানে না; তার কোন দিন পরাজয় নেই।

ইব্‌লিস

ক্লান্ত আমি। তবু আজ এই প্রশ্ন তোমাকে শুধাই
: সংগ্রামী তোমার সত্তা দেখে না কি ছায়া ব্যর্থতার?

বনি আদম

ঝড়ের বিপক্ষে ওড়ে যে ঈগল,—সে বিহঙ্গ আমি!
সমুদ্রের প্রতিরোধ চূর্ণ করে যার উন্মাদনা
সে তিমির প্রাণোচ্ছ্বাস মর্মমূলে সঞ্চিত আমার
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষ দীর্ন করে সুতীব্র রশ্মিতে
যে তারা, আমি সে দীপ্ত নক্ষত্র;—সঘন অন্ধকারে
চিন্তার জটিল বিশ্বে করি তীক্ষ্ণ আলোকসম্পাত।
সূচীভেদ্য অন্ধকারে, নিষ্প্রাণ প্রান্তরে জনহীন
আবে-হায়াতের খোঁজে যে খিজির সঙ্গীহীন একা
নির্ভয়ে আল্লার নামে পাড়ি দেয় বিজন প্রান্তর,
সংকটে যে ধৈর্যশীল, জেহাদে যে দুর্জয় নির্ভীক,
আমি তার অনুবর্তী। সংগ্রামের আগুন আমার
প্রাণকেন্দ্রে; ধমনীতে জ্বলে তার শিখা লেলিহান।
মৃত্যুকে করি না ভয়, অগ্রগামী জীবনের পথে
নিষ্কম্প আমার প্রাণ করে নিত্য সংগ্রাম সূচনা,
অসত্যের অন্ধকূপে কিংবা তিক্ত অন্যায়ের মুখে
শক্তিমান করে বাহু আঘাতে; সুতীব্র প্রতিঘাতে।
যত পথে বাধা পড়ে, দৃঢ় হয় শত্রু ব্যূহ যত,
সংকটের মৃত্যু মেঘ হ'য়ে আসে যত ঘনতর,
যত আসে হিংস্র ঝড় বার্তা নিয়ে বজ্র বিদ্যুতের
আমার সংগ্রামী সত্তা তত তাকে স্বাগত জানায়।
যতবার বাধা পাই ততবার জাগে এই প্রাণে
নয়া জেহাদের মাঠে নবতর সংগ্রামী চেতনা;
যত দেখি বিফলতা পাই তত সাফল্য-আশ্বাস।
যে পৃথিবী কাঁদে আজ কারুণের লুব্ধ বেষ্টনীতে,
যে সমাজ বিকলাঙ্গ শাদ্দাদের চক্রান্তে,—যেখানে
নমরুদের ব্যভিচারে শ্বাসরুদ্ধ হয় প্রতিক্ষণে,
জাগে দর্পী ফেরাউন ক্ষমতা-লোলুপ অন্ধকারে;

www.pathagar.com

সেখানে, বিভ্রান্ত সেই মানুষের পৃথিবীতে আজ
আমি চলি জালিমের মৃত্যু-বার্তা নিয়ে। সে মাটিতে,
সব শৃঙ্খলিত মাঠেকরি মুক্ত আলোক-সম্পাত,
ব্যক্তি আর সমাজের পূর্ণতার বাণী ব'য়ে চলি
নবীর উম্মত আমি;...ইনসাফের উত্তরাধিকারে।
আমি চলি ইনসানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।
তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতম হোক, তবু জেনো
এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।

ইব্‌লিস

যারা যুদ্ধ চায়, যারা বিপর্যয় আনে পৃথিবীতে
তুমি যে তাদের;—তবে এ কথা কোরো না অস্বীকার।

বনি আদম

অস্বীকার করি আমি। পৃথিবীতে শান্তির পশরা
চূর্ণ ক'রে যায় যারা, জনপদে অবিশ্বাস আনে,
—আমি যে তাদের নই, এ কথাও তুমি ভালো জানো,
তবু ধূর্ত বিতর্কের অবসরে স'রে যাওয়া জানি
পলায়নী স্বভাব তোমার। যে সরণি জেহাদের,
যে সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী প্রশান্তির খোঁজে,—জালিমের,
জড়বাদী প্রেতাত্মার অত্যাচার সমূলে জ্বালিয়ে
চায় যে প্রশান্তি; পূর্ণ মানবতা; অজানা সে নয়
অন্তত তোমার কাছে—ইব্‌লিস! কূটবুদ্ধি তুমি

ইব্‌লিস

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে প্রভাতের তীরে। সংকটের
হিংস্র অন্ধকারে ফের দেখা হবে।

বনি আদম

সব অন্ধকারে,
সকল সংকটে পাবে—ইবলিস! প্রস্তুত আমাকে।

(ভোরের আজানে ইবলিসের অন্তর্ধান)

এক
জুল্‌মাতের হিংস্র ছায়ায়
মিশে গেছে কাহিনী শোনার সন্ধ্যা...

www.pathagar.com

কিন্তু এখানে,
এখানে এই অমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে,
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরু মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে...

যে বাতাসে মিশে আছে
অসংখ্য বঞ্চিত প্রাণের আকুতি,
যে বাতাসে মিশে আছে
বেশুমার ইনসানের আহাজারি;
যে বাতাসে মিশে আছে
সেই বৃদ্ধ জয়ীফের কণ্ঠ
আর অভিযাত্রী কাফেলার
বহু ব্যর্থতার কাহিনী
(যা শুধু আমরা কানেই শুনেছি
দেখিনি কখনো দু'চোখে)।

আট
দুর্ভিক্ষ আর মড়কের দিনে
যতবার আমি শুনেছি ক্ষুধিত শিশুর কান্না
ততবার তাকিয়েছি ক্লান্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে,
কিন্তু আমার ধূসর দিগন্তে
কোন দিন-ই পড়েনি
সেই বিশালদেহ নেতার ছায়া
দুর্গত মানুষের খাদ্যের সামান বইতে
যার পিঠ বেঁকে পড়েছে
বিপুল বোঝার ভারে।
অস্পষ্ট আলো অন্ধকারে
যতবার আমি শুনেছি
গৃহ-হারা নারীর সাহায্য ভিক্ষা
ততবার আমি তাকিয়েছি ম্লান, অসহায় দৃষ্টিতে,
কিন্তু আমার ধূসর দিগন্তে
কোন দিন-ই পড়েনি
সেই মহীয়সী মহিলার ছায়া

www.pathagar.com

দুর্গত মানবতার সেবায়
এগিয়ে এসেছে যাঁর দু'খানা হাত
অনাড়ম্বর, অকৃপণ মমতায়।

সূচীভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে
যতবার আমি দেখেছি
পাপ-লুব্ধ পিশাচের নির্লজ্জ পৈশাচিকতা,
ততবার আমি তাকিয়েছি শঙ্কিত, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে,
কিন্তু কোন দিন-ই আমার নজরে পড়েনি
দোররা-ধারী সেই শক্তিমান খলিফার চেহারা
প্রাণ-প্রিয় পুত্রের রক্তাক্ত দেহ
যাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি
পক্ষপাতহীন বিচার
মৃত্যু-কঠিন শাস্তি থেকে।

ঊনিশ
সামান্য বিন্দুর আকারে
দেখা দেয় যে বৈশাখী ঝড়ের মেঘ
সারা আসমানে সে ছড়িয়ে পড়ে
অবলীলাক্রমে,
ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি
যখন আমরা শুনতে পাই মেঘের বজ্রকণ্ঠে,
আর অনুভব করি
ভাঙা-গড়া,
ঝড়-ঝাপট,
বৃষ্টিবাদলের এক নতুন অধ্যায়।

অনুভব করি
অনাগত ফসলের
এক নতুন ইঙ্গিত।

আটচল্লিশ
যে মরু মাঠ পাড়ি দিতে গিয়ে
ঘূর্ণির মুখে ঝ'রে পড়েছে অসংখ্য প্রাণী
বৈশাখী ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত,
সেই প্রান্তর পাড়ি দিতে এসেছিল
একদিন এক নির্ভীক মুসাফির

www.pathagar.com

স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...

ক্ষিপ্ত আজদাহার ফণার মত
আসমান-ছোঁওয়া তরঙ্গ দেখে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়ার
(যেখান থেকে ফিরে গেছে সকল মাঝি-মাল্লা),
সেই দরিয়া পাড়ি দিতে এসেছিল
একদিন এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...

মিথ্যা কুহক আর যাদু তেলেসমাতের ডেরা
জ্বিন শয়তানের আস্তানা বাদগর্দ হাম্মাম
(যেখানে সকল মানুষ ভুলে যায়
সত্তার পূর্ণ বিকাশের কথা,
আর ঝিমিয়ে পড়ে আচ্ছন্ন, অচেতন অবস্থায়
ইব্‌লিসের জিঞ্জিরে) ...
সেখানে এসেছিল এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...
পার হয়ে গেছে সে এক আশ্চর্য শক্তিতে
হাবেদার বিশাল মরু-প্রান্তর,
পাড়ি দিয়েছে সে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া,
ভেঙে গেছে বাদগর্দ হাম্মামের সকল যাদু-তেলেসমাত।
আর রেখে গেছে
সকল পাহাড়,
সকল সমুদ্র,
সকল মরুভূমি অতিক্রম করার
এক নির্ভুল ইশারা।

প্রথম স্তবক

এক
হাজার রাত্রির কোন এক রাতে যদি ভুলে থাকি
প্রতিজ্ঞা আমার, কিংবা অসতর্ক যদি ভুলে থাকো
তোমার প্রতিজ্ঞা—তবে সঙ্কল্পের দোষ দিয়োনাকো;

www.pathagar.com

সে রাত্রির তীরে এসে বহুদূরে গিয়েছিল ডাকি'
আকাশের বাঁকা রেখা (স্বপ্নাচ্ছন্ন চাঁদ কিংবা পাখি)
সমুদ্রে অথবা মনে এনেছিল দুরন্ত জোয়ার!
সংশয়ের দাহ মুছে, ভেঙে দিয়ে গ্রন্থি এ মিথ্যার
মুহূর্তের মূর্ছনায় তনু মন ফেলেছিল ঢাকি'।

সৃষ্টি-সম্ভাবনা-দীপ্ত সে নিশীথে প্রোজ্জ্বল উৎসাহে
প্রেম এসেছিল কাছে, শতাব্দীর যে বন্ধ্যা মৃত্তিকা
জ্বলিয়াছে এতকাল তৃষিত মনের অন্তর্দাহে–
সে-ও চেয়েছিল তার মৃত স্বপ্নে তারকার শিখা;
আ-দিগন্ত জীবনের স্পর্শলুব্ধ সুপ্ত নীহারিকা
নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছিলে উত্তাল প্রবাহে॥

দুই

যে স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়ে সেই স্বপ্ন গড়ে তুলি আমি,
মাটির মাঠের বুকে দিয়ে যাই নতুন আশ্বাস।
মৃত্যুর জিঞ্জির খুলে যে হয় প্রাণের অনুগামী।
সেই জীবনের গানে রক্তক্ষরা এ মোর প্রয়াস।
রুধিরাক্ত এই পথে যে স্বপ্ন নিঃশেষে মুছে যায়
গড়ে তুলি সেই স্বপ্ন, রক্তে করি রক্ত-ঋণ-শোধ
শুধু মুক্ত জীবনের, শুধু এক মুক্তির নেশায়
কখনো ছড়ায়ে পড়ি; জাগাই কখনো প্রতিরোধ।

উত্তাল প্রবাহ বেগে জেগে থাকে আকাঙ্ক্ষা আমার;
নিঃসীম সুপ্তির মাঝে বেঁচে থাকে আমার বাসনা
যদি স্বপ্ন ভেঙে যায় গড়ে নেয় স্বপ্ন সে আবার;
যদি ঝড় আসে পথে হয় না কখনো অন্যমনা।
মৃত্যুর পরিখা মাঝে জীবনের অশ্রান্ত আশ্বাস
যে গাথা শোনায়ে যায় পূর্ণ সে প্রাণের ইতিহাস॥

তিন

মৌসুমী ফুলের দিন শেষ হ'ল, দেখ পৃথিবীতে
মৃত্যুর তুহিন শ্বাস পুষ্পগন্ধ চলেছে ঝরায়ে।
শঙ্কিত কানন পথে, আসন্ন রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়ে
ফুল-ঝরা বনে চলো ফুল ফোটানোর ভার নিতে।
এরো আগে বহুবার এমনি মৃত্যুর সরণিতে

www.pathagar.com

শত সংঘাতের মাঝে নেভে নাই যে আরক্ত শিখা
সে শিখা বাঁচায়ে চলো, নিয়ে চলো প্রেমের লিপিকা
মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবীর নিভৃত পল্লীতে।

অথবা নিশীথ স্বপ্নে মুহ্যমান শহরতলীর
কোন রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে! মোমের শিখার অনুভূতি
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলানোর সুতীব্র আকুতি
নিয়ে যাবো সেখানেই—যেখানে বিবর্ণ ধরিত্রীর
অরণ্যে ফোটে না ফুল, পাখি যেথা নাহি বাঁধে নীড়,
সেখানেই আমাদের—এ প্রেমের নিভৃত প্রস্তুতি॥

চার

বিভ্রান্ত সন্ধ্যার চক্রে—অন্ধকার প্লাবনে, ঝড়ের
বর্বর নখরাঘাতে ভেঙে গেছে বহু স্বপ্ন নীড়;
শেষ হ'য়ে গেছে দিন ফাল্গুনের আরণ্য বহ্নির
শুধু শেষ হয় নাই এ অধ্যায় প্রাচীন প্রেমের।
বিভ্রান্ত পৃথিবী তাই টেনে তুলি, বিক্ষত মাঠের
সীমান্তে জাগায়ে তুলি ফুল ফসলের সমারোহ।
সুতিক্ত নখরাঘাতে দিন যেথা একান্ত দুঃসহ
সেখানে ফেরায়ে আনি তারা ঘেরা প্রশান্তি মনের।
নূহের প্লাবনে আজ ডুবে যদি যায় তবে যাক
জরাজীর্ণ এ পৃথিবী, পথ শেষ হয় না যাত্রীর,
প্রেমের বর্তিকা নিয়ে পাড়ি দিল যে ঝড় বৈশাখ
বিশ্বাসের শিখা নিয়ে পাড়ি দেবে সে যুগ তিমির—
সংশয়িত বাঁকা পথ;—যেখানে মৃত্যুর কালো ডাক
নেভাতে পারে না শুধু ক্ষণদ্যুতি প্রেমের বহ্নির॥

পাঁচ

কালবৈশাখীর দেশে চলো তবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
বাসা বাঁধি। অনাবাদী সন্দ্বীপের অথবা পদ্মার
কোন এক বালুচরে—বৈশাখীর ঝড় বারবার
কৃষাণ কুটিরে যেথা হানা দিয়ে ক্ষুব্ধ পরাজয়ে
ফিরে যায় হতাশ্বাস, মৃত্যু ফেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে
যেখানে সম্পূর্ণ দেখে প্রেমের তরঙ্গ শতধার
সেখানে মাটির বুকে বেঁধে নেব তোমার আমার
বহু আকাঙ্ক্ষিত নীড়—পূর্ণতার পথে অসংশয়ে।

www.pathagar.com

পলায়নী গানে নয়, যে সংগীতে মাঠের সৈনিক
কৃষাণ বধূকে তার জানায় স্বাগত সম্ভাষণ,
নাবিক--রাত্রির স্রোতে অনায়াসে খুঁজে নেয় দিক
বিধ্বস্ত পৃথ্বির; সেই সংগীতের নিবিড় বন্ধন
আকাশের সূত্র জেনে, মেনে নিয়ে মাটির ক্রন্দন
আবার রাঙায়ে যাবে এ দিনের শ্রান্তি তামসিকা॥

ছয়
তবে তুমি কাছে এসো; কোরো না কোরো না অস্বীকার
ভার নিতে এ পথের, এ প্রান্তর ফুলে ও ফসলে
ভরাতে শিশির স্বপ্নে ফিরিয়া যেও না আঁখিজলে
অস্বীকার করিও না দুর্গম পথের অঙ্গীকার।
কাছে এসো, কথা বলো নিয়ে চলো এই গুরুভার।
—প্রেমের পশরা এই প্রেমরিক্ত ম্লান পৃথ্বিতলে
বন্ধ্যা ধরণীর মাঠে সংশয়ের আবদ্ধ পল্বলে
প্রাণের পাথেয় নিতে কোরো না; কোরো না অস্বীকার।

দীর্ঘ পথশ্রমে যেন প্রকাশিত না হয় দীনতা
শতাব্দীর, মৃত্যুবিষ যেন আর না ভাসে পরাগে।
আমরা নতুন যাত্রী, চলে গেছে যারা বহু আগে
পথ চিনে তারার আগুনে—দেখে নাই বিফলতা
তরঙ্গে, তুফানে, ঝড়ে;—চলো আজ নব অনুরাগে
তাহাদের চলা পথে, বলো আজ তাহাদেরি কথা॥

পঞ্চম স্তবক

এক
রাত্রির অরণ্যতলে হে বিচিত্রা! দ্বার খুলে দাও,
মুখর দৃষ্টিতে তব, গ্রীবাভঙ্গে রহস্য অশেষ!
অজ্ঞাত জগতে মোর আবিষ্কৃত হয়নি যে দেশ
সুকঠিন রহস্যের বক্ষবাস সেথা তুলে নাও।
যদি কোন ভুল থাকে তব আজ সব ভুলে যাও।
যে অনাবিষ্কৃত লোকে রাখিয়াছো স্বপ্নের আবেশ,
দু'চোখে, চিবুকে, বক্ষে সৃজিয়া বিচিত্র পরিবেশ

যার অন্তহীন যাত্রা থেমে গেছে তোমার দুয়ারে
আড়াল করিতে চাও যাকে তুমি বক্ষের সুষমা,

www.pathagar.com

অকারণ ঔদাসীন্যে স'রে যাও দূরে নিরুপমা;
অপরিচয়ের তীরে—সেথা মিশে যেও না আঁধারে।
রাখিতে পারোনি ঢেকে যে সুষমা রেখেছিল জমা;
তোমার অজ্ঞাতে দেখ ঘিরিয়া সে রেখেছে আমারে॥

দুই

যখনি দেখেছি তব গ্রীবাভঙ্গে পদ্ম-প্রভ মুখ
অসম্মতি জানায়েছো দুলিয়া কোমল বৃন্ত 'পরে
তখনি মনের আলো প'ড়েছে ফাটিয়া স্তরে স্তরে,
পারেনি ঢাকিতে কিছু ও হৃদয় একাগ্র উন্মুখ।
তিক্ত ঔদাসীন্য ভেবে যতবার হ'য়েছে বিমুখ
মোর অনাদৃত প্রেম মুহ্যমান রিক্ত হতাশায়
ততবার তুলিয়াছো (রাত্রির বিশ্রান্ত তমসায়)
অশেষ ইঙ্গিতে ঘেরা অপরূপ তোমার চিবুক।

নিরুদ্ধ স্বপ্নের পদ্ম! তোমাকে ঘিরিয়া অবিশ্রাম
আমার মৌমাছি ফেরে নিয়ে তার তৃষ্ণার বর্তিকা,
অপরিচয়ের দূর অন্তরালে থাকি প্রহেলিকা
মৃগতৃষ্ণিকার মত পিপাসা বাড়াও শুধু তার।
দেখেছি অসংখ্যবার, দেখা তবু হয়নি আমার;
সম্মোহিত করি মোরে রেখেছে তোমার প্রিয় নাম॥

তিন

যে স্বপ্নে ঘুমায়ে পড়ি সেই স্বপ্ন দেখে উঠি জেগে;
যে স্বপ্ন হতাশা আনে সে দেয় আশ্বাস স্বপ্নালোকে,
বাঁধা প'ড়ে আছি আমি সে স্বপ্নের সর্পিল আবেগে;
খুঁজে পাই সরণি সে ক্ষণ-দীপ্ত স্বপ্নের ঝলকে।
অন্তহীন অন্ধকারে যদিও সে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
বারবার নিভে যায়, তবু জানি ক্লিষ্ট তমিস্রায়।
একমাত্র সত্য হ'য়ে সেই প্রেম—পথের বর্তিকা
জ্বলিতেছে জীবনের দিগন্তরে তিমির প্রচ্ছায়।

অনির্বাণ সেই শিখা! প্রতি শিরা, স্নায়ু ধমনীতে
অনুভব করি আমি সে আলোর বিচিত্র প্রকাশ,
কবোষ্ণ উত্তাপ তার হৃদয়ের নিরুদ্ধ সংগীতে
রাত্রির বিস্ময়ে আনে স্বপ্ন-সৃজনের অবকাশ।

www.pathagar.com

আকাশের সব তারা নিভে যেতো, ম'রে যেতো নদী
ক্ষুদ্র মোর খাদ্যোতিকা শিখা হ'য়ে না জ্বলিত যদি॥

চার

যে দৃষ্টি-সংকেত মোর স্বপ্নেরে জাগালো এতকাল
নিমেষে চিনিবে যদি দেখ সেই আঁখি আরণ্যক,
চঞ্চল বন্য সে চোখ, কখনো বা স্থির নিষ্পলক;
নিমেষে ছিঁড়িতে পারে মনের কৃত্রিম উর্ণাজাল।
উগ্র শালীনতা দীপ্ত যে কন্যার ঐশ্বর্য বিশাল
আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখি চোখ তার বিশ্বাসঘাতক;
আদিম স্বভাব নিয়ে প্রতিক্ষণে হানে সে শায়ক
বাঁকা ভ্রূ ধনুর নীচে রশ্মি তার আনন্দ উত্তাল।

সে দৃষ্টি দেখনি তুমি, দেখিয়াছো দৃঢ় শালীনতা,
দেখেছো রাণীর মত সে কন্যার শাসন ভঙ্গিমা,
সর্ব অবয়ব ঘিরে শর্বরীর স্থির নীরবতা
(দেখনি গোপন দ্যুতি)। পার হ'লে দৃঢ়তার সীমা
দেখিবে সাজানো আছে পুঞ্জীভূত তারকার কথা
দু'চোখে; চিবুকে তার আরক্তিম ঊষার রঙ্গিমা॥

পাঁচ

শুনিতে চেয়েছি আমি—তোমার ক্ষণিক অদর্শন
এ মনের অধিরাজ্যে এনেছে কী অন্তহীন কাল
সুকঠিন প্রতীক্ষার!—উত্তর দিয়াছে দু'নয়ন
তব পথ-প্রান্তে জাগি; শ্রান্তিহীন প্রদোষ সকাল।

শুনিতে চেয়েছি আমি—অরণ্যের সকল ভাষণ
মেটাতে কি পারিয়াছে তব কণ্ঠ-ধ্বনির পিপাসা
অনির্বাণ মোহময়!—বলিয়াছে আমার শ্রবণ
উৎকর্ণ তোমার স্বরে আজো মোর মেটে নাই আশা।
শুনিতে চেয়েছি আমি—পল্লবিত পদ্মের মধুর।
পাপড়ি কি দিতে পারে তনুস্পর্শ নিত্য কমনীয়
তোমার স্পর্শের চেয়ে!—বলিয়াছে বক্ষ লোভাতুর
অতৃপ্ত জীবনে আর কোন স্পর্শ নহে স্মরণীয়।
শুনিতে চেয়েছি আমি সবচেয়ে কাম্য কোন ক্ষণ
উত্তর দেয়নি আর, তব সঙ্গ-লিপ্সু মোর মন॥

www.pathagar.com

ছয়
দিও না নতুন তথ্য, বলিও না তত্ত্বকথা কোন
(পণ্ডিতজনের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি ঢের
পাইনি প্রশান্তি আমি, পাই নাই সান্ত্বনা কখনো
তৃষ্ণার সঞ্চয় তা'তে মেলেনি অতৃপ্ত হৃদয়ের)
তার চেয়ে কাছে এসো, আরো কাছে, একাগ্র উন্মুখ
উত্তপ্ত উষর এক প্রাণহীন জীবনের তীরে,
আমার কঠিন বক্ষে রাখি স্বপ্ন-সুরভিত বুক
সুরের মুহূর্ত মোর সুষমায় দাও তুমি ঘিরে।

আকাশের রহস্য বা সামুদ্রিক ঐশ্বর্যের কথা
নতুন নহে তো আর (পৃথিবী হ'য়েছে পুরাতন);
তোমার না-বলা কথা, চাঞ্চল্য অথবা নীরবতা
অজ্ঞাত রহস্যে ঘেরা চিরদিন রহিবে নূতন।
কথা বলিও না কোন, রাখো বক্ষ এ বুকে আমার
স্পর্শে, গন্ধে, বর্ণে মিশে দুই সত্তা হোক একাকার॥

পাখির বাসা

আয় গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া
দিনটাতে,
পাখির বাসা খুঁজতে যাব
এক সাথে॥

কোন্ বাসাটা ঝিঙে মাচায়
ফিঙে থাকে কোন্ বাসাটায়
কোন্ বাসাতে দোয়েল ফেরে
সাঁঝ রাতে॥

ঝিলের ধারে, ঝোপের মাঝে
কোন্ বাসাটা লুকিয়ে আছে
কোন্ বাসাটায় বাবুই পাখির
মন মাতে॥

নদীর ধারে নিরালাতে
গাঙ শালিকের বাস যেটাতে
রাত্তিরে সে থাকে, এখন
নেই যাতে॥

www.pathagar.com

প্যাঁচার বাসা

প্যাঁচার বাসা কোটরে,
সেখানে ভাই ছোট রে॥

ঘন বনের আঁধারে
মজা দীঘির বাঁ ধারে
প্যাঁচা থাকে যেখানে
সেখানে আজ জোট রে॥

তাকায় কে আর পিছনে,
ভয় কি আঁধার বিজনে॥

চক্ষুটা মিটমিটিয়ে
মনের আগুন ছিটিয়ে
প্যাঁচা বসে যে ডালে
সেই ডালে ভাই ওঠ রে॥

বাবুই পাখির বাসা

বাবুই পাখি শিল্পী যে সৌখিন,
মনটা স্বাধীন; দিন এনে খায় দিন॥

বাবুই পাখি শিল্পী বড়
পাতার সূতো করে জড়,
মগজে তার খেলে যখন
কল্পনা রংগিন॥

সবাই বলে : বাবুই পাখির বাসা,
তারিফ করার পাইনে খুঁজে ভাষা॥

সত্যি কথা বলতে কি ভাই
অমন বাসার তুলনা নাই,
যে বাসাতে মন কখনো
হয় না পরাধীন॥

মজার ব্যাপার

মজার ব্যাপার! মজার ব্যাপার!
কোথায় পাব মজার ব্যাপার?

www.pathagar.com

চল্‌ছে সব-ই সোজাসুজি
তাইতো মিছে খোঁজাখুঁজি
ভেবে ভেবে হদ্দ সবাই,
মজার ব্যাপার পাই কোথা ভাই?

ঘট্‌ছে ব্যাপার হরহামেশা
শুনলে মনে ধরবে নেশা,
কিন্তু খুঁজে পাই না যে আর
যেমনটি চাই মজার ব্যাপার।

এরি মাঝে কেমন ক'রে
মজার ব্যাপার যায় যে স'রে,
ছিলে তুমি কিংবা আমি,
কিংবা ছিল তিন ঘরামী
এমন সময় সে এল ভাই
অমন ব্যাপার আর দেখি নাই,
পায়জামা গায়, পায়ে র‍্যাপার
দেখিয়ে গেল মজার ব্যাপার!

মজার ব্যাপার এমন ধারা
যার উপরে নেই পাহারা
হঠাৎ এসে হঠাৎ যায়
মেজাজটা তার বোঝাই দায়!

তবু সবাই চায় যে তাকে
মুখ দেখে কেউ পরের টাকে,
ছড়িয়ে পথে মটর দানা
কেউ বা দেখে ব্যাপারখানা;
পাল্টা মজা চাখলে আবার
চায় না তখন মজার ব্যাপার।

কাজেই কিছু বাছাই ক'রে
মজার ব্যাপার দিচ্ছি ধ'রে,
ঘট্‌ল এবং ঘট্‌ছে যা
রটল এবং রটছে যা
সে সব ব্যাপার গুছিয়ে নিয়ে
মজার কথা যাই শুনিয়ে।

www.pathagar.com

মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁক্‌ড়া

॥ এক ॥

মেলায় যেয়ো না রে ভাই, মেলায় যেয়ো না,
মেলায় যাওয়ার নাম ক'রে কেউ পয়সা চেয়ো না।
ক্যাবলা কান্ত জিদ ক'রে ভাই সেবার মেলায় গেলো,
মেলায় যাওয়ার মজাটা ফের হাতে হাতেই পেলো।
ব্যাপারটা তাই তাদের কাছে বল্‌ছি খোলাখুলি
মেলায় যাওয়ার জন্য যারা ক'রছে ঝোলাঝুলি॥

॥ দুই ॥

ক্যাবলা ধরে বায়না
কিনবে নতুন আয়না।
ঘুড্‌ডি লাটাই কিশ্‌তি
সেই সঙ্গে মিষ্টি।
কাঠের ঘোড়া ময়না
লাল পুতুলের গয়না!
মানে না চোখ রাঙানি,
নেয় সে সিকি; দু' আনি॥

॥ তিন ॥

পয়সা নিয়ে ক্যাবলা শেষে
ঈদের মেলায় গেলো,
পল্টন মাঠ ছাড়ার আগেই
লোকের আওয়াজ পেলো।
গম-গম-গম শব্দ ওঠে
ভীড় হ'য়েছে ভারি,
পয়সা রেখে ডান পর্কেটে
যায় সে তাড়াতাড়ি॥

॥ চার ॥

বাপ্‌রে সে কী ধূম ধাড়াক্কা
দিচ্ছে ধাক্কা, খাচ্ছে ধাক্কা,
গুঁতোর চোটে হয় প্রাণান্ত
হাঁপিয়ে ওঠে ক্যাবলা কান্ত!
লাগ্‌লো যখন বিষম তেষ্টা
ক্যাবলা করে ডাবের চেষ্টা।

www.pathagar.com

তাকিয়ে দেখে পকেট সাফ,
ভিড়ের ভিতর দেয় সে লাফ।

কেউ রেগে কয়, 'ক'রছ কি?'
কেউ বা বলে, 'ধ'রছ কি?'
'লাফাও কেন বোকার মত?'
প্রশ্ন ওঠে ইতস্তত।

ক্যাবলা তখন ব্যাপারখানা
বল্‌ল করে টাল বাহানা॥

॥ পাঁচ ॥

কোথায় গেলো পকেটমার
কেউ রাখে না খবর তার।
কেউ বা বলে, 'পকেটমার
হ'য়েছে আজ পগার পার॥'

মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়া এই
ক্যাবলা বোঝে সেই সাঁঝেই,
দেয় সে তখন মাথায় হাত;
মেলায় যাওয়ার এই বরাত॥

ঝড়ের গান

ঝড় এল ভাই ঝাঁকড়া চুলে
মাথা নাড়িয়ে,
ঝরা পাতা সবগুলোকে
দিল তাড়িয়ে॥

সাঁ সাঁ ক'রে শো শো ক'রে
ডাক দিল সে বিষম জোরে
যেখানটাতে গাছেরা সব
ছিল দাঁড়িয়ে॥

থরথরিয়ে উঠলো কেঁপে
তাল গাছটার ছাতা,
মড়মড়িয়ে প'ড়ল ভেঙে
বুড়ো বটের মাথা॥

www.pathagar.com

চরকী ঘুরে বিষম ক্ষেপে
ক'রবে কী সে পায় না ভেবে,
বেল গাছটা উপড়ে দিল
দু' হাত বাড়িয়ে॥

বৃষ্টির গান

বৃষ্টি ঝড়ে বাদ্‌ল দিনে
অঝোর ধারাতে,
বৃষ্টি নামে সাঁঝ সকালে
মেঘলা রাতে॥

সারা আকাশ ছলছলিয়ে
বিজলি আলোয় ঝলমলিয়ে
বৃষ্টি নামে অনেক দূরে
মেঘের পাড়াতে॥

মেঘেরা সব বিনি সুতোর ঘুড়ি,
এ দেশ থেকে ও দেশ পানে
চলে গো উড়ি॥

চলার পথে যায় ঝরিয়ে
মেঠো নদী যায় ভরিয়ে,
ঝিনঝিনিয়ে রিমঝিমিয়ে
কোথায় হারাতো॥

বর্ষা শেষের গান

বর্ষা গেলো ভাই
রোদের দেখা পাই॥

উড়কি ধানের মুড়ি
মেঘেরা যায় উড়ি
এক সাথে পাঁচ কুড়ি
হিসাব জানা চাই॥

হঠাৎ হাওয়ায় এসে
হঠাৎ পালায় হেসে
কোন যে দূরের দেশে
ঠিক ঠিকানা নাই॥

www.pathagar.com

বুনো হাঁসের ঝাঁকে
মন যে ওদের থাকে,
ফেরে না আর ডাকে
কেবলি যাই যাই॥

ফাল্গুনের গান

ফাল্‌গুনে আজ বনে বনে
জাগলো খুশীর দিন,
সবুজ নিশান যাই উড়িয়ে
খুশীতে রংগিন॥

সেই খুশীতে ঝলমলালো
আকাশ বাতাস ভোরের আলো,
সেই খুশীতে উঠ্‌লো হেসে
শিশির অমলিন॥

আজকে খুশীর জোয়ার এসে
ভাঙলো রাতের ঘুম,
তাল পাতারা বাজনা বাজায়
ঝুমঝুমি ঝুমঝুম॥

রইব না আজ আপন মনে
একলা বসে ঘরের কোণে,
দল বেঁধে ভাই যাব ছুটে
যেথায় খুশীর চিন্‌॥

বৃষ্টির

ছড়া

বিষ্‌টি এল কাশ বনে
জাগলো সাড়া ঘাস বনে,
বকের সারি কোথারে
লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।

নদীতে নাই খেয়া যে,
ডাকলো দূরে দেয়া যে,

www.pathagar.com

কোন্ সে বনের আড়ালে
ফুট্‌লো আবার কেয়া যে!

গাঁয়ের নামটি হাটখোলা,
বিষ্‌টি বাদল দেয় দোলা,
রাখাল ছেলে মেঘ দেখে
যায় দাঁড়িয়ে পথ-ভোলা।

মেঘের আঁধার মন টানে,
যায় সে ছুটে কোন্ খানে,
আউষ ধানের মাঠ ছেড়ে
আমন ধানের দেশ পানে॥

ইলশেগুঁড়ি

ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি!
আস্‌লো উড়ে মেঘের ঘুড়ি,
হাওয়ায় বাজে রেশমি চুড়ি;
ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি!!

ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!
মন পবনের নাইরে জুড়ি,
ফোটায় সাদা ফুলের কুঁড়ি;
ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি!!

ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!
চুল গুলো কার শনের নুড়ি,
ডাকছে দূরে জটা বুড়ি
ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!!

ইলশেগুঁড়ি! ইলশেগুঁড়ি!
ইলিশ মাছের মুড়কি মুড়ি,
নদীর বুকে হুড়োহুঁড়ি
ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!

ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!
ইলিশ মাছে ভরল ঝুড়ি!
নাও কটা চাই—দু' চার কুড়ি
ইলশেগুড়ি! ইলশেগুঁড়ি!!

www.pathagar.com

পউষের কথা

উত্তরী বায় এলোমেলো
পউষ এল! পউষ এল!
হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে
এল অচিন সড়ক দিয়ে,
মাঠ, ঘাট, বন ঝিমিয়ে গেলো;
পউষ এল! পউষ এল!

মাঠের ফসল আসলো ঘরে,
ধান দেখে ভাই পরাণ ভরে,
কিষাণ-চাষীর মন ভরে যায়
গল্পে গানে; মিঠাই, পিঠায়,
গুড় পাটালির সোয়াদ পেলো;
পউষ এল! পউষ এল!

মন ভেসে যায় তেপান্তরে
পদ্মা-মধুমতীর চরে,
কাঁপন জাগে শীতের হাওয়ায়,
হাজার পাখীর ঝাঁক উড়ে যায়
পর পাখনা এলোমেলো!
পউষ এল! পউষ এল!!

হাসি-কান্না

হাসি

হো-হো হাসি, হি-হি হাসি
শুনি হাসির হর্‌রা,
বাঁকা হাসি পিঠের উপর
পড়ে যেমন দোর্‌রা!

কাষ্ঠ হাসি দেখে কারো
যায় যে জ্বলে পিত্ত,
কাষ্ঠ হাসির মহড়াটা
চলছে তবু নিত্য!

মতলবটা মনে রেখে
করেন যাঁরা হাস্য

www.pathagar.com

তাঁদের মুখে ছায়া ফেলে
খেঁকশিয়ালের আস্য।

হাত-সাফাইয়ে পাকা যারা
শয়তানিতে পোক্ত
তাদের হাসির অর্থটা ভাই
খুঁজে পাওয়াই শক্ত।

হাজার হাসির মধ্যমণি
একটা হাসি মিষ্টি,
আর গুলো ভাই হর-হামেশা
ঘটায় অনাসৃষ্টি॥

কান্না

একটা ছাড়া আর গুলো ভাই
অদ্ভুত সব কান্না;
ছিঁচ কাদুনে মানুষ কাঁদে
না হ'লে ঠিক রান্না।

ডিম পাড়তে কাকের বাসায়
টাক দিলে কাক ঠুকরে
মাথার জ্বালায় পাগল হয়ে
কেউ বা কাঁদে ডুকরে।

জামা, জুতো টাকার লোভে
কাঁদে মানুষ মিচকে
ব-মাল ধরা পড়ে আবার
চোরটা কাঁদে ছিঁচকে!

কান্নাকাটি হয় যে দেদার
অভিনয়ের মঞ্চে
ছলছলিয়ে ওঠে তাতে
বোকা লোকের মন যে!
লোক দেখিয়ে চোখে যারা
ঝরায় চুনি পান্না
মানুষ বলে, "হ'চ্ছে সঠিক
কুম্ভীরটার কান্না॥"

www.pathagar.com

টুন্‌টুনি

টুনটুনিটা টুনটুনিয়ে
যায় আসে ভাই গান শুনিয়ে॥
টুনটুনিটা দুষ্টু পাখি
কথায় কাজে বিষম ফাঁকি,
আসে না রোজ কোথায় যেন
যায় পালিয়ে॥

টুনটুনিটার মিষ্টি আওয়াজ
কাজের ভিতর ভোলায় সে কাজ,
আসলে ফিরে আমাকে সে
যায় জানিয়ে॥

টুনটুনিটার ইচ্ছে করে
থাকবে সে তার তূলোর ঘরে,
ছোট্ট বাসা বাঁধে পাতার
আড়াল দিয়ে॥

কাঠ-ঠোক্‌রা কুটুম পাখি

কাঠ-ঠোক্‌রা কুটুম পাখি
আবার ফিরে এলে নাকি॥

তপ্ত রোদে হেলান দিয়ে
গাছেরা সব যায় শুকিয়ে,
তাদের মনে ভয় ধরিয়ে,
আবার কেন এলে ডাকি॥

মিষ্টি কুটুম ও পাখি ভাই
তবু কেন পালাই পালাই,
ঠুকরে দেওয়ার বিষম বালাই
পার না কি রাখতে ঢাকি॥

ঠোকর দেওয়া বড্‌ড খারাব,
চুপ কেন ভাই দাও না জবাব।

www.pathagar.com

পালিয়ে গেলে? দুষ্টু স্বভাব,
পালিয়ে জবাব দেবেই বা কী॥

টিয়ে পাখি

টিয়ে পাখির টুকটুকে লাল ঠোঁট,
টিয়েরা সব বেঁধেছে এক জোট॥

সবুজ রঙের ঝিলিক দিয়ে
ভোর না হতে যায় বেরিয়ে,
তাকিয়ে থাকে পথের মানুষ
নামিয়ে মাথার মোট॥

খোকন ডাকে, 'আয় রে টিয়ে আয়'।
টিয়া বলে, 'সময় বয়ে যায়'॥

'অনেক দূরে যাব এবার
থামিয়ে পথে ডেক না আর,
থামে যারা তারাই তো ভাই
খায় যে বিষম চোট॥'

মাছরাঙা

মাছরাঙাটার রঙিন ডানা,
কি ভাবে সে যায় না জানা॥

রোদ্দুরে রঙ চমক দিয়ে
চোখ দুটোকে দেয় ধাঁধিয়ে,
দীঘির পাড়ে ঝোপের ধারে
নাই রে মানা॥

ভর দুপুরে পুকুরটা চুপচাপ,
নাই রে সাড়া, নাই মোটে ঝুপঝাপ॥

মাছরাঙাটা চুপ ক'রে তাই
রোজ দুপুরে মাছ খোঁজে ভাই,
শিকার পেলে সুযোগ বুঝে
দেয় সে হানা॥

www.pathagar.com

ফিঙে পাখি

ফিঙে পাখি বসল খেজুর গাছে
খুশিতে ভাই চোখ দুটো তার নাচে॥

সীমের লতায় দোল খেয়ে সে
খেজুর গাছে ঐ বসেছে,
সেই দোলনের দুলুনি তার
শরীর ঘিরে আছে॥

কাজল কাল রঙে আঁকা সে
এখনি ফের উড়বে আকাশে॥

মিশমিশে রঙ, মিশমিশে পাখ্
কারুর তো সে শোনে না ডাক,
দুষ্টু চালাক দাঁড় কাক যে
ঘেঁষে না তার কাছে॥

শীতের পাখি

শীতের পাখি দূরের মুসাফির
হঠাৎ এসে কেমন ওরা
ভরে নদীর তীর॥

ছিল না তো এই দেশে, আর
হঠাৎ পেলাম শব্দ পাখার;
দেখা দিল হিমের হাওয়া
বইলে ঝিরঝির॥

দূর বিদেশের পাখি ওরা সব,
অচিন দেশের মাটিতে ফের
ক'রছে কলরব॥

নানান রঙের পাখিরা ভাই
রঙের বাহার আজ দেখি তাই,
পাঁচ রঙা আর সাত রঙা কেউ
চঞ্চল অস্থির॥

www.pathagar.com

পাখ্-পাখালি

পাখ্-পাখালির গান শুনিগে চল্;
ঝর্ণা ধারার মত পাখির
শব্দ কলকল॥

কোন বনে ভাই উড়ছে ওরা
শব্দ শুনে বৃথাই ঘোরা
লুকিয়ে কোথায় গাছের ডালে
পাখিরা চঞ্চল॥

ডাক শুনে ফের চল এগিয়ে
নদী নালার পাশ কাটিয়ে
যেখানটাতে ঝিলের পানি
ক'রছে টলমল॥

কান পেতে ভাই শুনিস যদি
বুঝবি কেমন সুরের নদী
সব পাখিদের কণ্ঠে মিশে
হয়েছে উচ্ছল॥

www.pathagar.com

কাব্যগীতি পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি গান

কাব্যগীতি : এক

ওগো রাতি ও শ্যামলী
একটু তুমি থাকো
দাও জুড়ায়ে দিনের দাহ
ওগো যেও নাকো॥

যে কাঁদে আজ পথের পরে
ঝরাও শিশির তার তরে গো
নীল আঁধারের ওড়না দিয়ে
একটু তারে ঢাকো॥

তারার আলোয় রূপ যে তোমায়
জ্বলে ঝলোমলো
ঐ আঁখি নীর ঝরে শিশির
ব্যথায় টলোমলো।
পথের সাথী ও সজনী
কোথায় বলো ও রজনী
আমার মত তারেও তুমি
আড়াল ক'রে রাখো।

কাব্যগীতি : দুই

মোর কলঙ্কী প্রেম যায় তব পানে
নিতি নব অভিসারে
আমার এ মন প'ড়ে থাকে প্রিয়
তোমার পথের ধারে॥

তোমাকে চাওয়ার নাই অধিকার
তবু জেগে থাকে স্বপন আমার
সব ছেড়ে তাই ওগো মনোচোর
চোর আমি তব দ্বারে॥

www.pathagar.com

তোমাকে ঘিরিয়া মুগ্ধ ভ্রমর
গুঞ্জরি ওঠে নিতি
তবু আমি হায় বুঝিনা তোমাকে
বুঝিনা প্রেমের রীতি॥

তোমার আমার মাঝে নিঃসীম
বহে যে সিন্ধু বিষাদ প্রতীম
কামনার লীলা কমল তুমি যে
বেদনার পারাপারে॥

কাব্যগীতি : তিন

আমার কাননে ফিরে এসো তুমি
হে বন-বিহঙ্গিনী
জাগাও আমার রিক্ত শাখায়
তব সুর কিঙ্কিনী॥

জানিনা তো আমি কিসের আশায়
সে কোন্ সুদূরে চলিয়াছো হায়
কোন্ উজ্জল মরীচিকা ছলে
পথ ভুলি একাকিনী॥

সন্ধ্যা সকাল আমার শূন্য প্রশাখা তোমাকে ডাকে
সাথীহারা রাতি গুমরিয়া ওঠে ক্লান্ত পথের বাঁকে॥

পথ চাওয়া মোর হয়নাতো শেষ
জেগে থাকে মোর আঁখি অনিমেষ
নিভে যায় তারা জাগে শুধু পাশে
শর্বরী বিষাদিনী॥

কাব্যগীতি : চার

তুমি জানিলেনা
কত কথা আছে প্রাণে।
তুমি বুঝিলে না
কত ব্যথা আছে গানে॥

www.pathagar.com

তুমি নিলে বাণী
নিলে না বাণীর ব্যথা
মানিলে না তুমি
হৃদয়ের আকুলতা
চ'লে গেলে হেসে
নিজের পথের টানে॥

বুঝিলে না তুমি
যাকে ফেলে গেলে দূরে
তার বাঁশী কেন
বাজে বেদনার সুরে
কথার মতই
যে ব্যথার আছে মানে॥

কাব্যগীতি : পাঁচ

ফুল নিয়েছিলে : জানো নাই নিলে মন
তাই যাও দলি হৃদয়ের বন্ধন॥
ফুলের লালিমা হারানো যখন
পথের ধূলায় লুকালে তখন
মনের লালিমা লুকাবে কোথায়
যদি সে চায় মিলন॥

কেন গেলে দলি ধূলিতলে হে নিষ্ঠুর
মোর জীবনের যত ফুল, যত সুর॥

কেন খুলে ফেলে স্মরণের মালা
আন্‌মনে তুমি চলেছ নিরালা
বিস্মরণের আঁধারে রাখিয়া
মোর তরে ক্রন্দন॥

কাব্যগীতি : ছয়

জীবনে আমার যেদিন আসোনি রাণী
বেদনার সাথে সেদিন আমার
হয়নি যে জানাজানি॥

www.pathagar.com

সহজ প্রাণের উচ্ছলতায়
কণ্ঠে আমার দোলা দিত হায়
বর্ণ ধনুর সাত রঙা সুর
গোধূলি আঁচল টানি॥

তুমি মুছে গেলে সুরের উচ্ছলতা
মূক হয়ে গেল মুখর গানের সকল রঙিন কথা॥

আজ বেদনার বহে স্রোত ধার
কোন দিকে আর তীর নাহি তার
দু' কূল হারানো ব্যথার আঁধারে
জাগে না গানের বাণী॥

কাব্যগীতি : সাত

কেন চলেছ রাতে
নীল নভঃ নাগরী
দেখ দীপমালাতে
ঝলে নীলাম্বরী॥

মোর শূন্য ঘরে
ব্যথা অশ্রু ঝরে
শত বেদনা বুকে
কাঁদে মোর বাঁশরী

মোর আঁধার নিশা
ওগো স্বপন পরী
শুধু ক্ষণিক লাগি
যাও উজালা করি

ক্ষতি নাহিক তব
যদি তারকা নয়
ফোটে রিক্ত মনে
শত ব্যথা পাশরি॥

কাব্যগীতি : আট

ওগো আমার আধো রাতের ঘুম ভাঙানো
দূরের বাঁশীর বুকে ব্যথার সুর জাগালো॥

www.pathagar.com

কাছে তোমার চিনি নাকো
যদি তুমি দূরে থাকো
অশ্রু হয়ে জাগো আমার
মন রাঙানো॥

ক্ষণিক পাওয়ার এই পরিণাম
বেদনা উত্তাল
তোমার আমার মাঝে বাড়ায়
বিচ্ছেদেরি কাল॥

তবু জানি আস্‌বে তুমি
আন্‌বে সুরের সে মৌসুমী
মিলন রাতের মালঞ্চে মোর
রঙ লাগানো॥

কাব্যগীতি : নয়

কৃষ্ণা রাতের বাঁকা পালংকে তনু দেহ সাজাইয়া
ঘুমাও ঘুমাও গভীর আলসে মোহনিয়া মোর পিয়া॥

লক্ষ তারকা মুগ্ধ ভ্রমর
তোমার খেয়ালে রহিবে বিভোর
তব মুখ চেয়ে জেগে রবো সখী
আঁখি দীপ জ্বালাইয়া॥

যে রূপ তৃষ্ণা মেটেনি জীবনে, মরণের দুই পারে
সেই রূপ হেরি জাগিব একাকী নিশীথ অন্ধকারে॥

ঘিরিয়া তোমার কবরী আঁধার
রক্ত করবী ঘুমাবে আমার
রজনীগন্ধা জাগিবে কাননে
সজনীর স্মৃতি নিয়া॥

কাব্যগীতি : দশ

আমার কামনা তব কামনার
তন্ত্রী চেয়েছে ধরিতে

www.pathagar.com

আমার বেদনা তব বেদনার
বক্ষে চেয়েছে ঝরিতে॥

চেয়েছে হৃদয় তোমার হৃদয়ে জুড়াতে
ব্যর্থ বেদনা চেয়েছে কামনা পুরাতে
তোমার অলক আধারে হারায়ে
তৃষ্ণিত বক্ষ ভরিতে॥

আমার স্বপ্ন চেয়েছে তোমার
গহীন স্বপনে মিশিতে
চেয়েছে এ মন ভুলিতে দাহন
তোমার শান্ত নিশীথে॥

ও বুকে আমায় ঠাঁই নাহি আর জানি তা।
ললাট লেখন বলি প্রিয় মম মানি তা।
তবু আজো হায় পতঙ্গ চায়
তোমার শিখায় মরিতে॥

কাব্যগীতি : এগারো

মালা চেয়েছিলে
পারি নাই মালা দিতে
মালার কুসুম ঝরিয়া যায়
বেদনা নিশীথে॥

নিভেছে আঁধারে পূর্ণিমা রাতি
লাভ নাই টেনে কথার বেসাতি
সুদূরের সাথী এনো না স্মরণে
কি পারিনি দিতে, কি পারিনি নিতে॥

আর কোনদিন হবে না মালাগাথা
রাঙিবে না রঙে জীবনের ঝরা পাতা
দেবার যা ছিল দিতে পারি নাই
যা ছিল নেবার নিতে পারি নাই
রেখে যাই মোর যা পাওয়া তৃষার
বেদনার দুখ গীতে॥

www.pathagar.com

কাব্যগীতি : বারো

আমার রঙিন আশার আশ্বাসে ফুল
ফুট্‌লো মালঞ্চে
প্রেমের রঙে উঠ্‌লো রেঙে
আমার এ মন যে॥

মৃত্যু নিথর সিন্ধু হিয়া
উঠ্‌লো সুরে তরঙ্গিয়া
প্রাণ প্রবাহে রাঙানো তার
সকল ক্ষণ যে।

সন্ধ্যা সকাল সেই রঙেরি
স্বপন দিয়ে ঘেরা
সেই রঙে মোর মুখর হ'ল
ক্লান্ত মুহূর্তেরা॥

সেই রঙেরি ঝলক লেগে
উঠলো আমার বিশ্ব জেগে
সেই সুরে আজ কয় কথা মোর
সিন্ধু কানন যে॥

কাব্যগীতি : তেরো

আমার হৃদয় উপড়ি দিলাম মর্ম গ্রন্থি ছিঁড়ে
মোর স্বপ্নের বলাকা এ বুকে আসিবে না আর ফিরে॥

কাকলি মুখর আসিবে না আর
জাগাতে সুরের নিতল পাথার
আকাশের রঙ মাখিয়া পাখায়
আমার গোধূলি নীড়ে॥

আমার হৃদয় উপড়ি দিলাম বুঝিবে না তুমি কেন
শুধু চেয়ে যাবো সেই যন্ত্রণা বুঝিতে হয় না যেনো।

নিশীথ বিজনে যদি অকারণে
বুকে ব্যথা লাগে ভাবিও না মনে
হে গানের পাখি! আমার আশীষ
রহিবে তোমাকে ঘিরে॥

www.pathagar.com

কাব্যগীতি : চৌদ্দ

সে কোন্ বিজন তেপান্তর
অশ্রুমতী কন্যা জাগে
কোন্ সে রাজার ঝিয়ারী আজ
ভিখারিনী অনুরাগে॥

গভীর তাহার বুকের ব্যথায়
মুক্তা ঝরে নয়ন পাতায়
তার বেদনায় উদাস আকাশ
অনন্ত বিরাগে॥

তার বেদনা ঝরে আমার
সাঁঝের পূরবীতে
তার বেদনার রুদ্ধ জোয়ারে
খোলেগো সংগীতে॥

বন্দিনী সে রাজকুমারী
জাগি আমি স্বপ্নে তারি
তার বুকেরি বেদনা (ও)
আমার বুকে লাগে॥

কাব্যগীতি : পনের

পরাণ আমার উড়ে যায়
বলাকার মত ঘুরে যায়
আমার মনের শিখর পারায়ে
তোমার বক্ষ ছায়॥

তুমি তা জানো না প্রিয়া
নিজের স্বপ্নে রয়েছ বিভোর
আপনার সুখ নিয়া॥

হৃদয় আমার ওঠেগো দু'লে
(ও সে) ঝ'রে যায় অঝোর ধারায়
অশ্রু মতীর কূলে

www.pathagar.com

ও তার কূল হারায়েছে অকূল সায়রে
কান্নার পারাবারে
মিলন মোহনা খুঁজিতে যেয়ে সে
মরিয়াছে শতধারে॥

তবু সে মানে না মানা
অমর মরণে মরিতে প্রাণের
পাখি তবু মেলে ডানা
ও সে মানে না মানা

ও সে ছুটে চলে তত
প্রিয়তম যত দূরে যায়॥

কাব্যগীতি : ষোল

বন্ধু! তুমি সুদূর পরবাসী॥

তবু কেন অকারণে
চম্‌কে শুনি আমার মনে
বাজে তোমার পাগল করা বাঁশী॥

পেয়েছিলাম তোমায় আমি
কোন্ সে মধুমতির তীরে
হারিয়ে তোমায় আজকে আমি
ভাসি অথই নয়ন নীরে
মন ভেসে যায় হরিণ ঘাটায়
নীল মোহনার সাগর নীড়ে
কণ্ঠে তবু জড়িয়ে থাকে
তোমার প্রেমের ভুল না হওয়ায় ফাঁসী॥

মটর শুঁটির মৌসুমী আজ
নাইগো তুমি নাই
শিশির ভরা পাতায় বাজে
দুঃখেরি সানাই
ওরা ফেরে ঘরে আমি ঘাটের পানে চাই,
মধুমতির তীরে আমি একলা দাঁড়াই আসি॥

www.pathagar.com

কাব্যগীতি : সতেরো

শুধু সংশয় দোলায় দুলিয়া আমার সাগর তরী
খুঁজিতেছে কবে শেষ হবে তার দুঃখের বিভাবরি॥

লোনা জলে তাই ফেলি আঁখি নীর
খুঁজিতেছে তরী সিন্ধুর তীর
খুঁজিতেছে কবে দেখা হবে উষা
পার হ'য়ে শর্বরী॥

কূলে তারে যদি আনিতে না পারো অকূলে ফেলো না প্রিয়
যত সুকঠিন হোক্ না আঘাত হবে মোর স্মরণীয়॥

খেলাছলে শুধু ঘোরায়ো না তারে
আশা নিরাশার কুহেলি পাথারে
কূলে তারে যদি না পারো টানিতে
নিজেরে সহজ করি॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

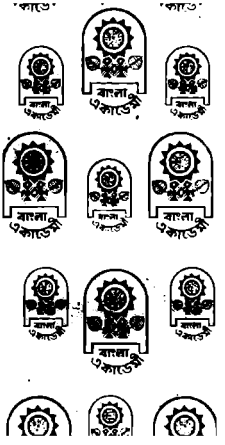
বাংলা
একাডেমী